পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 285 Wednesday, 16 September 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৮৫ সংখ্যা ✱ ২৯ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কালীঘাটে অভিষেকের বাড়িতে সুমিতকে নিয়ে পুলিশের তল্লাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ জমি দুর্নীতির মামলার তদন্তে নতুন মোড়। ধৃত আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি চালাল তদন্তকারী দল। মঙ্গলবার দুপুরে এই অভিযান ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, সুমিতকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে অভিযোগের সঙ্গে বাড়িটির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ সুমিতকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটের ওই বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারীরা। বাড়িটি ঘিরে রেখে সুমিতকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য ছিল, সুমিতের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতির মিল রয়েছে কি না, তা যাচাই করা। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুমিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বয়ানের ভিত্তিতেই কালীঘাটের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা চিহ্নিত করানো হয়। বিশেষ করে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তদন্তকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, সুমিত দাবি করেছেন যে ওই বাড়িতে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কিছু কার্যকলাপ চলত। সেই দাবির সত্যতা যাচাই করতেই এ দিনের পুনর্নির্মাণ বলে জানা গিয়েছে। জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে দীর্ঘদিন ধরেই সুমিত রায়কে খুঁজছিল সিআইডি। তদন্তের স্বার্থে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার তল্লাশিও চালানো হয়েছিল বলে তদন্তকারী সূত্রে দাবি। অবশেষে চলতি মাসের ১০ তারিখ কালীঘাটের বাড়িতে সিআইডি ও এসটিএফের যৌথ অভিযানের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শালবনির জমি সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তারের পর তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে পাঠানো হয়। এরপর থেকেই দফায় দফায় সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তদন্তকারীদের অনুমান, সুমিত দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করায় অভিযোগের বিষয়ে তাঁর কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে। সেই কারণেই তাঁর বয়ান যাচাই করে তদন্তের পরবর্তী ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে তদন্তকারী সংস্থা। এ দিনের তল্লাশিতে বাড়ির বিভিন্ন অংশে গিয়ে সুমিতকে প্রশ্ন করা হয়। কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় টাকা লেনদেন, নথিপত্র

এরপর ৬-র পাতায়

চন্দ্রনাথ রথ হত্যা নিয়ে বিস্ফোরক দাবি

‘ভাইপো গ্যাংয়ের সুপারি, দেওয়া হয়েছিল ২ কোটি’ ঃ শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের মাত্র দু’দিনের মাথায় মধ্যমগ্রামে খুন হয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। সেই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে। এবার সেই মামলাতেই বিস্ফোরক দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, চন্দ্রনাথ রথকে খুনের পিছনে রয়েছে ‘ভাইপো গ্যাং’। এমনকি সুপারি কিলারদের খুনের জন্য ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে সরাসরি উঠে এসেছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। মঙ্গলবার চন্দ্রনাথ রথের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দাবি করেন শুভেন্দু। তিনি জানান, তাঁর কাছে এমন কিছু তথ্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে তিনি মনে করছেন, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে একটি বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে। তাঁর দাবি, একাধিক কল রেকর্ডিংও তিনি শুনেছেন। সেই রেকর্ডিংয়ে ঘটনার সঙ্গে ‘ভাইপো গ্যাং’-এর যোগসূত্রের ইঙ্গিত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তবে মামলাটি এখনও বিচারাধীন হওয়ায় প্রকাশ্যে বিস্তারিত তথ্য জানাতে চাননি শুভেন্দু। তিনি বলেন, তাঁর কাছে যে তথ্য এসেছে, তাতে চন্দ্রনাথ রথকে হত্যার জন্য সুপারি দেওয়া হয়েছিল এবং সেই টাকার অঙ্ক ছিল প্রায় ২ কোটি। ডায়মন্ড হারবারের একাধিক ব্যক্তির কথোপকথনের কল রেকর্ডিং শোনার কথাও জানান তিনি।

ঘটনাটি ঘটেছিল বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের ঠিক দু’দিন পর। গত ৪ মে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। তার পরের দিনগুলিতেই মধ্যমগ্রামে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন চন্দ্রনাথ রথ। অভিযোগ, খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত চন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ড ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়। ঘটনার তদন্ত প্রথমে রাজ্য পুলিশের হাতে থাকলেও পরবর্তীতে তদন্তভার নেয় সিবিআই। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে তদন্তকারীদের কাছে মূল প্রশ্ন হয়ে রয়েছে-এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে আসল পরিকল্পনাকারী কারা এবং খুনের নির্দেশই বা কে দিয়েছিল। সেই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। এর মধ্যেই নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে। তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিনই চন্দ্রনাথের হত্যাকাণ্ড নিয়ে শুভেন্দুর এই বিস্ফোরক মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু করেছে। শুভেন্দুর অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তাঁর এই দাবি এখনও আদালতে প্রমাণিত নয় এবং তদন্তকারী সংস্থার তরফেও এমন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। ফলে শুভেন্দুর বক্তব্যকে রাজনৈতিক অভিযোগ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এই ইস্যুতে তৃণমূলের অন্দরেও প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। দলের বিধায়ক মদন মিত্র শুভেন্দুর বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, কোনও প্রমাণ ছাড়া এমন গুরুতর অভিযোগ করা উচিত নয়। তবে একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, যদি অভিযোগের সত্যতা থাকে, তা হলে ঘটনাটি অত্যন্ত দু ঃখজনক এবং সত্য কোনওদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না। চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা এর আগেও একাধিকবার তীব্র হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচনের পর পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে, তদন্তের ফলাফল সামনে আসার আগেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাউকে দায়ী করা ঠিক নয়। এখন শুভেন্দুর ‘২ কোটি টাকার সুপারি’ এবং ‘ভাইপো গ্যাং’-এর অভিযোগ সামনে আসার পর তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। সত্যিই কোনও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে খুনের পরিকল্পনা হয়েছিল কি না, কল রেকর্ডিংয়ে কী তথ্য রয়েছে এবং গ্রেপ্তার হওয়া সাতজনের সঙ্গে কথিত মূল ষড়যন্ত্রকারীদের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না- সেই প্রশ্নগুলির উত্তরই এখন গুরুত্বপূর্ণ। তবে চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলায় আদালত বা তদন্তকারী সংস্থার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগকে নিশ্চিত তথ্য হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। মামলার তদন্ত এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কারা ছিলেন।

নেপালে হড়পা বানে নিখোঁজদের আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ গত মাসে নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে রাজ্যের নিখোঁজদের আত্মীয়দের সঙ্গে রাজ্য সরকার মিলিত হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগামীকাল নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে প্রস্তাবিত এক অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে মিলিত হবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে তাদের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া ছাড়া অসহায় পরিবারগুলির একজনের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য গত ২৬ অগস্ট সকালে নেপালের রাসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বানে রাজ্যের ৩২ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

‘আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ৫০ হাজার মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ চালু হওয়ার পরে প্রথম এক মাসে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পে তালিকাভুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। এইজন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবায় বীমা থেকে প্রায় আঠাশ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সামাজিক মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের ১ হাজার১০২ জনেরও বেশি রোগী রাজ্যের বাইরের হাসপাতালে ও বাইরের রাজ্যের ১হাজার ৮৪৯ জন রোগী এই সময় রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

পোখরানে প্রথমবার স্বদেশী ড্রোনের ঝলক তুলে ধরল বায়ুসেনা

পোখরান, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ আধুনিক বিশ্বে যুদ্ধ এখন প্রযুক্তি নির্ভর। শত্রুকে ধ্বংস মানববিহীন ড্রোন প্রযুক্তি যে কোনও সেনাবাহিনীর প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি নির্ভর এই মহাযুদ্ধের লক্ষ্যে সেজে উঠেছে ভারতও। পোখরান ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে তারই ঝলক তুলে ধরল ভারতীয় বায়ুসেনা। গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে রাজস্থানে শুরু হয়েছে ‘ IAF Dronathon-2026’ প্রদর্শনী। চলবে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সোমবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বায়ুসেনা প্রধান আশুতোষ দীক্ষিত। জানা যাচ্ছে, ৩ দিনের এই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য হল যুদ্ধ, নজরদারির ক্ষেত্রে দেশীয় ড্রোন প্রযুক্তিতে সেরার সেরা হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রদর্শনীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি সেনা ও বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরা। এছাড়াও ২০টির বেশি দেশীয় প্রতিরক্ষা সংস্থা, স্টার্ট-আপ, এমএসএমই এবং ডিপিএসইউ এখানে অংশ নিয়েছে। শুধুমাত্র ড্রোনের প্রযুক্তিগত প্রদর্শন নয় ‘ এবং ডিমান্ডিং অপারেশনাল এনভায়রনমেন্টে’ মানববিহীন এই প্রযুক্তি কতখানি নির্ভরযোগ্য, কত দ্রুত এগুলি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোনও হুমকির সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নিতে পারে তারও পরীক্ষা হচ্ছে পোখরানে। বায়ুসেনার তরফে জানা যাচ্ছে, এখানে নজরদারি, স্বয়ংক্রিয় অপারেশন, সোয়ার্ম টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং অ্যান্টি -ড্রোন সিস্টেম প্রদর্শনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে কী ধরনের ড্রোন প্রয়োজন তার স্পষ্ট দিশা দেওয়া হচ্ছে দেশীয় সংস্থাগুলিকে। যাতে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে শুধু এয়ারফ্রেম নয়, ইঞ্জিন, সেন্সর, কমিউনিকেশন, এআই সব ক্ষেত্রে দেশীয় উদ্ভাবন হয়।

মাসুদের মাথার দাম ৭০ লক্ষ, পাকিস্তানকে তীব্র কটাক্ষ দিল্লির ‘লোক দেখানো ঘোষণা’

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের মাথার দাম ৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ টাকা করেছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদের এই ঘোষণাকে নিছক ‘লোক দেখানো’ এবং আন্তর্জাতিক চাপ সামলানোর কৌশল বলে কটাক্ষ করল ভারত। নয়াদিল্লির দাবি, সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে চাপে থাকা পাকিস্তানের এই ধরনের ঘোষণার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল পাকিস্তানের পদক্ষেপ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁর বক্তব্য, পাকিস্তানের এই ধরনের কৌশল বা প্রতারণা নতুন নয়। অতীতেও একই ধরনের পদক্ষেপ দেখা গিয়েছে।

২০২৯ লোকসভায় প্রায় দেড়গুণ হচ্ছে বুথসংখ্যা! বাড়ছে খরচও

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেই এক দেশ-এক ভোট চালু করার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। সেটা যদি নাও হয়, তাতেও আড়াই বছর বাদে লোকসভা নির্বাচনে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়তে চলেছে বুথসংখ্যা। এক আরটিআইয়ের জবাবে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুধু বুথের সংখ্যা বাড়াই নয়, সেই সঙ্গে অনেকটা বাড়ছে ভোট পরিচালনার খরচও। এক আরটিআইয়ের জবাবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা একলাফে অনেকটাই বাড়তে পারে। লোকসভা নির্বাচনের সময় সংখ্যাটা প্রায় ১৫.৩৮ লক্ষ পোলিং স্টেশন বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকতে পারে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাটা ছিল ১০.৫২ লক্ষ। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে তুলনায় প্রায় ৪৬ শতাংশ বেশি। মূলত ভোটারদের ঝক্কি কমাতেই বুথসংখ্যা বাড়াচ্ছে কমিশন। কিন্তু বুথসংখ্যা বাড়াতে গিয়ে ভোট পরিচালনার খরচও অনেকটা বাড়বে। কারণ, অতিরিক্ত বুথে ভোট নিতে গেলে লাগবে বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী। প্রয়োজন বাড়তি ইভিএম ইউনিট। আরটিআইয়ের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আগামী লোকসভা ভোটের আগে নতুন ইভিএম কিনতে এবং ভিভিপ্যাট কিনতে প্রায় ৪৮৬ কোটি টাকা খরচ হবে। বর্তমানে কমিশনের হাতে মজুত রয়েছে প্রায় ৩০.৪৮ লক্ষ ব্যালট ইউনিট, এবং ২১.৯২ লক্ষ কন্ট্রোল ইউনিট। ২০১৯ লোকসভার সময় ইভিএমের সংখ্যাটা ছিল অর্ধেক। তবে ২০২৯ সালের ভোটের আগে মোট ৩.৫৭ লক্ষ ব্যালট ইউনিট এবং ১.২৫ লক্ষ কন্ট্রোল ইউনিট কেনার পরিকল্পনা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। তবে ওই নতুন ইভিএমগুলি আগের ইভিএমের পরিবর্ত হিসাবে কেনা হবে নাকি পুরনো ইভিএম ‘অবসরে যাবে, সেটা স্পষ্ট নয়। নিয়ম অনুযায়ী একটি ইভিএম ইউনিট ৩টি নির্বাচন চক্র পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকতে পারে। শোনা যাচ্ছে, বেশ কিছু মেশিন এবার ‘অবসরে করতে চলেছে। সে কারণেই নতুন ইভিএম কেনা।

মান্দেবেও যুদ্ধের ছায়া, জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে ভারতের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ইরান যুদ্ধের জেরে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক তেলবাজারে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে গভীর উদ্বেগ। এর মধ্যেই ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হাউথি গোষ্ঠীর সৌদি আরবের উপর হামলার ঘটনায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ-বাব-আল-মান্দেব প্রণালী-নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতেও ভারতীয়দের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারত জানিয়েছে, হাউথি হামলার মধ্যেও বাব-আল-মান্দেব প্রণালী দিয়ে দেশের জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি জানান, সৌদি আরবের সার্বভৌম ভূখণ্ডে বেসামরিক পরিকাঠামোকে লক্ষ্য করে চালানো হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। একইসঙ্গে লোহিত সাগর অঞ্চলে ক্রমশ অবনতি হওয়া

নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি।সম্প্রতি ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সাউদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই আলোচনায় হাউথি হামলা ছা।।ও গোটা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় হয়। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আঞ্চলিক সংঘাতের প্রভাব যাতে আরও বিস্তৃত না হয়, সে বিষয়ে নয়াদিল্লি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন।রণধীর জয়সওয়াল বলেন, সৌদি আরবের উপর সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা জানিয়েছে ভারত। তাঁর মতে, লোহিত সাগর অঞ্চলের পরিস্থিতির অবনতি শুধু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যই নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে বাব-আল-মান্দেব প্রণালী দিয়ে অবাধ নৌ-চলাচল ব্যাহত হলে এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে।তবে উদ্বেগের মধ্যেও ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করেছে বিদেশমন্ত্রক। রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, হাউথি হামলার পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাব-আল-মান্দেব প্রণালী দিয়ে ভারতের জ্বালানি সরবরাহ বর্তমানে চালু রয়েছে। ফলে হরমুজ প্রণালী নিয়ে তৈরি হওয়া সংকটের পাশাপাশি মান্দেব প্রণালীর পরিস্থিতিও ভারত নিবি।ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাব-আল-মান্দেব বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ। লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এই প্রণালী ভারত মহাসাগরকে লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

শিশুদের সুরক্ষাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, বিবৃতি মেটা-র

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিশুদের সুরক্ষাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছে মেটা। মঙ্গলবার মেটার মুখপাত্র জানিয়েছেন, মেটা প্ল্যাটফর্মে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের কাছে অত্যন্ত অগ্রাধিকারের বিষয়। এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে আমরা সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করতে, মেটা এখন শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সরাসরি ‘ সাইবারক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার’ দ্বারা পরিচালিত সাইবারক্রাইম পোর্টালে রিপোর্ট করবে।সরকারি সূত্রের খবর, মেটা শিশু-যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। ক্ষতিকর তথ্য রোধে ভারত সরকার ক্রমাগত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা একটি মৌলিক নীতি এবং এ বিষয়ে কোনও ছা। দেওয়া হবে না। মেটা শিশু-সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যথাযথ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর বিষয়ে রাজি হয়েছে। শিশুদের জন্য প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিরাপদ করে তোলার পথে এটি একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র এ ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন।

বিহারে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানিতে ব্যথিত রাহুল ও খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে রাহুল গান্ধী উল্লেখ করেন, বিহারে ভয়াবহ বন্যায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। এই বিপর্যয়ে যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন এগিয়ে আসেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা প্রদান করেন। একই সঙ্গে, আমি আশা করি সরকার ও প্রশাসন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ পরিচালনা করবে এবং নিশ্চিত করবে যেন জরুরি সহায়তা যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছয়।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক্স মাধ্যমে জানান, বিহারে বন্যায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ১৫টি জেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং হাজার হাজার গ্রামে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই সংকটময় মুহূর্তে সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে ত্রাণ ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা। ত্রাণ, উদ্ধারকাজ, চিকিৎসা সহায়তা এবং পুনর্বাসনের কাজে সরকার ও প্রশাসনকে কোনও ত্রুটি রাখা চলবে না এবং অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে সাহায্য পৌঁছে দিতে হবে। আমি সমস্ত কংগ্রেস কর্মীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এগিয়ে আসেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা প্রদান করেন। এই কঠিন সময়ে সমগ্র দেশ বিহারের পাশে রয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের স্মরণে, উজ্জয়িনীতে বর্ণাঢ্য দীপোৎসবের প্রস্তুতি

উজ্জয়িনী, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন এবং তাঁর জনজীবনের ২৫ বছর পূর্তি স্মরণীয় করে রাখতে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে ‘ সেবা সংকল্প অভিযান’। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ওই দিন সন্ধ্যায় উজ্জয়িনীতে এক বর্ণাঢ্য দীপোসবের আযোজন করা হয়েছে। শিপ্রা নদীর বিভিন্ন ঘাট ও মহাকাল লোক চত্বরে ২৫ লক্ষেরও বেশি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হবে। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসেবা, সুশাসন এবং জনকল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। দীপোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে

সমগ্র এলাকাটিকে ৭টি সেক্টর ও ২৫০টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। গড়ে তোলা হচ্ছে প্রায় ১১,০০০ ব্লক, যার প্রতিটিতে থাকবে ২২৫টি করে প্রদীপ। প্রতিটি ব্লকের দায়িত্বে থাকবেন দু’জন করে স্বেচ্ছাসেবক এবং এই মহোসবে অংশ নেবেন প্রায় ২৫,০০০ মানুষ। প্রতিটি সাব-সেক্টরে প্রদীপ, তেল, মোমবাতি, দেশলাই ও কর্পূরসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরো ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য প্রতিটি সেক্টরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অনুষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ ‘ জিরো ওয়েস্ট’ (বর্জ্যমুক্ত) আয়োজন হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যেখানে পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করা হয়।

ভারতীয় সাহিত্য শুধু শব্দের সমষ্টি নয়, সঞ্চিত সমৃদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করেঃপুষ্কর ধামি

দেহরাদূন, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃউত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি গত সোমবার দেহরাদূনে 'মুখ্য সেবক সদন'-এ আয়োজিত হিন্দি দিবস উদযাপনে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভারতীয় সাহিত্য কেবল শব্দের সমষ্টি নয় বরং এটি হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত সমৃদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে-যা ঐতিহ্য ও পরম্পরার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তবে এটিও এক তিক্ত সত্য যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশি আক্রমণকারীরা আমাদের এই মহান সত্তাকে মুছে ফেলার বা বিকৃত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। আরও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, স্বাধীনতার পরবর্তী বহু বছর ধরে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো-মূলত ভোট-ব্যাংক রাজনীতির কারণে-এ বিষয়ে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়নি।পুষ্কর ধামি বলেন, আমাদের শিশুদের যে সাহিত্য ও ইতিহাস শেখানো উচিত ছিল, তা ক্রমাগত অবহেলিত হয়েছে। আমাদের অনেক মহান ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থ এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্য তাদের প্রাপ্য সম্মান পায়নি। কিন্তু সময় বদলেছে। এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করে। আর এখানে উত্তরাখণ্ডেও আমরা আমাদের স্থানীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কলকাতার কয়েকটি রাস্তার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার রাস্তার নামকরণের ইতিহাসে এক বড় পরিবর্তনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তথাগত রায় শীঘ্রই লেলিন সরণি সহ শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পেশ করতে চলেছেন। তাঁর মতে, লেলিন সরণির নাম পরিবর্তন করে ভারতীয় জনসংঘের প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি দেবপ্রসাদ ঘোষের নামে করা যেতে পারে।বাম শাসনের সময় কার্ল মার্ক্স, ভ্লাদিমির লেনিন এবং হো-চি-মিনের স্মৃতির উদ্দেশে কলকাতার তিনটি রাস্তার নামকরণ করা হযেছিল। এবার এই নামগুলি পরিবর্তনের তপরতা শুরু হওয়া নিয়ে চর্চা চলছে।তথাগত রায় জানান, লেলিন সরণি ছাড়াও কলকাতার আরও কয়েকটি রাস্তার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব কমিটির কাছে রাখা হবে। লেলিন সরণির নাম বদলে দেবপ্রসাদ ঘোষ সরণি করার প্রস্তাব রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পর দেবপ্রসাদ ঘোষ ভারতীয় জনসংঘের জাতীয় সভাপতি হয়েছিলেন।অন্যদিকে, কার্ল মার্ক্স সরণির নাম পরিবর্তন করে রঙলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একইভাবে হো-চি-মিন সরণির নাম বদলে মার্টিন লুথার কিং-এর নামে করার প্রস্তাবও সামনে আসতে পারে।গোপাল মুখার্জি রোডের নাম নিয়ে তৈরি বিতর্কের সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, কলকাতায় কোনো মুঘল, পাঠান বা অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের নামে নামকরণ থাকবে না। তিনি এও বলেছিলেন যে, ভগিনী নিবেদিতাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিদেশি ব্যক্তিত্বের নামে নাম রাখা হবে না। তবে এপিজে আবদুল কালামের মতো কোনো প্রকৃত দেশপ্রেমিকের নামের পরামর্শ পাওয়া গেলে সরকার তাঁকে সম্মান জানাবে।উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা, সেতু এবং অ্যাভিনিউয়ের নতুন নামকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি কার্তিক মহারাজ, এবং বিজেপি নেতা তথাগত রায়ও এর একজন সদস্য। এবার কমিটির সামনে এই রাস্তাগুলির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হলে কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে এই বিষয়টি নিয়ে তর্কবিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মর্মান্তিক! কর্ণাটকের বেলাগাভিতে রেফ্রিজারেটর বিস্ফোরণে মৃত্যু ৪ জনের

বেলাগাভি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ কর্ণাটকের বেলাগাভিতে রেফ্রিজারেটর বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৪ সদস্যের। মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, বেলাগাভিতে একটি বাড়িতে রেফ্রিজারেটর বিস্ফোরণের ঘটনায় এক পরিবারের চারজন সদস্য মারা গিয়েছেন এবং আরও দু’জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার গভীর রাতে চাভাট গলি এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন গজানন ধামোনি (৬৫), রোশন ধামোনি (২১), শারদা ধামোনি (৪৫) এবং ভারতী ধামোনি (৫০)। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে চাভাট গলি এলাকায় একটি বাড়িতে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

জোড়া উপনির্বাচনে প্রার্থী দিল বিজেপি, নন্দীগ্রামে চন্দ্রনাথের মা

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর, এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে। রেজিনগরে শাখারভ সরকারকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।মঙ্গলবার বিজেপির পক্ষ থেকে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, রেজিনগর উপনির্বাচনে শাখারভ সরকারকে প্রার্থী করা হয়েছে এবং নন্দীগ্রামে হাসিরানি রথকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। আগামী ৬ অক্টোবর এই দুই আসনে উপনির্বাচন। মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম ছাড়াও লড়েছিলেন ভবানীপুর কেন্দ্র

ভারতীয় সভ্যতায় প্রকৃতিকে মায়ের মর্যাদায় পূজা করা হয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় সভ্যতায় প্রকৃতিকে মায়ের মর্যাদায় পূজা করা হয়, ব্রিকস শিখর সম্মেলনে এই বার্তা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা এই বিশ্বাস লালন করে আসছি যে, উন্নয়ন ও পরিবেশ একে অপরের বিকল্প নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। ব্রিকস-এর ক্ষেত্রেও আমরা মানব কল্যাণ ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছি এটিই সুস্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি এবং ভবিষ্য প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট গ্রিড ও শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার জন্য আমরা একটি ‘ ডিজিটাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স’ প্রতিষ্ঠা করেছি, যা আমাদের পরিচ্ছন্ন শক্তি ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও সহজলভ্য করে তুলতে সহায়তা করবে। কৃষি-বাস্তুবিদ্যা এবং পুনরুৎপাদনশীল কৃষির জন্য স্থাপিত ‘ অফ এক্সিলেন্স’গুলো ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণভিত্তিক যে নীতিগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে, তা জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে আদিবাসী জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।অন্যদিকে ব্রিকস মঞ্চের মাধ্যমে ভারত বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ব্রিকস মঞ্চের মাধ্যমে ভারত বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার মনোভাবকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা এমনভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি যাতে ব্রিকস-এর সহযোগিতা কেবল সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে আমরা চাই আমাদের উদ্যোক্তা, কৃষক, গবেষক, নারী, যুবসমাজ এবং সাধারণ নাগরিকরাও এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। মোদী বলেন, 'ব্রিকস কানেক্ট'-এর মাধ্যমে আমরা দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানযোগ্যতা, শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করেছি। ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে জ্ঞান, অর্থায়ন এবং নতুন বাজারের সাথে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে একটি 'ব্রিকস এমএসএমই সহযোগিতা পোর্টাল' চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আমাদের শহরগুলির মধ্যে সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি বা 'বেস্ট প্র্যাকটিস' বিনিময়ের সুবিধার্থে একটি 'ব্রিকস আরবান মোবিলিটি হাব' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ব্রিকস লজিস্টিক সাপ্লাই চেইন কো-অপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিস্থাপক করে তুলতে সহায়তা করবে। উদ্ভাবনের উদ্যোগের আওতায়, 'ব্রিকস ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক' আমাদের স্টার্টআপ ও ইনকিউবেটরগুলোকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। উদ্ভাবনী ও সম্প্রসারণযোগ্য সমাধানের প্রসারে আমরা 'ব্রিকস স্টার্টআপ ইনোভেশন ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছি। 'ব্রিকস নেটওয়ার্ক অন ডিজিটাল এগ্রিকালচার' কৃষকদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোকে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। প্রযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের অস্ত্রায়ন আমাদের যৌথ অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে তাই প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দিয়েছি। অন্যদিকে অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতায় প্রকৃতিকে মায়ের মর্যাদায় পূজা করা হয়, ব্রিকস শিখর সম্মেলনে এই বার্তা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা এই বিশ্বাস লালন করে আসছি যে, উন্নয়ন ও পরিবেশ একে অপরের বিকল্প নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। ব্রিকস-এর ক্ষেত্রেও আমরা মানব কল্যাণ ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছি এটিই সুস্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি এবং ভবিষ্য প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট গ্রিড ও শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার জন্য আমরা একটি ‘ ডিজিটাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স’ প্রতিষ্ঠা করেছি, যা আমাদের পরিচ্ছন্ন শক্তি ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও সহজলভ্য করে তুলতে সহায়তা করবে। কৃষি-বাস্তুবিদ্যা এবং পুনরুৎপাদনশীল কৃষির জন্য স্থাপিত ‘ অফ এক্সিলেন্স’গুলো ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণভিত্তিক যে নীতিগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে, তা জলবায়ু বিষয়ক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে আদিবাসী জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।অন্যদিকে ব্রিকসে গ্লোবাল সাউথের আস্থা বেড়েছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ব্রিকস সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ‘ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ব্রিকসের উপর গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির আস্থা বেড়েছে। কারণ এখানে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা হয়, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান করা হয় এবং তাঁদের জন্য নয়, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সমাধান তৈরি করা হয়। ভিন্ন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে থাকলেও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাই এবং মানবতার জন্য আরও ভালো ভবিষ্যৎ তৈরি করি। আমাদের বৈচিত্র্য যেন আমাদের পরিচয় হয়ে থাকে, সহযোগিতা আমাদের প্রেরণা জোগাক এবং আমাদের অগ্রগতি যেন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে আসে।'প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে বিশ্বে নানাবিধ উত্তেজনার মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে, যা সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর ও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মহামারি, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন-এসব ঘটনা প্রমাণ করেছে, আজকের আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে কোনও সংকটই আর নির্দিষ্ট কোনও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই ব্রিকস জোটের সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধির ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। একইসঙ্গে, সময়মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা, সেগুলোর মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়া এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি ‘ সমন্বিত আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা’ চালুর বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ‘ সতর্কবার্তা সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় নির্দেশিকা’ও প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় প্রকৌশলী দিবসে উদ্ভাবকদের অবদানকে কুর্নিশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃদেশজুড়ে মঙ্গলবার পালিত হচ্ছে জাতীয় প্রকৌশলী দিবস। আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার, প্রখ্যাত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তথা ভারতরত্ন স্যার মোক্ষগুন্ডম বিশ্বেশ্বরায়া-র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হয়। সমাজে রূপান্তর ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের অবদানকে স্মরণ করে দিনটিতে দেশজুড়ে বিভিন্ন স্তরে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকৌশলী সমাজের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার দূরদৃষ্টি ও উদ্ভাবনী চেতনাকে পাথেয় করে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন এক্স মাধ্যমে জানান, সকল অসাধারণ প্রকৌশলীকে শুভেচ্ছা-তাঁরাই নির্মাণ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে এক উন্নত আগামীর জন্য সমাধান গড়ে তোলেন। স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর প্রকৌশলগত মেধা ও দেশ-গঠনের দূরদর্শী চিন্তা এখনও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

ভারতের প্রত্যাশা বেড়েছে বিশ্বের, মন্তব্য ডঃ এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের প্রত্যাশা বেড়েছে বিশ্বের, জোর দিয়ে বললেন বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স'-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর বলেন, বর্তমানে ভারত অনেক বেশি সংখ্যক দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে। আমাদের স্বার্থ এখন ক্রমশ বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে আমাদের দায়িত্ব এবং ভারতের প্রতি বিশ্ববাসীর প্রত্যাশাও। ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ-যার মধ্যে 'গ্লোবাল সাউথ' বা উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত-সে সম্পর্কে ভারত এখন আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে। বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভূমিকা যেমন বা।ছে, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পৃক্ততাকেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রচলিত আলোচনার ব। একটি অংশই গ।া উঠেছে অন্য কোনও স্থানে উদ্ভূত ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিন্তু বিশ্বমঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান অবস্থানের প্রেক্ষিতে, বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভারতকে ক্রমশ নিজের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, স্বার্থ, ধারণা এবং এমনকি নিজস্ব পরিভাষাকেও সামনে নিয়ে আসতে হবে।

২ হাজার টাকা পর্যন্ত ইউপিআই লেনদেন মাশুলহীন, জানালো কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃইউপিআইয়ে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেনে কোনও মাশুল দিতে হবে না। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। অর্থ মন্ত্রকের জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইউপিআই ও রুপে ডেবিট কার্ডে লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রেরক বা গ্রাহক-কারও থেকেই মাশুল নেওয়া যাবে না বলে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ২ হাজার টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে মাশুলের বিষয়ে ওই বিজ্ঞপ্তিতে কিছু বলা হয়নি।সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ব্যাঙ্কগুলি এবং সিস্টেম প্রোভাইডার ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস লেনদেনের ক্ষেত্রে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত কোনরকম চার্জ ধার্য করতে পারবে না। সোমবার এই মর্মে এক গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এতে জানানো হয়েছে, রুপে ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রেও ২ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোনও চার্জ নেওয়া যাবে না।

সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা যুব কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ মহিলা কংগ্রেসের স্থাপনা দিবসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হযেছে। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানানো হয়েছে, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নারীর অধিকার, মর্যাদা, সমতা ও ক্ষমতাযনের লক্ষ্যে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের দীর্ঘ সংগ্রাম ও অবদান অনুপ্রেরণার উস। গণতন্ত্র ও সমাজের অগ্রগতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আরও সুদৃঢ় হোক - এই কামনা করি। প্রতিষ্ঠা দিবসে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সকল নেত্রী, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

রোগী সেজে পুলিশের হানা, সোনারপুরে ভুয়ো ডাক্তার পাকড়াও

সোনারপুর, ১৫ এপটেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের ঘাসিয়ারা এলাকা থেকে এক ভুয়ো ডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম বিশ্বরূপ আচার্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নিজেকে অনকোলজিস্ট চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিতেন। এমবিবিএস, এফআরসিএস-সহ একাধিক ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।ভুয়ো ডাক্তারি ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা চালানোর অভিযোগে সোনারপুরের ঘাসিয়ারা এলাকা থেকে সোমবার রাতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নিজেকে কর্কটরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা চালাতেন। এলাকায় তাঁর মোট আটটি চেম্বার ছিল। সম্প্রতি ঘাসিয়ারা এলাকায় একটি বাড়িতে নতুন করে চেম্বার খোলেন। সন্দেহ হওয়ায় বাড়ির মালিক বিষয়টি পুলিশকে জানান। এর পরেই রোগী সেজে পুলিশ ওই চেম্বারে হানা দেয়। প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্তের পরিচয় ও ডিগ্রি নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসে। এর পরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

রাশিফল

মেষঃআপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করে থাকেন, তাহলে নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের এটাই সঠিক সময়। ব্যক্তিগত সম্পর্কেও উষ্ণতা ও সদিচ্ছা বজায় থাকবে।

বৃষঃ আজ আপনার জন্য বিশেষ কিছু সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনার প্রচেষ্টায় ইতিবাচক শক্তি থাকবে, যা আপনাকে সফলভাবে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হবে

মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।

কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। শুভদিন হবে

সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে

তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।

কুম্ভঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আজ, আপনি একটি দলের কোনও ব্যক্তির মুখোমুখি হতে পারেন যিনি আপনাকে আপনার অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন।

মীনঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না।

আবহাওয়া

ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণবঙ্গে প্রায় অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে, কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আর উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী কয়েকদিন ওপরের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে, ১৮ তারিখও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ১৭ তারিখ পর্যন্ত ওপরের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার এই জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। ১৭ তারিখের পর উত্তরবঙ্গে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে আগামী ২৪ ঘণ্টা মূলত আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকবে আকাশ। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারে।

১২৩ বোতল বেআইনি দেশি মদ উদ্ধার, গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, গোসাবা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ গোসাবা আবার পুলিশের অভিযানে সাফল্য। বারুইপুর পুলিশ জেলার গোসাবা থেকে ১২৩ বোতল বেআইনি মদ উদ্ধার, গ্রেফতার এক। গোসাবা থানার ওসি সনাতন কর্মকারের নির্দেশে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ উদ্ধার করলো গোসাবা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় নীহার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতেগোসাবা থানার অন্তর্গত আমলামেঠি গ্রামে প্রয়াত বীরেন মণ্ডলের ছেলে নীহার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় তাঁর বাড়ি থেকে ৬০০ মিলি লিটারের ১২৩ বোতল দেশী মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। উদ্ধার হওয়া মদ রাখার বা বিক্রি করার জন্য নীহার মণ্ডলের কাছে বৈধ লাইসেন্স কিংবা কোনও আইনসম্মত অনুমতিপত্র রয়েছে কি না, তা দেখাতে পারেননি। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে নীহার স্বীকার করেন, পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয়দের কাছে ওই মদ বেআইনিভাবে বিক্রি করতেন। এরপরই নীহার মণ্ডলকে গ্রেফতার করে গোসাবা থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগের ভিত্তিতে গোসাবা থানায় নির্দিষ্ট মামলা রুজু হয়েছে। ভারতীয় মদ বেআইনিভাবে রাখা ও বিক্রির অভিযোগে ৪৬ (এ) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।ধৃতকে মঙ্গলবার আলিপুর সদর আদালতে পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

বিশ্বকর্মা পুজো নিয়ে সিটুর মামলা, পুলিশের ভূমিকায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দুর্গাপুজোর স্টলে 'দুর্গাপুজো' না লিখে 'শারদোৎসব' লেখাকে কেন্দ্র করে সিপিএমকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই এবার বিশ্বকর্মা পুজোর অনুমতি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হল বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু। অভিযোগ, হলদিয়ার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের রিফাইনারির গেটে বিশ্বকর্মা পুজো করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি মিললেও পুলিশ সেই আয়োজনে বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিটু। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। আদালতের নির্দেশের পর বিশ্বকর্মা পুজো আয়োজনের ক্ষেত্রে সিটুর সামনে তৈরি হওয়া জটিলতা অনেকটাই কাটল বলে জানা গিয়েছে। আগামী শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর হলদিয়ার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের রিফাইনারির গেটে বিশ্বকর্মা পুজো করার পরিকল্পনা ছিল সিটুর। সেই উপলক্ষে আইওসি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সিটুর দাবি, আই ও সি কর্তৃপক্ষ পুজো আয়োজনের অনুমতি দিলেও পুলিশের তরফে তাতে আপত্তি জানানো হয়। বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও পুলিশ অনুমতি দিতে রাজি হয়নি বলে অভিযোগ বাম শ্রমিক সংগঠনের। এরপরই অনুমতির দাবিতে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে সিটু। মঙ্গলবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। শুনানিতে আই ও সি কর্তৃপক্ষ যখন পুজোর অনুমতি দিয়েছে, তখন পুলিশের পক্ষ থেকে কেন সেই আয়োজনে বাধা দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। এই বিষয়ে হলদিয়া পুলিশের ভূমিকা নিয়েও আদালতের তরফে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। সিটুর হয়ে আদালতে সওয়াল করেন সিপিএমের তরুণ আইনজীবী তথা নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানির পর আদালত হলদিয়ার আই সি-কে নির্দেশ দিয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বকর্মা পুজোর অনুমতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। ফলে আদালতের নির্দেশের পর সিটুর বিশ্বকর্মা পুজো আয়োজনের পথ খুলে যায়। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি 'দ্বিচারিতা'র অভিযোগ তুলেছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বামেদের বিশ্বকর্মা পুজোয় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন, অন্যদিকে বাম শ্রমিক সংগঠন পুজোর আয়োজন করতে চাইলে পুলিশের মাধ্যমে তাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সায়নের অভিযোগ, উদ্যোক্তারা বামপন্থী বলেই কি এই আপত্তি তৈরি হয়েছে, সেই প্রশ্নই এখন সামনে আসছে। বিশ্বকর্মা পুজো নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর এমন সময়ে সামনে এল, যখন দুর্গাপুজোর স্টলে 'দুর্গাপুজো' শব্দ ব্যবহার না করে 'শারদোৎসব' লেখাকে কেন্দ্র করে সিপিএমের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি।

বিশাল জল লিলির পাতায় বসেই জলে ভাসবেন পর্যটক, বোটানিক্যাল গার্ডেনে শুরু পরীক্ষা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বিশাল জল লিলির পাতায় বসেই জলে ভাসবেন পর্যটক, বোটানিক্যাল গার্ডেনে শুরু পরীক্ষা। জলের উপর বিশালাকার জল লিলির পাতা। তার উপর বসে জলে ভাসছেন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। হাওড়ার শিবপুরের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে 'ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকা'-র পাতায় বসিয়ে মানুষকে ভাসানোর এমনই অভিনব পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা সফল হলে আগামী বছর সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য চালু হতে পারে 'জায়ান্ট ওয়াটার লিলি রাইডস'। উদ্যান কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, প্রায় চার ফুট ব্যাসের জীবন্ত পাতার নীচে হালকা থার্মোকলের বিশেষ সাপোর্ট দিয়ে এই ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ৮০ থেকে ৯০ কেজি ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে পাতার উপর বসিয়ে জলে ভাসানো হচ্ছে। মানুষের ওজন সামলানোর পাশাপাশি পাতার কোনও ক্ষতি হচ্ছে কি না, সেই বিষয়টিও পরীক্ষার আওতায় রাখা হয়েছে।ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫০ জন পর্যটক পরীক্ষামূলকভাবে এই অভিনব অভিজ্ঞতা নিয়েছেন বলে উদ্যান কর্তৃপক্ষের দাবি। তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর থেকেই সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য এই 'রাইড' চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে আকারে অন্যতম বৃহৎ এই উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম 'ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকা'। দক্ষিণ আমেরিকার এই বিরল জলজ উদ্ভিদ ১৮৫০ সালে বৈজ্ঞানিক রবার্ট স্কট শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে আসেন সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে। ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আমফানের দাপটে উদ্ভিদটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরে উদ্যান কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফের শুরু হয় এর সংরক্ষণ ও গবেষণার কাজ। বর্তমানে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ১৬টি জলাশয়ে এই বিরল জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।উদ্যানের বিজ্ঞানী ডঃ আর সরভানন জানিয়েছেন, অধিকর্তা কণাদ দাস এবং গার্ডেন ইনচার্জ মানস ভৌমিকের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে এই 'লিলি রাইড' শুরু হয়েছে। মানুষের ওজন বহনের ক্ষেত্রে পাতার সক্ষমতা এবং ব্যবহৃত ভাসমান সাপোর্ট কতটা কার্যকর, মূলত সেটিই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। উদ্যান কর্তৃপক্ষের দাবি, দেশে এই ধরনের উদ্যোগ নজিরবিহীন। পরীক্ষা সফল হলে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে 'জায়ান্ট ওয়াটার লিলি রাইডস'। বিরল উদ্ভিদ সংরক্ষণের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা তৈরির লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

কাগজকুড়ুনি সেজে স্টুডিওতে চুরি ! ক্যামেরা-ফ্ল্যাশ বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের জালে দুই চোর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কাঁধে ঝোলা, চোখেমুখে কাগজকুড়ুনির চেহারা। ভোরের ট্রেনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে কলকাতায় আসত তারা। দিনের বেলায় রাস্তার ধারে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি নজর রাখত বাড়ি, দোকানপাট এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দিকে। সুযোগ বুঝে কোথায় নিরাপত্তার ফাঁক রয়েছে, তা দেখে নিত। অভিযোগ, এভাবেই কাগজকুড়ুনি সেজে যাদবপুরের একটি স্টুডিওতে ঢুকে কয়েক লাখ টাকা মূল্যের ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট-সহ একাধিক দামি সামগ্রী চুরি করেছিল দুই যুবক। কিন্তু সেই চোরাই সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়েই পুলিশের জালে ধরা পড়ল তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই যুবকের নাম কায়ুম শেখ ও লুৎফার শেখ। দু'জনেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরিফের মাখালতলা এলাকার বাসিন্দা। যাদবপুরের একটি স্টুডিও থেকে দামি ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জাম চুরির অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এখন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চুরির নেপথ্যে আরও কেউ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার সূত্রপাত সম্প্রতি। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, কায়ুম ও লুৎফার পরিকল্পনা করেই কলকাতায় এসে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত। ভোরের ট্রেনে চেপে শহরে এসে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া থেকে বালিগঞ্জের মধ্যে কোনও একটি স্টেশনে নেমে যেত তারা। এরপর কাঁধে ঝোলা নিয়ে কাগজকুড়ুনির ছদ্মবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত। বাইরে থেকে তাদের দেখে সাধারণ কাগজকুড়ুনি বলেই মনে হত। কিন্তু অভিযোগ, তাদের আসল নজর থাকত বিভিন্ন বাড়ি, দোকান এবং প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে। এভাবেই যাদবপুরের ওই স্টুডিও তাদের নজরে আসে বলে জানা গিয়েছে। দিনের বেলায় কাগজ কুড়ানোর অছিলায় স্টুডিওর আশপাশে ঘোরাঘুরি করে তারা। সেই সময় বাইরে থেকেই স্টুডিওর ভিতরে থাকা ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট এবং অন্যান্য সরঞ্জামের দিকে নজর দেয় বলে অভিযোগ। কোন সময়ে সেখানে লোকজন কম থাকে, পিছনের দরজার নিরাপত্তা কেমন এবং কীভাবে ভিতরে ঢোকা সম্ভব, সেসবও তারা খতিয়ে দেখেছিল বলে তদন্তকারীদের অনুমান। এরপর গভীর রাতে স্টুডিওতে হানা দেয় দুই অভিযুক্ত। অভিযোগ, স্টুডিওর পিছনের দরজার লক ভেঙে ভিতরে ঢোকে তারা। এরপর একে একে বেশ কয়েকটি দামি ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট, স্ট্যান্ড, ট্রাইপড এবং অন্যান্য ক্যামেরার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়ে চম্পট দেয়। চুরি করা সামগ্রীগুলি বস্তায় ভরে তারা যাদবপুর স্টেশনের দিকে যায়। সেখান থেকে ট্রেনে ঘুটিয়ারি শরিফে নিজেদের এলাকায় ফিরে যায় বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পরদিন থেকেই চুরি করা ক্যামেরা ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রির চেষ্টা শুরু করে তারা। এদিকে স্টুডিওর মালিক চুরির বিষয়টি জানতে পেরে যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার তদন্তে নামে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগও। স্টুডিও এবং আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তির গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পান। সেই সূত্র ধরে কায়ুম ও লুৎফারকে শনাক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়। অন্যদিকে, চোরাই ক্যামেরা ও সরঞ্জাম বিক্রির জন্য ক্রেতার খোঁজ করছিল দুই অভিযুক্ত। কিন্তু দামি সামগ্রীগুলির প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে তাদেরও স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলে তদন্তকারীদের অনুমান। ফলে সহজে ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই গোয়েন্দাদের কাছে চোরাই সামগ্রী বিক্রির চেষ্টার খবর পৌঁছয়। সেই সূত্র ধরে ঘুটিয়ারি শরিফে ফাঁদ পাতেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, চুরি করা দামি ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশ লাইট সস্তায় বিক্রি করতে এসেই গোয়েন্দাদের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে যায় কায়ুম ও লুৎফার। পরে তাদের ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট, স্ট্যান্ড, ট্রাইপড-সহ একাধিক সামগ্রী। কীভাবে তারা ওই স্টুডিওর খবর পেয়েছিল, এর আগে একই কায়দায় আরও কোনও চুরি করেছে কি না, কিংবা তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনার পিছনে কোনও বড় চোরচক্র রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

পুজোয় নতুন পোশাকে কলকাতা পুলিশের স্বেচ্ছাসেবকরা, ভলান্টিয়াদের কমলা ইউনিফর্ম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দুর্গাপুজোর সময় কলকাতার আইনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কলকাতা পুলিশের স্বেচ্ছাসেবকরা। এবার পুজোয় তাঁদের দেখা যাবে নতুন পোশাকে। প্রায় ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের জন্য কমলা রঙের ইউনিফর্ম এবং টুপি তৈরি করছে কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই সেই পোশাকের নকশা চূড়ান্ত করেছে লালবাজার। পুলিশ সূত্রের খবর, নতুন পোশাক ও টুপি তৈরির জন্য মোট প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতি বছরই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে এনসিসি সদস্য এবং বিভিন্ন এলাকার ক্লাবের সদস্যদেরও এই কাজে যুক্ত করা হয়। পুজোর আগে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের অধীনে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর পুলিশকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা। এবার অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে দুর্গাপুজো। চতুর্থী থেকেই কলকাতা পুলিশের কর্মী ও আধিকারিকদের পাশাপাশি হোমগার্ড, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরও বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হবে। দশমী পর্যন্ত চলবে মূল পুজোর ডিউটি। এরপর বিসর্জন পর্বেও তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তায় এবং মণ্ডপ এলাকায় কাজ করতে হয় স্বেচ্ছাসেবকদের। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এবার পোশাকের নকশায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। এতদিন সাধারণত হাফ হাতা টি-শার্ট পরেই স্বেচ্ছাসেবকদের ডিউটি করতে দেখা যেত। তবে এবার তাঁদের জন্য তৈরি হচ্ছে কলার-সহ ফুলহাতা পোশাক। দু'টি আলাদা শেডের কমলা রং ব্যবহার করা হচ্ছে ইউনিফর্মে। একটি গাঢ় কমলা এবং অন্যটি হালকা কমলা। মোট ২০ হাজার পোশাকের মধ্যে ১২ হাজারটি গাঢ় কমলা এবং ৮ হাজারটি হালকা কমলা রঙের হবে। দীর্ঘ সময় ডিউটি করার ক্ষেত্রে যাতে স্বেচ্ছাসেবকদের অস্বস্তি না হয়, সেদিকটিও পোশাক তৈরির সময় বিবেচনায় রাখা হয়েছে বলে এক পুলিশকর্তার দাবি। নতুন পোশাকের সামনের দিকে সাদা রঙে থাকবে কলকাতা পুলিশের লোগো। পাশাপাশি সামনের অংশে ছোট অক্ষরে এবং পিছনে বড় অক্ষরে লেখা থাকবে 'কলকাতা পুলিশ ভলান্টিয়ার'। ফলে ভিড়ের মধ্যে দায়িত্ব পালন করার সময় সাধারণ মানুষও সহজেই তাঁদের শনাক্ত করতে পারবেন। পোশাকের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য থাকছে কমলা রঙের টুপিও। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০ হাজার ইউনিফর্ম তৈরির জন্য প্রায় ৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০ হাজার টুপির জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে পোশাক এবং টুপি তৈরিতে মোট খরচ হবে প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা। পুজোর আগেই এই পোশাক স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণেও এই স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগানো হবে। বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় পুজোর সময় যানবাহন ও দর্শনার্থীদের চাপ বাড়ে, সেখানে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি বড় বড় পুজোমণ্ডপগুলিতেও মোতায়েন করা হবে স্বেচ্ছাসেবকদের। প্রতি বছর কলকাতার বেশ কিছু বড় পুজোমণ্ডপে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম হয়। সেই ভিড় সামলানো এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও মণ্ডপে একসঙ্গে অতিরিক্ত দর্শনার্থী ঢুকে গেলে যাতে ভিতরে অতিরিক্ত ভিড় তৈরি না হয়, সেদিকেও নজর রাখবেন তাঁরা। মণ্ডপের প্রবেশ ও বেরোনোর পথ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী দর্শনার্থীদের সহযোগিতা করার দায়িত্বও থাকবে তাঁদের উপর। পুজোর সময় কলকাতা ও ভাঙড়-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে পুলিশের পাশাপাশি এই বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এবার নতুন কমলা ইউনিফর্মে তাঁদের আরও সহজে চেনা যাবে বলেই মনে করছে লালবাজার। ফলে উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নতুন পোশাকে ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতি কলকাতা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হতে চলেছে।

বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজোর কমিটি নিয়ে জট কাটল, হাই কোর্টে বহাল নিম্ন আদালতের রায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ১০৮ বছরের প্রাচীন বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপুজোর কমিটি গঠন নিয়ে তৈরি হওয়া আইনি জট অবশেষে কাটল। মঙ্গলবার মামলার রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য জানিয়ে দিলেন, যে প্রক্রিয়ায় বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে, তা সঠিক। একইসঙ্গে বহাল রাখা হয়েছে নিম্ন আদালতের রায়। আবেদনকারী রবিশংকর সেনগুপ্তের করা আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে হাই কোর্ট। ফলে পুজোর কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরে চলা টানাপোড়েনের অবসান হল বলেই মনে করা হচ্ছে। বাগবাজারের ঐতিহ্যবাহী এই দুর্গাপুজোর কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাস ধরেই তৈরি হয়েছিল জটিলতা। নিম্ন আদালতের নির্দেশে গত ৩০ আগস্ট দুই বিশেষ পর্যবেক্ষকের নজরদারিতে কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭৭। তাঁদের মধ্যে ৬৬ জন সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। কিন্তু ভোটগণনার পর ফলাফল সামনে আসতেই তৈরি হয় নজিরবিহীন পরিস্থিতি। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুই প্রধান প্রার্থীই পান সমান ৩৩টি করে ভোট। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একই পরিবারের দুই ভাই;গৌতম নিয়োগী এবং ভাস্কর নিয়োগী। দুই ভাইয়ের কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সাধারণ সম্পাদক পদে কে জয়ী, তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে নির্বাচন মিটলেও কমিটি গঠন নিয়ে জটিলতা আরও বেড়ে যায়। শুধু সাধারণ সম্পাদক পদেই নয়, কার্যকরী সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তৈরি হয় একই ধরনের পরিস্থিতি। ১২ জন কার্যকরী সদস্যের মধ্যে চারজন প্রার্থী ৩২টি করে ভোট পান। ফলে সেখানেও তৈরি হয় টাই। যদিও কোষাধ্যক্ষ পদে কোনও জটিলতা তৈরি হয়নি এবং ওই পদে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হন। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে আদালত নিযুক্ত দুই বিশেষ পর্যবেক্ষক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিষয়টির সমাধান করার পরামর্শ দেন। কিন্তু টাই হওয়া ভোটের ফল কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, তা নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। এক পক্ষের দাবি ছিল, এই ধরনের পরিস্থিতিতে সভাপতির 'কাস্টিং ভোট'-এর মাধ্যমে সমতা ভাঙা সম্ভব। অন্য পক্ষ সেই পদ্ধতি মেনে নিতে রাজি হয়নি। ফলে বিষয়টি ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়। নিম্ন আদালত পরবর্তীতে রায় দিয়ে জানায়, এই পরিস্থিতিতে সভাপতি তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। নিম্ন আদালতের সেই সিদ্ধান্তের পরই মামলায় নতুন মোড় আসে। দু'ভাইয়ের মধ্যে একজন আদালত নিযুক্ত দুই বিশেষ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের গুরুতর অভিযোগ তোলেন। একইসঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেও অশান্তি ও ধাক্কাধাক্কির অভিযোগ সামনে আসে। এক মহিলা সদস্যও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ করেন। এই সমস্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করেই কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত রায়দান স্থগিত রাখে। অবশেষে মঙ্গলবার সেই রায় ঘোষণা করা হয়। আদালত স্পষ্ট করে জানায়, বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসবের কমিটি গঠনের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা সঠিক। এর ফলে নিম্ন আদালতের নির্দেশও বহাল রইল। বাগবাজারের এই পুজোর ইতিহাসও দীর্ঘ এবং ঐতিহ্যবাহী। ১৯১৯ সালে প্রথম এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। সেই সময় ৫৫ বাগবাজার স্ট্রিটে পুজোটি 'নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপূজা' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে পশুপতি বোস লেন এবং বাগবাজার কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকায় পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থায়ীভাবে বাগবাজারে দুর্গাপুজোর আয়োজন শুরু হয় এবং 'বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব' নামে কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩০ সালে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিটির সভাপতি হন। এর দু'বছর পর, অর্থাৎ ১৯৩২ সালে সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে বাগবাজারের পুজো নথিভুক্ত করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিটির নির্বাচন হয়েছে। ১৯৯৬, ২০০৪, ২০০৬ এবং ২০১০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ ১২ বছর পর ফের কমিটি নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু এবার ভোটাভুটির পর ফলাফল ঘিরে তৈরি হয় আইনি জটিলতা।

বাইকের ধাক্কায় গরুর মৃত্যুতে ট্রাফিক পুলিশের সতর্কবার্তা

দুরন্তবার্তা, শেফালী মাহাতো, টামনা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ এদিন সন্ধ্যায় টামনা থানা এলাকার চান্দড়াডিতে একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। একপাল গরু নিয়ে রাস্তা পারাপার করার সময়, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসা একটি অনিয়ন্ত্রিত বাইক সজোরে একটি গরুকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতা তায় গরুটি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডিএসপি (ট্রাফিক) এবং টামনা থানার পুলিশ আধিকারিকরা। গুরুতর আহত বাইক চালককে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চাকোলতোড় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে ডিএসপি (ট্রাফিক) অরিন্দম চক্রবর্তী জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে বাইক চালক মদ্যপ অবস্থায় এবং অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ট্রাফিক আইন অমান্য করা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও তিনি জানান মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালানো কেবল আইনত অপরাধই নয়, এটি নিজের এবং পথচারী বা অবলা প্রাণীদের জীবনের জন্যও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা বা গবাদি পশু পারাপারের রাস্তায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

পাথরপ্রতিমায় দুই আবাসিক হোটেলে পুলিশের হানা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ফের বড়সড় সাফল্য সুন্দরবন পুলিশ জেলার পাথরপ্রতিমা থানার। রামগঙ্গা বিডিও অফিসের পাশেই 'সুইটি' ও 'টাইটানিক' নামে দুটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে আট জন মহিলাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পাশাপাশি দুই হোটেলের মালিক, ম্যানেজার সহ অন্যান্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রামগঙ্গা এলাকার ওই দুই আবাসিক হোটেলে মহিলাদের রেখে অনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ উঠছিল। স্থানীয় সূত্রেও হোটেল দুটিকে ঘিরে নানা অভিযোগ পুলিশের কাছে পৌঁছেছিল বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে বেশ কিছুদিন ধরেই গোপনে নজরদারি চালাচ্ছিল পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ। অবশেষে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাতে ওই দুই হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে আট জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত, সেই বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিজেপির একাধিক নেতাকর্মী। অভিযোগ, সেখানে হোটেলের ম্যানেজার ও কর্মীদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের বচসা শুরু হয়। পরে সেই বচসা হাতাহাতি ও মারামারিতে গড়ায় বলে অভিযোগ। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, হোটেল মালিকদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন তাঁদের উপর হামলা চালায়। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ পুরো ঘটনারও তদন্ত করছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে হোটেলের ম্যানেজার সহ কয়েকজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছেপাশাপাশি হোটেল দুটির মালিকানা, পরিচালনার পদ্ধতি এবং সেখানে কী ধরনের কার্যকলাপ চলছিল, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা ও পাথরপ্রতিমা এলাকায় একাধিক আবাসিক হোটেল রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, অধিকাংশ হোটেল নিয়ম মেনে রেজিস্টার সংরক্ষণ করে ব্যবসা পরিচালনা করলেও 'সুইটি' ও 'টাইটানিক'হোটেলকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভিযোগ ছিল। পুলিশের এই অভিযানের পর এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তবে ওই দুই হোটেলে ঠিক কী ধরনের কার্যকলাপ চলছিল, উদ্ধার হওয়া মহিলাদের সেখানে কীভাবে রাখা হয়েছিল এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারা জড়িত; তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ।

ফের ভুয়ো ডাক্তার গ্রেফতার সোনারপুরে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ফের ভুয়ো চিকিৎসকের সন্ধান দক্ষিণ ২৪ পরগনায়।সোমবার রাতে সোনারপুরের ঘাসিয়াড়াএলাকা থেকে বিশ্বরূপ আচার্য নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশের দাবি, নিজেকে অঙ্কোলজিস্ট তথা ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রোগীদের চিকিৎসা করছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে এমবিবিএস, এফআরসিএস-সহ একাধিক ভুয়ো ডাক্তারি ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনারপুরের বিভিন্ন এলাকায় বিশ্বরূপের মোট আটটি চেম্বার রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। রোগী পিছু ৮০০ টাকা করে ফি নিতেন তিনি। সম্প্রতি ঘাসিয়াড়া এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নতুন করে চেম্বার খোলেন অভিযুক্ত। একই ব্যক্তির একের পর এক চেম্বার খোলার বিষয়টি নজরে আসে বাড়ির মালিকের। তাঁর সন্দেহ হওয়ায় বিষয়টি সোনারপুর থানায় জানান তিনি।এরপরই অভিযুক্তের চেম্বারে রোগীর বেশে হানা দেয় পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে তাঁর ডাক্তারি ডিগ্রি ও যোগ্যতা নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসে বলে দাবি তদন্তকারী দের। এরপরই বিশ্বরূপ আচার্যকে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো পরিচয় ও জাল নথি ব্যবহার করে চিকিৎসা চালিয়ে আসছিলেন অভিযুক্ত। তবে ঠিক কতদিন ধরে তিনি এইভাবে চিকিৎসা করছিলেন এবং তাঁর কাছে চিকিৎসা করাতে এসে কতজন রোগী প্রতারিত হয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর ব্যবহৃত ভুয়ো ডিগ্রির শংসাপত্রগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তারও সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

বনেদি রীতি ও পারিবারিক পরম্পরায় আজও চলছে জয়নগরের মতিলাল বাড়ির দুর্গোৎসব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ জয়নগর ইতিহাসের পাতায় জয়নগর-মজিলপুরের নাম শুধু একটি জনপদ হিসেবে নয়, বনেদি সংস্কৃতি, প্রাচীন মন্দির এবং ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর জন্যও উজ্জ্বল। সেই ইতিহাসেরই এক জীবন্ত সাক্ষী মতিলাল বাড়ির দুর্গাপুজো। প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো এই পুজো আজও বয়ে নিয়ে চলেছে কয়েক শতকের পারিবারিক ঐতিহ্য। সময় বদলেছে, বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা। কমেছে পুরনো দিনের জাঁকজমক। কিন্তু দেবী আরাধনার মূল রীতি ও আবেগ আজও অটুট। এই পুজোর ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে জয়নগরের জন্মকথার সঙ্গেও। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় পাঁচশো বছর আগে মতিলাল পরিবারের পূর্বপুরুষ গুণানন্দ মতিলাল যশোরের বিক্রমপুর থেকে সপরিবারে সাগরসঙ্গমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। পথে একটি জায়গায় বজরা নোঙর করে রাত্রিবাসের সময় স্বপ্নে এক বালিকার দর্শন পান তিনি। সেই বালিকা নিজেকে দেবী জয়চণ্ডী বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। পরদিন জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ করতে গিয়ে একটি বকুল গাছের তলায় পাথরের খণ্ড পান গুণানন্দ। সেই পাথরকেই দেবীর প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয় জয়চণ্ডীর আরাধনা। পরবর্তীতে দেবীর জন্য মন্দির এবং তার পাশেই নিজের বসতবাড়ি তৈরি করেন তিনি। স্থানীয় বিশ্বাস, এই জয়চণ্ডী দেবীর নাম থেকেই পরবর্তীকালে এলাকার নাম হয় জয়নগর। গুণানন্দ মতিলালের হাত ধরেই শুরু হয় মতিলাল পরিবারের দুর্গাপুজো। তারপর কেটে গিয়েছে কয়েকশো বছর। প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরিয়ে গেলেও সেই পুজোর ধারা থামেনি। পরিবারের সদস্যদের কাছে এই পুজো আজও শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং পূর্বপুরুষের স্মৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে ফিরে আসার এক আবেগঘন মুহূর্ত। মতিলাল বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য একচালা প্রতিমা। বাড়ির দুর্গা মন্দিরের দালানেই প্রতিমা তৈরির ঐতিহ্য রয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে দেবীকে নিবেদন করা হয় পারিবারিক রীতিমেনে ভোগ। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত খিচুড়ি এবং পোলান্ন বা সাদা ভাত দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। একসময় পুজোর ক'দিন মতিলাল বাড়ির আঙিনা মুখর হয়ে উঠত আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী দের ভিড়ে। ঢাকের বাদ্যি, ধূপের গন্ধ আর পুজোর ব্যস্ততায় পুরনো বাড়ি যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেত। সময়ের স্রোতে সেই জৌলুস অনেকটাই ফিকে হয়েছে। পরিবারের বহু সদস্য কর্মসূত্রে ছড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। পুরনো বাড়ির চেহারাতেও এসেছে সময়ের ছাপ। তবুও দুর্গাপুজো এলেই পরিবারের মানুষজন ফিরে আসেন নিজেদের পুরনো ঠিকানায়। আজও শরতের আকাশে কাশফুল দোলে, ঢাকের আওয়াজ শোনা যায়, আর মতিলাল বাড়ির পুরনো দালানে জ্বলে ওঠে পুজোর প্রদীপ। কয়েকশো বছরের পুরনো সেই আলো যেন মনে করিয়ে দেয়; সময় বদলায়, মানুষ বদলায়, কিন্তু শিকড়ের টান আর ঐতিহ্যের স্মৃতি কখনও মুছে যায় না।

'মৃত্যুঞ্জয়', 'ব্ল্যাকহোল' ও '৬৪বি কালিচরণ লেন'-এর প্রিমিয়ার হাউসফুল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ রায়া দেবনাথ অডিটোরিয়ামে নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত 'মৃত্যুঞ্জয়', 'ব্ল্যাকহোল' এবং '৬৪বি কালিচরণ লেন' ফিল্ম তিনটির প্রিমিয়ার ছিল হাউসফুল। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দ্বারিক গ্রান্ড সন্সের কর্ণধার সিদ্ধার্থ ঘোষ, বাচিকশিল্পী পিয়ালী ঘোষ, সাহিত্যিক শ্রী সদ্যোজাত, গল্পকার সুব্রত কুমার সিংহ সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সঙ্গীতে মণিদীপা চক্রবর্তী এবং আবৃত্তিতে আরুশ সরকার ও সৌম্যদীপ্তা দে-র পরিবেশনা ছিল মনোগ্রাহী। রেওয়া ফিল্ম প্রোডাকশন হাউসের পক্ষ থেকে ফিল্ম তিনটির সমস্ত কলাকৌশলীদের সম্মানিত করা হয়। 'মৃত্যুঞ্জয়' ফিল্মটির জন্য সম্মানিত হলেন ডঃ কৌশিক রায়চৌধুরী, অমিত ঘোষ, অগ্রদূত গুপ্ত, টুসি সরকার, ঋতম মজুমদার, মৌসুমী মজুমদার, সুমা চক্রবর্তী, ডক্টর শ্যামল অধিকারী, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, শঙ্খমালা খাঁড়া, সুশান্ত পত্রী, শুভ্রজ্যোতি নায়েক, ডলি শেঠ এবং কল্যাণী ব্যানার্জী। 'ব্ল্যাক হোল' ফিল্মটির জন্য সম্মানিত হলেন অরুণিমা চ্যাটার্জী, অরিজিৎ ঘোষ, রুমা ভদ্র, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, রেয়াংশ দাস, দুলার সুর, মানস ঘোষ। ৬৪ বি কালিচরণ লেন' ফিল্মটির জন্য সম্মানিত হলেন মৌসুমী ঘোষ দাস, শুভজিৎ দাস এবং অভিজিৎ বারুই। ফিল্ম তিনটির সিনেমাটোগ্রাফার এবং এডিটর সুবীর মন্ডল এবং সহকারী পরিচালক প্রহেলিকা মাঝিকে সম্মানিত করা হয়।

অনুদান বণ্টনের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকারের নতুন ব্যবস্থা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ আবেদনকারী কমিটিকে দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদান বণ্টনের প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখ তে রাজ্য সরকার এবার একগুচ্ছ নতুন ব্যবস্থা নিচ্ছে। এবার থেকে অনুদন পেতে হলে পুজো কমিটির নিজস্ব নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। যে সব কমিটির নামে এখনও অ্যাকাউন্ট নেই, তাদের দ্রুত তা খুলে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, অনুদানের আবেদন করতে হলে পুজো কমিটির সভাপতি বা সম্পাদককে কমিটির লেটারহেডে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। আবেদনের সঙ্গে কমিটির নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি ক্যানসেলড চেক এবং পাসবুকের প্রথম পাতার প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। এ ছাড়াও গত বছরের পুজোর অনুমতিপত্রের কপি, গত বছরের পুজোর আয়-ব্যয়ের হিসাব, ২০২৬ সালের পুজো কমিটির সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, তাঁদের ঠিকানা ও ফোন নম্বর-সহ লেটারহেডে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুদনের জন্য প্রয়োজন হবে গত বছরের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার স্বীকৃতিপত্রের কপি এবং চলতি বছরের অনলাইন আবেদনপত্রের প্রতিলিপি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮৬ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ ভাদ্র, ১৪৩৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন ১৪ সেপ্টেম্বর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পর নিজেকে সাহিত্যে নিয়োজিত করেন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রথমবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা করেন। এই সালেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রকাশ পায়। ১৯৪০-এ বাগবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করে নিজের পরিবারকে কলকাতায় নিয়ে আসেন তারাশঙ্কর। ১৯৪১-এ তিনি বরানগরে চলে যান। ১৯৪২-এর বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংগঠনের সভাপতি হন। তাঁর লেখায় বিশেষ যত্নে উঠে পাওয়া যায় বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, ডোম, গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা। ছোট বা বড় যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, তারাশঙ্কর তাঁর সব লেখায় মানুষের মহত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, যা তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসের বিষয়। সেখানে আরও আছে গ্রাম জীবনের ভাঙনের কথা, নগর জীবনের বিকাশের কথা। ১৯৫৫ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৫৭ সালে তিনি চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণে যান। এর পরের বছর তিনি অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক সঙ্ঘের কমিটি গঠনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন করেন। তিনি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৬২ সালে তারাশঙ্কর পদ্মশ্রী ও ১৯৬৮ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়াও শরৎস্মৃতি পুরস্কার (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), জগত্তারিণী স্মৃতিপদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), রবীন্দ্র পুরস্কার (আরোগ্য নিকেতন), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (গণদেবতা)-এ সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মায়ের নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাবতী দেবী। তারাশঙ্করের বাল্যজীবন কাটে গ্রামের পরিবেশেই। শিক্ষা শুরু গ্রামের স্কুল থেকে। লাভপুরের যাদবলাল হাই স্কুল থেকে ১৯১৬সালে এন্ট্রান্স(প্রবেশিকা) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরে সাউথ সুবার্বন কলেজে(এখনকার আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হন। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণে তাঁর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি কংগ্রেসের কর্মী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেন এবং এর জন্য তিনি কিছুদিন জেল খাটেন। একবার তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন। তারাশঙ্করের উপন্যাস, গল্প ও নাটক নিয়ে চল্লিশটিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ও তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' এবং 'অভিযান' উপন্যাসের সফল চিত্ররূপ দিয়েছেন। তাঁর যেসব রচনা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছেঃ জলসাঘর(১৯৫৮) ও অভিযান(১৯৬২) সত্যজিৎ রায়-এর পরিচালিত, অগ্রদানী পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৩, আগুন গুরুদাস সেন, ১৯৬২, আরোগ্য নিকেতন বিজয় বসু, ১৯৬৯। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, উত্তরায়ণ অগ্রদূত, ১৯৬৩ কবি দেবকী বসু, ১৯৪৯ এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৫, কান্না অগ্রগামী, ১৯৬২ প্রভৃতি।

বিপ্লবী সুশীল

পার্ক স্ট্রিট সেভেন পয়েন্টের দিকে গেছেন নাকি কোনদিন? গেলে দেখতে পাবেন গ্রীল দিয়ে ঘেরা এক যুবকের হাফ বাস্ট মূর্তি। নীচে নামটা লেখা আছে কিন্তু ধুলোয় বিবর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিপ্লবী ইনি, তবে তাম্রপত্র জোটেনি। বদলে যে পরাধীন দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটিয়েছেন মর্তের নরক সেলুলার জেলে, তারাই কেড়ে নিয়েছিল তাঁর প্রাণ। প্রকাশ্য রাস্তায় দিনের বেলায় প্রথমে মাথায় লোহার রডের বাড়ি। তারপর মাংস কাটার চপার দিয়ে ফালাফালা করে দেওয়া হল পেট। রক্তের স্রোতের সঙ্গে বেড়িয়ে এল নাড়িভুড়ি। এরই মধ্যে শাবল দিয়ে কেউ দু'চোখ খুবলে নিল তাঁর, জিভটা টেনে বের করে কেটে ফেলল মানুষের বেশে একদল শ্বাপদ! অনাথ হয়ে গেলেন তিন বছরের শিশুপুত্র সহ এক তরুণী বধূ। শুনবেন নাকি মানুষটির পরিচয়? তাহলে পিছিয়ে যাই বেশ কয়েকটি বছর। ১৭ই আগষ্ট ১৯৩২। সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে একটা জাহাজ এসে ভিড়লো পোর্ট ব্লেয়ার জাহাজ ঘাটায়। ডাণ্ডাবেড়ি লাগিয়ে নামিয়ে আনা হল একদল তরুণদের। শাসকের বয়ানে এরা ছিলেন বিপজ্জনক কয়েদী। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে স্বেচ্ছায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেদিন তাঁরা তুলে নিয়েছিলেন হাতিয়ার। পশুর মতো হাঁটিয়ে এনাদের নিয়ে যাওয়া হলো সেলুলার জেলে। দিনের আলো নিভে যাচ্ছে তখন, বিশাল লোহার দরজা পেরিয়ে ঢুকলেন তাঁরা কারা অভ্যন্তরে। চোখের সামনে দেখতে পেলেন ধরিত্রীর বুকে একটুকরো নরক! নতুন বন্দীদের সাথে সেদিন এসেছিলেন বছর বাইশের এক তরুণ সুশীল দাশগুপ্ত। বয়স কম হলে কি হবে, ঐ বয়সেই ঘোল খাইয়ে দিয়েছিলেন বৃটিশ প্রশাসনের। বরিশালের ছেলে সুশীল স্কুলে থাকতেই গুপ্ত সংগঠন 'যুগান্তর' দলের সদস্য হন। সাহসী ও ডানপিটে স্বভাবের জন্য অচিরেই নেতাদের নজরে আসেন। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সরকারের টাকা লুঠ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁর ওপর। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে একদিন তাঁরা দলবল নিয়ে হানা দেন জেলার পুঁটিয়া ডাকঘরের জন্য আসা এক মেলভ্যানে। ভ্যানের অনেক রক্ষীদের সংঘর্ষে আহত হন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা ভবতারিনীই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা ভবতারিণী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। আদ্যাশক্তি বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। আদ্যামা স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। স্বামী বিবেকানন্দ পেরেছিলেন।

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে 'হিজলি দিবস'

রবীন্দ্রকুমার শীল

সন্তোষ কুমার মিত্র ১৫ আগস্ট ১৯০০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। শহিদ হন ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন কর্মী এবং একজন শহীদ। শৈশবের জীবন ঃ সন্তোষ মিত্র ১৯০০ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৫ সালে কলকাতার হিন্দু স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২১-২২ সালে তিনি এম.এ. এবং এলএল.বি. সম্পন্ন করেন। বিপ্লবী কার্যকলাপ ঃ সন্তোষ মিত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি স্বরাজ সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯২২ সালে যুগান্তর নেতাদের অন্যতম ভূপতি মজুমদারের নেতৃত্বাধীন হুগলি বিদ্যা মন্দিরের সাথে যুক্ত ছিলেন। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে তিনি কলকাতায় একটি সমাজ তান্ত্রিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার পর মিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে চরমপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে শাখারিতলা হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন। মৃত্যু ঃ ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, পুলিশ হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পে সন্তোষ মিত্র এবং আর এক বন্দী তারকেশ্বর সেনগুপ্তকে গুলি করে হত্যা করে। তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ১৫ এপ্রিল ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ শহিদ হন। একজন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। শৈশবের জীবন ঃ সেনগুপ্ত ১৯০৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার গাইলা গ্রামে এক বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারিবারিক পরিবেশ থেকেই দেশপ্রেমের ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী কার্যকলাপ ঃ তারকেশ্বর সেনগুপ্ত একজন সমাজকর্মী ছিলেন। যুগান্তরের গৈলা শাখার সাথে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি শঙ্কর মঠ এবং গৈলা সেবাশ্রমের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তারকেশ্বর সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে কয়েক মাসের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং ডিআই শাসনামলে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে হিজলি জেলে প্রেরিত হন। মৃত্যু ঃ ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশ হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পে তারকেশ্বর সেনগুপ্ত এবং সন্তোষ কুমার মিত্রকে গুলি করে হত্যা করে।

আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একদল তরুণ তরুণী। খড়গপুরের নামও ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। জানলে অবাক হবেন, আজ যেখানে আইআইটি খড়গপুর, সেখানেই ছিল বিপ্লবীদের বন্দিনিবাস। সশস্ত্র আন্দোলন হোক কিংবা অসহযোগ আন্দোলন, ব্রিটিশ পুলিশের হাতে বন্দি হতে হয়েছিল একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে। তাঁদেরকে

বন্দি করে রাখা হয়েছিল হিজলি বন্দি নিবাসে।

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ, নিরস্ত্র বন্দিদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। চালানো হয় গুলিও। নিরস্ত্র বন্দিদের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় মৃত্যু হয় দুই বীর বিপ্লবীর। সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী সন্তোষ মিত্র, এবং মাস্টারদা সূর্যসেনের অনুগামী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত শহিদ হন।

হিজলি শহিদ দিবসে নবরূপে সাজানো সংগ্রহশালা আইআইটিতে। প্রতিবছরই দিনটা এলেই নতুন কিছু করার চেষ্টায় থাকে আইআইটি। এ বছর নবরূপে সজ্জিত সংগ্রহশালার উদ্বোধন করে পালিত হল হিজলি শহিদ দিবস। মঙ্গলবার খড়্গাপুর আইআইটি-র শহিদ ভবনে ব্রিটিশ আমলে হিজলি জেলের বন্দিদের স্মরণ করা হয়। তারপর উদ্বোধন হয় ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অর্থানুকূল্যে পুনর্নির্মিত নেহরু মিউজিয়ামের সম্প্রসারিত অংশের।

প্রতিবছরই দিনটা এলেই নতুন কিছু করার চেষ্টা চলে আইআইটি। এ বছর নবরূপে সজ্জিত সংগ্রহশালার উদ্বোধন করে পালিত হল হিজলি শহিদ দিবস। গত মঙ্গলবার খড়্গাপুর আইআইটি-র শহিদ ভবনে ব্রিটিশ আমলে হিজলি জেলের বন্দিদের স্মরণ করা হয়। তারপর উদ্বোধন হয় ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অর্থানুকূল্যে পুনর্নির্মিত নেহরু মিউজিয়ামের সম্প্রসারিত অংশের। উদ্বোধন করেন ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ওই সংগ্রহশালার প্রথম চেয়ারম্যান তথা আইআইটি-র প্রাক্তন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এসটিএইচ আবিদি।

১৯৩০ সাল। সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল গোটা দেশ। বাদ নেই বাংলাও। সেই সময় প্রস্তাবিত হিজলি জেলার সদর দফতরটি হয়ে যায় হিজলি বন্দিনিবাস। সেখানেই বিচারাধীন বন্দিদের রাখা হত। পুরুষদের বন্দিশালার অদূরেই ভারতের প্রথম মহিলা সেল গড়া হয়। পুরুষদে বন্দিশালায় এক সময় বন্দি ছিলেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর মতো বিপ্লবীরা। আর মহিলা জেলে ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ আভা নাগ, বনলতা দাশগুপ্ত, ইন্দুমতি ঘোষের বীরাঙ্গনারা। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আসে সেই কালো দিন। রাত ৮টায় ব্রিটিশ পুলিশ 'পাগলা ঘন্টি' বাজিয়ে গুলি চালায় নিরস্ত্র বন্দিদের উপর। মৃত্যু হয় দুই বিপ্লবীর। একজন সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী ১৮১৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া সন্তোষকুমার মিত্র। অন্য জন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। ওই ঘটনার পরদিন সুভাষচন্দ্র মিছিল করেন। ঠিক দশদিন পরে, ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার মনুমেন্টের (অধুনা শহিদ মিনার) নীচে প্রতিবাদ সভা করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সভায় বিশ্বকবির দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'প্রশ্ন' কবিতার লাইনগুলি। ১৯৩৭ সালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন মোহনদাস করমচান্দ গাঁধী। সেই থেকে বন্ধ হয়ে যায় হিজলি বন্দিনিবাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চলাকালীন ফের বিচারাধীন বন্দিদের রাখা হয় ওই জেলে। তবে ১৯৪২ সালে এই জেল ফের বন্ধ করে মেদিনীপুর, বক্সা ও ঢাকা জেলে বন্দিদের স্থানান্তর করা হয়। এর পর ওখানে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ বায়ুসেনার রেডিও স্টেশনের কাজ ১৯৪৫ সালে শেষ হলে হিজলি জেল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১৯৫১ সালের ১৮ অগস্ট থেকে এই ভবনে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন শুরু হয়। সেই যাত্রা শুরু আইআইটি-র। ১৯৯০ সাল থেকে এই ভবনে চলছে 'নেহরু মিউজিয়াম অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'। আর মূল প্রতিষ্ঠানটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

প্রতিবছরই যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস পালন করেন আইআইটি কর্তৃপক্ষ। ২০১১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদার্পণ থেকে পলাশির যুদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলনের টুকরো টুকরো ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনী চালু হয়। ২০১২ সালে মেদিনীপুরের ইতিহাস ওই গ্যারালিতে ঠাঁই পায়। গত বছর শহিদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ জানানো হয়েছিল। আর এ বছর নবরূপে সাজিয়ে সর্বসাধারনের জন্য খুলে দেওয়া হল সংগ্রহশালা। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা ও বিকেল ৩টে থেকে সন্ধে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত সংগ্রহশালা খোলা থাকবে। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে সংগ্রহশালার প্রথম পর্যায়ের কাজ হয়েছে। কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয় হিজলি দিবস। সন্তোষ মিত্রের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে বীর শহিদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়।

বাংলার বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস সবচেয়ে বেশি উল্লেখ যোগ্য। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল ভারতকে স্বাধীন দেশ হিসাবে দেখার। সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতের মধ্যে দিয়ে। ভারতের বিপ্লবীরা স্বাধীন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শক্তিরা ষড়যন্ত্র করে ভারতকে খণ্ডিত করে স্বাধীন করে দিয়ে গেল। বলা যেতে পারে পঙ্গু করে দিল স্বাধীন ভারতকে। যে স্বাধীন ভারত গঠন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল বিপ্লবীরা সেই ভারত স্বাধীন হয়ে এলো না। ব্রিটিশরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শত্রু সৃষ্টি করলো। সেই শত্রুরা ভারতকে ভাগ করে দিল।

কলকাতার হাটখোলা দত্ত বাড়ির বিখ্যাত দুর্গা পুজো

শঙ্করলাল কর্মকার

কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো মানেই শুধু দেবী আরাধনা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু প্রজন্মের স্মৃতি, স্থাপত্য, পারিবারিক রীতি আর শহরের ইতিহাস। উত্তর কলকাতার হাটখোলা দত্তবাড়ির দুর্গাপুজোও তেমনই এক ঐতিহ্য। ১৭৯৪ সালে জগৎরাম দত্তের হাত ধরে শুরু হওয়া এই পুজো পেরিয়ে এসেছে ২০০ বছরেরও বেশি সময়। তীর্থের মাটি দিয়ে তৈরি ঠাকুরদালান, মাটির প্রতিমায় আঁকা পোশাক, ক্ষীরের পুতুল বলি, আলু ছাড়া ভোগ;প্রতিটি রীতির মধ্যেই রয়েছে আলাদা গল্প।

একসময় নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর প্রথাও ছিল এই বাড়িতে। আর বিসর্জনের পর 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরার ঐতিহ্য আজও এই পুজোকে অন্যদের থেকে আলাদা

করে। কলকাতার পুরনো বনেদি সংস্কৃতির এই অধ্যায় আজও টিকে আছে সময়ের স্রোত পেরিয়ে।

হাটখোলা দত্তবাড়ির দুর্গাপুজো কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে এমন এক ঐতিহ্য, যেখানে প্রায় আড়াই শতাব্দীর ইতিহাস আজও নানা পুরনো রীতির ভিতর দিয়ে বেঁচে আছে। উত্তর কলকাতার নিমতলা স্ট্রিটের এই বাড়িতে ১৭৯৪ সালে জগৎরাম দত্ত দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাটনা শাখার দেওয়ান ছিলেন। তবে দত্ত পরিবারে দুর্গাপুজোর ইতিহাস তারও আগে থেকে চলে আসছিল। পরিবারের বংশপরিচয়ের সূত্র পৌঁছে যায় কান্যকুব্জ, অর্থাৎ বর্তমান কনৌজ পর্যন্ত। পরে পরিবারের একটি শাখা হাওড়ার আন্দুল থেকে কলকাতায় এসে বসতি গড়ে। জগৎরাম দত্তের পূর্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্তের নামের সঙ্গে প্রাচীন গোবিন্দপুরের ইতিহাসও জড়িয়ে আছে বলে পরিবারের ঐতিহ্যে উল্লেখ করা হয়।

১৭৮০ সালে গোবিন্দশরণ দত্ত গোবিন্দপুর ছেড়ে হাটখোলা অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেই থেকেই এই পরিবারের পরিচয়ের সঙ্গে হাটখোলার নামটি স্থায়ীভাবে জড়িয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জগৎরাম দত্ত ৭৮, নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে প্রাসাদোপম বসতবাড়ি নির্মাণ করেন এবং সেখানেই দুর্গাপুজোর আয়োজন শুরু করেন। এই বাড়ির ঠাকুরদালান শুধু পুজোর স্থান নয়, নিজেই কলকাতার পুরনো স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। দু'টি দালান এবং পাঁচটি খিলান নিয়ে তৈরি এই ঠাকুরদালানের নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানের মাটি। কাশী, দ্বারকা, পুরী এবং হরিদ্বার থেকে নৌকায় করে সেই মাটি গঙ্গার ঘাটে আনা হয়েছিল বলে পরিবারের ইতিহাসে জানা যায়। সেই মাটি দিয়েই তৈরি হয়েছিল ঠাকুরদালান। এই পুজোর প্রতিমাতেও সাবেক বাংলার নিজস্ব ছাপ স্পষ্ট। প্রতিমায় মঠচৌড়ি আকৃতির চালচিত্র থাকে। চালচিত্রে মাটির অলঙ্করণের পাশাপাশি কৃষ্ণলীলা এবং চণ্ডীর কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়। দেবীকে আলাদা করে কাপড় পরানোর রীতি নেই। শিল্পীরা মাটির প্রতিমার গায়েই রং ও তুলি দিয়ে পোশাকের নকশা এঁকে দেন। সিংহের আকৃতিতেও রয়েছে বিশেষত্ব; এখানে সিংহকে ঘোটকের আদলে তৈরি করা হয়। উল্টোরথের দিন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে পরবর্তী দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং শ্রাবণ মাস থেকেই প্রতিমা নির্মাণের কাজ এগোতে থাকে।

পুজোর আচারেও হাটখোলা দত্তবাড়ির নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। ষষ্ঠীর দিন বেলবরণের মাধ্যমে দেবীকে আবাহন করা হয়। পরিবারের কুলদেবতাদেরও এই পর্বে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

'কাজলা দিদি কই' কবিতার সুরে যতীন্দ্রমোহন

চিত্তজিৎ দত্ত

কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী বাড়ি ঃ যমশেরপুর, নদিয়া। 'বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, মাগো আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই' কবিতাটি আজও বাঙালিদের

মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। কবিতা 'কাজলা দিদি'। কবিতার লাইন-' ঐ যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা 'আইরি'-ক্ষেতের আড়ে;প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়া-ঝাড়ে'।

আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি করিমপুরের পার্শ্ববর্তী যামশেরপুর গ্রামে কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচীর বাড়ি। ১৮৭৮ সালের ২৭শে নভেম্বর যতীন্দ্র মোহন বাগচী যামশেরপুর গ্রামের পুরানো বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জন্ম পার্শ্ববর্তী পুরানো বাড়িতে হলেও কবির দীর্ঘ কবি জীবন অতিবাহিত হয়েছে এই নতুন বাড়িটিকে ঘিরে। কবির বিখ্যাত কবিতা 'কাজলা দিদি' এই নতুন বাড়ির দ্বিতল ঝুল বারান্দার ঘর থেকে পল্লিপ্রকৃতিকে দেখে কোন এক সময় লেখা। কবি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরটি আমরা ঘুরে দেখলাম। আজও নতুন বাগচী বাড়ির পাশে রয়েছে বাঁশ বাগান, সেই বাঁশবাগানের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ হয়তো ওঠে, তবে সেই আলোয় আজ আর ধরা দেয় না কোন কাজলা দিদির স্মৃতিকথা।

কোন এক গরীব পরিবারের প্রতিনিধি কাজলা দিদিকে অনুসরণ করে কাজলা দিদি কবিতাটির সৃষ্টি।

কাজলা দিদি অনেক বছর আগেই হারিয়ে গেছে তেমনই কবির বাড়িটিও আজকে কাজলা দিদির মতই প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অনেকের কাছে জানা যায়, বাগচীদের আদি নিবাস ছিল অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী জেলায়। অন্য একটি তথ্য বলছে বাগচীদের আদি পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। যাইহোক, বাগচী পরিবার আসার আগে এই স্থানটি সম্পূর্ণভাবে ঘোষ সম্প্রদায় মানুষদের বসবাস ছিল। স্থানীয় এই গোয়ালা সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় বাগচীরা এখানে জমিদারির পত্তন করে ছিলেন। 'পুরাতন বাগচী বাড়ি' নামে পরিচিত বাড়িটি বাগচী পরিবারের পূর্বপুরুষ সৃষ্টিধর বাগচীর পরবর্তী বংশধর ছিলেন রামনৃসিংহ বাগচী যিনি অবিভক্ত নদিয়া জেলার যমশেরপুর নামক এই গ্রামে বাড়ি তৈরি শুরু করেন। পরবর্তী সময় বাংলার ১২৪৪ সালে এদেরই আরেক শরিক হরিমোহন বাগচী পুরাতন বাগচী বাড়ির কিছুটা দূরে আরও এক সুবিশাল বাড়ি তৈরি করেন, যেটি নতুন বাড়ি নাম পরিচিত।

বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে রবীন্দ্র বলয়ের প্রভাব কাটিয়ে স্বকীয়তা যে কয়েকজন কবি দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়ের সমসাময়িক নদিয়া জেলার অন্যতম বিখ্যাত কবি হলেন কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী। বাগচী পরিবারের নতুন বাড়িটিতে কবির জন্ম। যেটি আজ প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। পুরানো ও নতুন বাড়ি মিলিয়ে বাড়ির মধ্যে ছিল নাট মন্দির, অন্দরমহল, শিষ মহল, দাওয়াত খানা, হাওয়াঘর, নাচঘর, কুখ্যাত গুম ঘর প্রভৃতি কক্ষ। যেগুলির বেশিরভাগ আজ প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি বা অনেক স্থান নিশ্চিহ্ন। কবির শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই নতুন বাড়িটিতে এসেছিলেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং বিখ্যাত সংবাদ ভাষ্যকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরানো বাড়িটিতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ দাস এসে ছিলেন। এছাড়াও শোনা যায়, অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী এই বাড়িতে রাতে গা ঢাকা দিয়ে সকালে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। ফলে বিপ্লবীদের মত নমস্য ও বিখ্যাত মানুষজনের পদধুলি ধন্য হয়েছে এই বাড়ি। দেওয়ালের ফাটল ও ধসেপড়া ইটের প্রাচীরের দিকে তাকালে আজও সেই সব ইতিহাস কথা বলে।

শোনা যায়, যতীন্দ্র মোহন বাগচীর পিতা ছিলেন হরিমোহন বাগচী এবং উনার পিতা রামগঙ্গা বাগচী এক সময় মুর্শিদাবাদের নসিপুর মহারাজা কীর্তিচাঁদের আমলে দেওয়ানির কাজ করতেন। পরবর্তী সময় যুগিনদা, টেকা, মজলিশপুর, বিদাড়া, পরাশপুর, কুপিলা ও যমশেরপুর প্রভৃতি স্থান তিনি পাট্টা হিসাবে পান। কাঁচা বাগচী বাড়ির পরিবর্তন ঘটিয়ে পাকা বাড়ি তৈরির কাজ এই সময় শুরু হয়। অল্প অল্প করে পাকা ঘর তৈরি হতে হতে একদা বৃহৎ বাড়িটি তৈরি হয়, যেটি পুরানো বাগচী বাড়ি নামে পরিচিত। স্থানীয় ঘোষ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ১৭১১ সালে পুরাতন বাগচী বাড়িতে সৃষ্টিধর বাগচীর তত্বাবধানে প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা ঘটে। জানা যায় সম্বত ১৮৩২ সাল বা তার পর বছর থেকে এই বাগচী পরিবারের পুরাতন বাড়িতে দুর্গা পুজোর শুভ সূচনা হয়। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরেরও অধিক সময়ের ঐতিহ্যের সাক্ষী বাগচী বাড়ি একচলার দুর্গা পুজোটি যা আজও করিমপুর তথা তৎসংলগ্ন বৃহৎ অঞ্চলের মানুষদের কাছে যেন আলাদা বনেদিয়ানার ধরা দেয়। এখানে অসুরের রং সবুজ এবং সিংহের স্থানে ঘোড়া থাকে (আগেকার দিনে অনেক মানুষ সিংহ স্বচক্ষে দেখেনি ফলে দেবীর কাছে সিংহের স্থানে ঘোড়া তৈরি করা প্রাচীন দুর্গা পুজো গুলিতে প্রচলিত ছিল)। এখন আর আসে না প্রজাদের কাছে থেকে কর ফলে সময়ের স্রোতে বাড়ির জৌলুসতা ফিকে হয়েছে, কিন্তু মানুষের ভক্তি এখনও একইভাবে অটুট আছে। সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে এখানে দেবী দুর্গা পূজিতা হন। শোনা যায়, এখানকার নাটমন্দিরে এক সময় যাত্রা, নাটকের আসর বসত এবং শিল্পীদের আনা হতো সুদূর কলকাতা থেকে। প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো নতুন বাগচী বাড়ির কালী পুজো। দীপান্বিতা কালীপুজোর ঠিক আগে এবং লক্ষী পুজোর পরের শনি অথবা মঙ্গলবার (যে বছর যে দিন পড়ে সেই দিন অনুযায়ী) বাৎসরিক কালী পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

একদা বাগচী পরিবারে সাহিত্য চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বাগচী পরিবারের রামপ্রাণ বাগচী, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ও কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীদেড় হাত ধরে যা গড়ে উঠে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 'রাজ্য চারুকলা পর্ষদে'র কর্মশালা

বিশেষ প্রতিনিধি

'বাংলার চারুকলা শিল্প যে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 'রাজ্য চারুকলা পর্ষদে'র উদ্যোগে অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরে 'চারুকলা পরিচয় শিক্ষাক্রম' -এর উদ্বোধন করলেন মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য ও

সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। আধুনিক চারুকলা ধারা নিয়ে এসেছিল কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা। তারা সেই সময়ে বাংলার চিত্রশিল্পকে নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে। যদিও বহু বাংলার শিল্পীরা সেই সময়ে একটি শিল্পী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। বাংলার চিত্রশিল্পকে রক্ষা করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলার বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতমাতা' চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন। এই 'ভারত মাতা' চিত্র অঙ্কিত করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি তখন বাংলার গুপ্ত সমিতি করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেন। বিপ্লবী অরবিন্দকে গাইকোয়াড থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। কলকাতায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সদস্যদের গোপন ক্লাসে শিক্ষকতা করতেন ভগিনী নিবেদিতা। বাংলায় চারুশিল্প চর্চা অতীততেও চল ছিল। বাংলার জেলাগুলোকে চারুশিল্পের চর্চা হতো। তবে আধুনিক কারুশিল্প বিদেশিদের হাত ধরে বাংলায় এসেছিল। বিশ্ব ভারতীর অধ্যক্ষ নন্দলাল বোস থেকে শুরু করে যামিনী রায়, যোগেন চৌধুরী, সমীর মণ্ডল, প্রকাশ কর্মকার, গণেশ পাইনসহ বাংলার বিখ্যাত শিল্পীরা চারুশিল্প বিশ্ব খ্যাতি অর্জন করে। বাংলার চারুকলা শিল্পকে কেন্দ্র করে কর্মশালার আয়োজনকে সাধুবাদ জানাতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের 'রাজ্য চারুকলা পর্ষদ' সুষ্ঠুভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করেছে। এর ফলে বহু নবীন চারুকলা শিল্পীরা উপকৃত হবেন। বাংলার শিল্পের মধ্যে একটি প্রাকৃতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা হচ্ছে নদীমাতৃক রাজ্য। ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের সুনাম রয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলার চারুশিল্পে আধুনিকতা প্রবেশ করে তাকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছে। বাংলায় বহু বিদেশি চারুশিল্পীরা এসেছেন। শিল্পী টমাস ড্যানিয়েল, জন জোফানি সহ বহু বাংলায় এসেছেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

‘আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করব’

মনোনয়ন জমার আগে বললেন নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রার্থী হাসি রানি রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে রাজনৈতিক পারদ চাতে শুরু করেছে। হাইভোল্টেজ এই কেন্দ্রের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি কাকে টিকিট দেবে, তা নিয়ে দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে হাসি রানি রথকে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসি রানি রথকে প্রার্থী করার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। মঙ্গলবার বিশাল মিছিল ও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান তিনি। তার আগে এদিন সকালে নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিখ্যাত জানকীনাথ মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন প্রার্থী। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের প্রথম অনুভূতি এবং ভবিষ্য রণকৌশল নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন হাসি রানি রথ। তিনি বলেন, ‘‘প্রথম অনুভূতি বলতে, নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে আমার সমস্ত কর্মী, বিজেপির কর্মীরা এবং সংগঠনকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ ভালোবাসা এবং বাদের জানাই প্রণাম। দল আমাকে প্রার্থী করেছে, কিন্তু এখানকার সংগঠন আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি সবার সহযোগিতা চাইব, যাতে নন্দীগ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারি।’’ যে কেন্দ্রটি রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং

যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে জিতেছেন, সেখানকার মানুষের আশা-প্রত্যাশা পূরণ করা প্রসঙ্গে হাসি রানি রথের মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘‘এলাকার মানুষ যা চাইছেন, তার বেশিরভাগ কাজই আমাদের দু’বারের বিধায়ক, এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র, আমাদের দলের সারথী, তিনি বেশিরভাগ কাজই করে ফেলেছেন। তিনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। নন্দীগ্রামের কোনও কাজই বাকি থাকবে না। আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করব কীভাবে নন্দীগ্রামকে খুশি করা যায়।’’ পরিবারের অভিভাবক এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সম্পর্ক ও তাঁর ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রার্থী। তাঁর কথায়, ‘‘মেসেজ হয়েছে, সরাসরি কথা হয়নি। তবে শুভেন্দু বাবু অবশ্যই আমার অভিভাবক। আমি বলব, আগে যা ছিল ছিল, ছেলের মৃত্যুর পর উনি একদম আমার বাড়ির অভিভাবক, ছাতার মতোই উনি আমাদের পরিবারকে আগলে রেখেছেন।’’ মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি জানান, ‘‘এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামের সঙ্গে আছেন, আমাদের সঙ্গে আছেন। শুধু আমার সঙ্গে নয়, নন্দীগ্রামবাসীর সঙ্গে শুভেন্দু বাবু যে আছেন, সেটাই আজ সবার সবচেয়ে বড় পাওনা।’’ ভোটে জয়ের মার্জিন কত হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সংগঠনের সঙ্গে বসে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে দলের মূল লক্ষ্য যে নন্দীগ্রামে ১ লক্ষ ১০ হাজার ভোটে জয়লাভ করা, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক ময়দানে হাসি রানি রথ কিন্তু নতুন মুখ নন। ১৯৯৮ সাল থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এর আগে তিনি দু’বার পঞ্চায়েত সদস্য এবং তিনবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবেও অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব সামলেছেন।

শাঁখারভ সরকার বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় ‘খুশি’ হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, রেজিনগর, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার বিজেপির তরফ থেকে ওই কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বিজেপি প্রতীকে রেজিনগর বিধানসভা উপ নির্বাচনে লড়াই করবেন দলের রাজ্য সম্পাদক তথা বিজেপির প্রাক্তন বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শাঁখারভ সরকার। আর বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই তাঁকে ‘ভাই’ বলে সম্বোধন করে একসঙ্গে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন রেজিনগরের প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর নিজে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীকে রেজিনগর এবং নওদা দু’টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন। রেজিনগর আসন থেকে হুমায়ুন পদত্যাগ করায় ওই আসনে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হতে চলেছে। মঙ্গলবারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। প্রসঙ্গত, আসন্ন উপনির্বাচনে রেজিনগর কেন্দ্রে হুমায়ুনের দলের প্রতীক ‘বাঁশি’ চিহ্ন নিয়ে লুড়ছেন তাঁর পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে মূল লড়াই হবে হুমায়ুনের পুত্রের। বিজেপির থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য শাঁখারভ সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে হুমায়ুন বলেন, ‘‘উনি আমার বন্ধু লোক। শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থাকার সময় উনি বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী কোনও হুঙ্কার দিলে শাঁখারভ সরকারও সেই সময় নিজের টিআরপি বাড়াতে আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলতেন। আমি যখন বাবরি মসজিদ করার কথা বলেছিলাম উনি তখন বহরমপুরে রাম মন্দির করব বলেছিলেন।’’ সাংবাদিকদেরকে হুমায়ুন বলেন, ‘‘একটু খোঁজ নিন তার কী খবর (পড়ুন শাঁখারভের প্রস্তাবিত রাম মন্দিরের)।’’ এরপরই কিছুটা কটাক্ষ করে হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘উনি ভালো রোজগার করেন। তাই নিজের জন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট রাখেন। উপনির্বাচনের জন্য বিজেপি তাঁকে কোটি টাকা দেবে। সেখান থেকে কিছুটা যেন নিজের ‘ব্যালেন্স শিটে’ ঢুকিয়ে নেন।’’ শাঁখারভ সরকার সম্পর্কে করা নিজের পুরনো একটি মন্তব্যে তুলে হুমায়ুন আজ বলেন, ‘‘উনি প্রার্থী হওয়ায় আমি খুব খুশি। অতীতে এক সময় আমি বলেছিলাম উনাকে রশিতে বেঁধে নদিয়াতে পাঠিয়ে দেব। আজ আমি সেই কথা প্রত্যাহার করে নিলাম। আমি তো রেজিনগরে প্রার্থী নই, আমার ছেলে প্রার্থী। শাঁখারভ সরকারকে বলবো মাঝেমধ্যে রেজিনগরে এলে আমাকে জানাবেন। দুই ভাই একসঙ্গে চা খাব।’’ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন আজ আরও বলেন, ‘‘আমার ছেলেকে উপনির্বাচনে হারানোর জন্য আঞ্চলিক এবং সর্বভারতীয় দলগুলো এককাট্টা হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর, নওদা, বহরমপুর, বেলডাঙায় কোথায় ছিল সিপিএম, আরএসপি সহ অন্য দলগুলো ছিল। এদের এখন হঠাৎ সাধ এবং স্বপ্ন জেগেছে রেজিনগরে লড়াই করার।’’ রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য ঋতব্রত পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সফিউজ্জামান শেখের মনোনয়নকে কটাক্ষ করে হুমায়ুন বলেন, ‘‘কিছুদিন আগেই এই ব্যক্তিকেই মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার জেলের ঘানি টানিয়েছিল। তাই এদেরকে নিয়ে আমি কিছু বলবো না।’’ হুমায়ুনের চা খাওয়ার আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে শাঁখারভ সরকার বলেন, ‘‘উনি ভুল করছেন, রেজিনগরকে অন্য কোনও রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে ভাবছেন। রেজিনগরের মানুষের সঙ্গে উনি দ্বিচারিতা করেছেন। রেজিনগরের মানুষ ওঁকে আর একটা উপনির্বাচন বা তাঁর ছেলেকে এমএলএ করার জন্য ভোট দেয়নি। সেখানে তিনি রেজিনগরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এবার এমন নির্বাচন হুমায়ুনকে দেখাবো, জীবনে আর কোনওদিন নির্বাচনে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখবেন না। এবার ছেলেকে দাঁড় করিয়েছেন, ভবিষ্যতে নাতি পর্যন্ত যাতে না দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা রেজিনগরের মানুষ করবে।’’

রেজিনগরে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে লড়তে চলেছেন শাঁখারভ সরকার

মিঠুন হালদার, রেজিনগর, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির বহু যুদ্ধের পরিক্ষিত সৈনিক শাঁখারভ সরকারের ওপর ভরসা রাখল গেরুয়া শিবির। রেজিনগর উপনির্বাচনে এবার বিজেপির প্রার্থী হচ্ছেন বিজেপি-র রাজ্য সম্পাদক শাঁখারভ সরকার। দলের রাজ্য সম্পাদক হওয়ার আগে তিনি দীর্ঘসময় বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছেন। আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিলেও মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিজেপি তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। বেলা ১১টা নাগাদ নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর আসনের জন্য তাদের প্রার্থীর নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। বরাবরই বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত শাঁখারভ সরকার। নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সাংগঠনিক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার দল তাঁকে হুমায়ুনের ছেড়ে যাওয়া রেজিনগর আসন ছিনিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিল। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর নিজে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীক বাঁশি চিহ্ন নিয়ে নওদা এবং রেজিনগর আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে হুমায়ুন রেজিনগর আসন থেকে পদত্যাগ করায় আগামী ৬ অক্টোবর ওই আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। উপনির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের দুই যুযুধান শিবির, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, বামফ্রন্টের তরফ থেকে আরএসপি এবং সিপিএম তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। আজ বিজেপি-ও তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিল। সূত্রের খবর আগামীকাল বিজেপি প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা করবেন। মঙ্গলবার সকালে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকে শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে চলেছেন শাঁখারভ সরকার। তিনি বলেন, ‘‘বাবার হাত ধরে আমার বিজেপি-র রাজনীতির সঙ্গে যোগ। তবে সংগঠনের প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি কখনোই কারও কাছে দরবার করিনি। তবে দলকে জানিয়েছিলাম আমাকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা পালনের জন্য আমি প্রস্তুত।’’ তিনি বলেন, ‘‘রেজিনগরে যে উপনির্বাচন হচ্ছে তা ধর্মীয় বা সম্প্রদায়িক নির্বাচন নয়, মানুষ সেখানেভোট দেবেন উন্নয়নের জন্য। ওই কেন্দ্রে শুধু ‘আমি’ প্রার্থী নই, সেখানকার সমস্ত কর্মকর্তারা বিজেপির প্রার্থী। রেজিনগরের মানুষের ভালো স্কুল, কলেজ দরকার। এর পাশাপাশি মানুষের যাতায়াতের জন্য সেখানে ভাগীরথী নদীর ওপর একটি ব্রিজ নির্মাণ করাও জরুরী। এই সমস্ত বিষয় আমার নির্বাচনী প্রচারে থাকবে। তবে আমার দলের তরফ থেকে কার্যকর্তারা ইতিমধ্যে রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রচারে নেমে পড়েছেন।’’ উপনির্বাচনের জন্য শাঁখারভ সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দলের বর্তমান বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, ‘‘শাঁখারভদা দীর্ঘদিন দলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁকে দল প্রার্থী করায় আমরা সকলেই খুশি। রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি অবশ্যই জিতবে। তাঁকে জেতানোর জন্য সমস্ত কর্মীরা আজ থেকেই ব্যাপক প্রচার শুরু করে দিতে চলেছি।’’

গলগল করে বেরচ্ছে ধোঁয়া, পুজোর আগে আগুন লেগে গেল নামী শপিং মলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ আর কয়েকদিন, তারপরই দুর্গাপুজো। আর পুজোর আগে নামী শপিং মলে আগুন। কালো ধোঁয়া বেরতে শুরু করে

মলের জানালা থেকে। চাঞ্চল্য তৈরি হয় গোটা এলাকায়। জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের ওই নামী শপিং মলের দোতলায় আগুন ধরে যায়। তারপরই মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে আহত হন একাধিক দমকলকর্মী। অগ্নিকাণ্ডে মলে থাকা প্রচুর জামাকাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ করেই মলের দ্বিতল থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে দমকলকর্মীদের বাইরে থেকে কাচ ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে হয়। সেই সময় কাচের আঘাতে একাধিক দমকলকর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছেন। মলের জমির মালিকের অভিযোগ, শপিং মলের সামনেই থাকা একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে বিস্ফোরণ ঘটে। তার জেরেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যদিও দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, কী কারণে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পরই অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানা যাবে। মলের জমির মালিক শুভাশিস সাহা বলেন, ‘‘আমি তো বিল্ডিংয়ের উপরেই ছিলাম। দেখলাম ট্রান্সফরমার ব্লাস্ট করেছেন। সেটা ব্লাস্টের পর আওয়াজ পাই। এরপর মনে হয় শর্ট সার্কিট থেকেই মনে হয় আগুন লেগে গেছে।’’ দমকল আধিকারিক শম্ভুনাথ গোপ বলেন, ‘‘উপরে ধোঁয়া ছিল। সেই ধোঁয়া বের করার জন্য কাচ ভাঙতে গিয়েছিলাম তখনই আঘাত লেগেছে।’’

প্রেমিকাকে গলা কেটে খুনের ঘটনায় ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম ও অভিযুক্ত অমিত, ঘটনার পুনর্নির্মাণ

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ গত শনিবার দুলমীর রাধাকৃষ্ণ পল্লী এলাকায় প্রেমিক অমিত কুমার মাহাতো তার নিজের মেসে ডেকে প্রেমিকা প্রীতিকা মাহাতোকে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করে বস্তাবন্দি অবস্থায় দেহ লোপাটের চেষ্টা চালায়। দেহ লোপাটের সময় বলরামপুর থানার পুলিশ সেই সময় তাকে গ্রেপ্তার করে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের চার দিনের মাথায় তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থলে পৌঁছালো দুর্গাপুর থেকে আসা ফরেনসিক টিম। বর্তমানে ৯

দিনের পুলিশি হেফাজতে থাকা অভিযুক্ত প্রেমিক অমিত কুমার মাহাতোকেও সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদঘাটন এবং পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতেই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে ছিল বলরামপুর থানা ও টামনা থানার যৌথ পুলিশ বাহিনী। দুলমীর যে মেসে অমিত কুমার মাহাতো থাকত, পুলিশ ও ফরেনসিক টিমের সদস্যরা সেই নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ক্রাইম সিন থেকে রক্ত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তৈরির জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখে তদন্ত প্রক্রিয়া চালান পুলিশ ও ফরেনসিক আধিকারিকরা। এবং মেসের ভেতরে থাকা ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ ও তদন্তকারীরা।

এলএমজে সার্ভিসেস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৯৩০০০ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৮০৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৫ম তল, টেলিফোন ভবন, কলকত-৭০০০০১
ইমেলঃ csdelhi@lmjgroup.in ওয়েবসাইটঃ https:/Jlmjservices.in/

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য এবং বুক ক্লোজার

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১:৩০-এ (ভারতীয় সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ সেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যা ইতিমধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সাধারণ সভা আহ্বানের বিষয়ে জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার-যেমন ৫ মে, ২০২০ তারিখের ২০/২০২০ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১০/২০২২ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ০৯/২০২৩ এবং পরবর্তীকালে জারি করা সার্কুলারসমূহ (যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৯/২০২৪ এবং যার বিষয়বস্তু ছিল ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা (‘এজিএম’) ‘‘আয়োজন সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ’’-যাকে একত্রে ‘এমসিএ’ সার্কুলার বলা হচ্ছে) অনুযায়ী, মন্ত্রণালয় কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে সাধারণ সভা আয়োজনের অনুমতি প্রদান করেছে। উক্ত এমসিএ সার্কুলারসমূহ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ ও এসইবিআই(তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী মেনে চলার লক্ষ্যে, কোম্পানির সদস্যদের এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
২. সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি বা সার্কুলার অনুযায়ী, এজিএম নোটিশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যামূলক বিবরণী শুধুমাত্র সেইসব সদস্যের কাছে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উল্লিখিত নথিপত্রগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইট https://lmjservices.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারা এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫-এর ১৭ (১সি), ৪২ ও ৪৭ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র বৃহস্পতিবার ২৪.০৯.২০২৬ থেকে বুধবার ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
এজিএম-এর নোটিশ পাওয়ার জন্য ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি এবং/অথবা ই-ভোটিং সহ ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য লগইন ক্রেডেনসিয়াল।
i. নোটিশের সফট কপি এবং ই-ভোটিং নির্দেশাবলির পাশাপাশি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠানোর জন্য ইমেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর।
ii. বিকল্প হিসেবে, এজিএম-এর নোটিশ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী পাওয়ার জন্য সদস্যরা csdelhi@octavius.in ই-মেইল ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন। এই অনুরোধের সাথে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি, ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি এবং-ফিজিক্যাল ফোলিও-র ক্ষেত্রে-শেয়ার সার্টিফিকেটের কপি সংযুক্ত করতে হবে।
কোম্পানি যাতে এমসিএ-র নির্দেশিকা মেনে চলতে পারে এবং করপোরেট গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে-জিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী পাঠানোর সুবিধার্থে-ইলেকট্রনিক বা ডিমেট আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাঁদের ইমেল ঠিকানা স্থায়ীভাবে নথিভুক্ত করার জন্য।
ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান এবং এজিএম-এ অংশগ্রহণের পদ্ধতি।
a. সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার (ই-ভোটিং) মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন।
b. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যেসব সদস্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ অনুযায়ী তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের জন্য দূরবর্তী স্থানে থেকে ভোট প্রদানের পদ্ধতি।
c. এজিএম চলাকালীন সময়েও ই-ভোটিং-এর সুবিধা উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা সভার মধ্যেই ভোট প্রদান করতে পারবেন।
d. ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। যেসব সদস্য ইমেইল পাননি অথবা যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপি-এর কাছে নিবন্ধিত নয়, তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির নোটিস অংশে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে লগ-ইন তথ্য তৈরি করে নিতে পারবেন।
e. একই লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করা যাবে।
৪. যেসব সদস্যের ইমেল আইডি কোম্পানির কাছে বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাঁদের সবার কাছে এজিএম-এক বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://lmjservices.in-এ-ও পাওয়া যাচ্ছে।
৫. ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের কাট অফ বা নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী, ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড-যেকোনো পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এজিএম-এরবিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং/অথবা বিশেষ বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট প্রদান করতে পারবেন।
৬. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, এজিএম-র উদ্দেশ্যে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারের জন্য সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র বৃহস্পতিবার ২৪.০৯.২০২৬ থেকে বুধবার ৩০.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
এল এম জে সার্ভিসেস লিমিটেড
স্বা/- সারাঙ্গ জৈন
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৬৮১২১৭২

স্থানঃ দিল্লি
তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING e-Tender No.: WBNKDA/17/EE-E/2026-27
Online e-Tender has been invited for the following works: Repair/ Replacement of defective luminaries at Smart Plaza, Ananda Mela, Triangular Park & Apur Sansar Park, New Town Kolkata under NKDA. Estimated Amount: **Rs. 8,42,885.00.** Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): **23/09/2026 upto 1.00 P.M.** Details available on Website: **https://wbtenders.gov.in** & **www.nkdamar. org** and the office notice board of NKDA
Executive Engineer (Electrical)
New Town Kolkata Development Author

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল দাইয়ান সেখ, পিতা- সওগত সেখ, সাং- শাঁখারীদহ, থানা-ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া-৭১১৪১১। এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV- ০৫৬৬/২০১৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা সাকিলা বেগম খান দীগরের নিকট হইতে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা- বানীয়াড়া, জে.এল. ২৬, এল.আর. ৩৫৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১১৫৩ ও ১২০০/এল.আর. ১১৮৯ ও ১২৩৭ নং দাগে মোট ১১.২৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ২৫.০৮.২০২৬ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮ ১৩/২৫নং, ৩৮১৪/২৫নং ও ৩৮১৫/২৫নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সালাউদ্দিন সেখ ও বেল্লাল মন্ডল ইহাদেরকে বিক্রয় করিয়াছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।
গৌরি ঘোষ (অ্যাডাভোকেট)
হাওড়া জাজেস কোর্ট

NEW TOWN KOLKATA DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTICE INVITING e-Tender No.: WBNKDA/16/EE-E/2026-27
Online e-Tender has been invited for the following works: Repair/replacement of defective Luminaries and allied works at different parks at AI Block, CB Block, CE Block & DB Block at NKDA Area, New Town, Kolkata. Estimated Amount: **Rs. 9,66,068.00.** Last date & time of submission of technical and financial bid (On-line): **23/09/2026 upto 1.00 P.M.** Details available on Website: **https://wbtenders.gov.in** & **www.nkdamar. org** and the office notice board of NKDA
Executive Engineer (Electrical)
New Town Kolkata Development Author

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
Poura Bhawan, FD-415A, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106
An e-Tender for **“Temporary Illumination and beautification with LED tiny lamp chain light at Poura Bhawan, Sports Complex etc. on the occasion of ‘SEVA SANKALP ABHIYAN’ ”** is being invited by EE,(E&M) Dept., BMC vide **NIT No. 10/PHE(E&M)/BMC Dated: 11.09.2026**. Details are available with office of EE/PHE (E&M), BMC. Corrigendum, if any, will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in** Last date of Bid submission (online): **17/09/2026 up to 3:00 PM.**
Sd/-
EE,(E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ARSONE ELEVATORS PVT.LTD গত ইংরাজি 21/02/24 তারিখে A.R.A-II KOLKATA অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2224/24 নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি বা আমোক্তারনামা দলিল বলে স্বাগত পাল,পিতা- রতন কান্তি পাল হইতে লিলুয়া মৌজায় হাল 526 নম্বর দাগে হাল 12001 নম্বর খতিয়ানে 36 কাঠা 12 ছটাক 13 স্কয়ার ফিট জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তিনি বালি জগাছা B.L.&L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সুদর্শন সাউ পিতা-সীতারাম সাউ গত ইংরাজী ২৫.০৭.২০২৬ তারিখে হাওড়া A.D.S.R হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-421 (IV) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার দলিল বলে শ্রী সমীর কুমার বিশ্বাস, পিতা-শ্রীপতি বিশ্বাস নিকট হইতে বালী মৌজার সাবেক ৪৯০৪ নম্বর দাগে সাবেক ৪০৭৪ নম্বর খতিয়ানে ২১ শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয় কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি জগাছা B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER
SNIT No. 10/EE-II/CD of 2026-27
Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (Five) years, for 4 (Four) nos. emergent works related to removal of drainage congestion near Akra Fatak sluice, repairing of damaged fencing including clearing jungles within periphery of Zeerut Bridge, Protection of River Embankment/ Canal Bank etc. within Block - Diamond Harbour-II, Kulpi, Maheshtala Municipality & KMC area for Amount Put to Tender ranging from **Rs. 0.98 Lakh to Rs. 38.54 Lakh. (i)** Last date of application is **21.09.2026 up to 12.00 Noon (ii)** Last date of issue of Tender Document is **21.09.2026 after 14.00 Hrs. (iii)** Last date of submission Tender Document is **23.09.2026 up to 14.00 Hrs. (iv)** Date of opening of Tender is on **23.09.2026 after 14.30 Hrs.** For other details the website **www.iwd.wb.gov.in** and Office Notice Board to be followed.
Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Arambagh Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of “Temporary illumination of the Government Buildings [Arambagh HW Sub-Division, Arambagh Highway Section & Kamarpukur Highway Section, PW(Roads)Dte]. with multicolor LED Chain to mark the beginning of Seva Sampark Abhijan under Arambagh Electrical Sub-Division, PWDte. **NIQ No.- NIQ-03/ Short of 2026-27.** Bid submission closing date: **17/09/2026 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.
Sd/-
Assistant Engineer, P.W.Dte.
Arambagh Electrical Sub-Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Arambagh Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of “Temporary illumination of the Government Buildings (Hooghly Construction Sub-Division-I & II, Arambagh Electrical Sub-Division and Arambagh Sub-Division Social Sector, PWDte). with multicolor LED Chain to mark the beginning of Seva Sankalp Abhiyan under Arambagh Electrical Sub-Division, PWDte. **NIQ No.- NIQ-02/Short of 2026-27.** Bid submission closing date: **17/09/2026 upto 02.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.
Sd/-
Assistant Engineer, P.W.Dte.
Arambagh Electrical Sub-Division

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
TENDER NOTICE
TENDERS are invited from the bonafide contractors vide
Notice no : **NIT-474, Dated-10.09.26**
33 NOS OF WORKS
(fund- 15th FC/SBM/PBSSM)
Sd/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো হইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী বৃন্দাবন মাঝি, পিতা পরিক্ষিত মাঝি, সাং- ২৩২/২১ চকপাড়া, থানা লিলুয়া, জেলা হাওড়া। উনি শ্রী নারায়ন চন্দ্র দে ও অন্যান্যদের কাছ থেকে মৌজা লিলুয়া, জে. এল. নং- ১২, হাল ও সাবেক দাগ নং ৬৮১, হাল খতিয়ান নং ৫১৩, ২১০৪, ৩৪৬৯, জমির পরিমাণ- ১ কাঠা ৮ ছটাক বালি মিউনিসিপ্যালেটির হোল্ডিং নং ২৩২/২১ চকপাড়া, ওয়ার্ডনং ২৩। উক্ত জমি বিক্রয়ের সময় আশুতোষ প্রধানের কন্যারা একটি পাওয়ার দলিল দ্বারা শ্রীমতী কানন বালা প্রধান ও পঞ্চানন প্রধানদেরকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার দলিল নং IV-৬৮, সাল-২০০৯। বর্তমানে উক্ত জমি আমার মক্কেল মিউটেশানের জন্য আবেদন করেন, মিউটেশান নং- MN/2026/0503/6402। এই বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্রসহ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. বালি জগাছা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

মেরামত, রং করা ও আনুষঙ্গিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪৪ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ১০-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দার্জিলিং-এ:- এডিইএন/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অধীনে দার্জিলিং হলিডে হোম, রানিং রুমের মেরামত ও রং করা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০৮,৮৩,৬৫৫.৭৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি**: ২,১৭,৭০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৮-১০-২০২৬ তারিখ **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-১০-২০২৬ তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1. NIT No. : EE-X/98/6/26-27
Name of work : **Restoration of road surface by laying hot asphalt at 8B Khanpur Road, 227 N.S.C Bose Road and different places in Ward No.-98, Br-X.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,40,280.75**. Earnest Money : **Rs. 4,900.00**. Period of Completion : **35 Days**.
2. NIT No. : X/095/003/2026-2027/UTTARAN
Name of work : **Maintenance of sewerage system at uttaran area near 51 Aswini Nagar, 6/66A Bijoygarh etc in Ward No.-95, Br-X.** Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 1,98,445.73**. Earnest Money : **Rs. 3,970.00**. Time of Completion : **75 Days**. Last date and time of submission of bid : **25.09.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of bid : **28.09.2026 - 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **16.09.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **www://tenders.wb.gov.in** (for Sl. No. 1) and **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2).
The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(PS)/PAINT_TUB/26-27 (1st Call)
Name of the work : **Cleaning & Painting of earthen flower tub at different Nursery under Parks & Square department for using in different occasion of KMC for a period of one year.** Estimated Cost (Including GST & CESS). : **Rs. 1,84,276.99.** Earnest Money : **Rs. 3,700.00**. Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of bid : **24.09.2026 - 1 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **26.09.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **16.09.2026 - 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
The **Executive Engineer (Electrical), Lighting/Crematorium Department, KMC** invites open percentage rate e-tender online in two bid system for following work:
NIT No. : KMC/LTG/CRM/22/GAM/26-27 (1 st Call)
Name of the work : **Installation of LED Lighting system with allied electrical works for illumination of the newly constructed wooden crematorium at Garia Adi Mahasmashan**. Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money : **Rs. 6,500.00**. Time of Completion : **7 Days**. Last date and time of submission of bid : **25.09.2026** at **5 p.m.** The bid from the other details are available on and from **15.09.2026** at **5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**
The **Executive Engineer (Water Supply), (E)/(MGPS/WPS), KMC** invites e-tender in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/TKG/06/2025-26 (1 st Call)
Name of the work : **Repairing and overhauling of delivery end sluice valves for pump unit-3 and 4 with other allied works installed at Tuktaghat Raw Water Intake Pumping Station.** Estimated Amount : **Rs. 1,95,000.70**. Earnest Money : **Rs. 3,950.00**. Period of Completion : **20 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **29.09.2026** up to **2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**
CORRIGENDUM
(1) NIT No. : KMC/VI/060/004/2026-2027/D/2nd call,
(2) NIT No. : KMC/VI/046/003/2026-2027/D/2nd call,
(3) NIT No. : KMC/VI/046/006/2026-2027/D/2nd call,
(4) NIT No. : KMC/VI/061/030/2025-2026/D/2nd call,
(5) NIT No. : KMC/VI/061/005/2026-2027/R/2nd call,
(6) NIT No. : KMC/VI/061/006/2026-2027/D/2nd call, published in this Newspaper on **02/09/2026 (Key No. 429/26-27)** of **Engineering (Civil)/Br-VI Department (Sl. No. 2 to 7).** Last date and time of submission of bid will be read as **17/09/2026 - 5 p.m.** instead of 12/09/2026 - 5 p.m. **(for Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on **19/09/2026 - 5 p.m.** instead of 14/09/2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 6).
NIT No. : KMC/VI/062/003/2026-2027/D, published in this Newspaper on **31/08/2026 (Key No. 420/26-27)** of **Engineering (Civil) / Br-VI, Deptt. (Sl. No. 1).** Last date and time of submission of bid will be read as **17/09/2026 - 5 p.m.** instead of 12/09/2026 - 5 p.m. Tender will be opened on **19/09/2026 - 5 p.m.** instead of 15/09/2026 - 5 p.m.
505/26-27

পুজোর আবহে এখন সেজে উঠছে ঘর থেকে মণ্ডপ

বাড়িতে দুর্গাপুজোয় প্রতিমা স্থাপনের বাস্তু নির্দেশিকা

বিশেষ প্রতিবেদন : বাড়িতে দুর্গাপুজো করছেন? প্রতিমা স্থাপনের আগে জেনে নিন বাস্তু মতে কোন দিক শুভ, কোনটি অশুভ- দুর্গাপুজোর আবহে এখন সেজে উঠছে ঘর থেকে মণ্ডপ। পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত কুমারটুলি থেকে শুরু করে পুজো উদ্যোক্তা এবং সাধারণ মানুষ-সবার মধ্যেই উসাহ তুঙ্গে। অনেকেই আবার বাড়িতেই আয়োজন করেন দুর্গাপুজোর। বাড়ির পুজোয় নিয়মকানুন মেনে প্রতিমা স্থাপন থেকে শুরু করে পুজোর যাবতীয় আয়োজন করা হয়। তবে বাস্তু মেনে প্রতিমা স্থাপন করতে চাইলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। বাস্তুশাস্ত্রের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা কোন দিকে স্থাপন করা হচ্ছে, তার গুরুত্ব রয়েছে। সেই বিশ্বাস মেনে চলতে চাইলে প্রতিমা বসানোর আগে বাড়ির দিক এবং জায়গা ভালোভাবে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

উত্তর-পূর্ব দিককে কেন শুভ মনে করা হয়? বাস্তু মতে, বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিক বা ঈশান কোণকে পুজোর জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তাই বাড়িতে দুর্গাপুজোর আয়োজন করলে এই দিকেই প্রতিমা স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ঈশান কোণে দেবীর প্রতিমা স্থাপন করলে বাড়িতে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মানসিক শান্তি বজায় থাকে। তবে সব বাড়িতে উত্তর-পূর্ব দিকে পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে উত্তর-পশ্চিম দিক বিবেচনা করা যেতে পারে বলে বাস্তুবিশ্বাসে উল্লেখ রয়েছে। ভক্তদের মুখ কোন দিকে থাকবে? শুধু প্রতিমার অবস্থান নয়, পুজোর সময় ভক্তরা কোন দিকে মুখ করে থাকবেন, সেটিও বাস্তু মতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, ভক্তদের মুখ পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে। পূর্ব দিকে মুখ করে উপাসনা করলে জ্ঞান, চেতনা ও ইতিবাচকতার বিকাশ ঘটে বলে

বিশ্বাস করা হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে উপাসনা করলে মানসিক স্থিরতা ও শান্তি আসে- এমন ধারণাও রয়েছে। কোন দিকে প্রতিমা না রাখাই ভালো? বাস্তুবিশ্বাস অনুযায়ী, বাড়ির দক্ষিণ দিকে সরাসরি দুর্গাপ্রতিমা স্থাপন না করাই ভালো। এই দিকটি প্রতিমা স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুকূল নয় বলে মনে করেন অনেকে। প্রচলিত বিশ্বাসে বলা হয়, দক্ষিণ দিকে প্রতিমা স্থাপন করলে পরিবারের শান্তি ও সৌহার্দ্য ব্যাহত হতে পারে। তবে বাস্তবে প্রতিমা স্থাপনের ক্ষেত্রে বাড়ির গঠন, পুজোর জায়গা, নিরাপত্তা এবং পুজোর প্রচলিত নিয়মকেও অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রতিমার মাপ নিয়েও রয়েছে বিশেষ ধারণা- বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা আনার সময় প্রতিমার আকার নিয়েও নানা বাস্তু-সংক্রান্ত মত প্রচলিত রয়েছে। কিছু বাস্তুবিশ্বাসে ছোট আকারের প্রতিমা বাড়ির পুজোর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে তিন ইঞ্চির বেশি উচ্চতার প্রতিমা বাড়িতে না রাখার পরামর্শ কোথাও কোথাও দেওয়া হয়। এই বিশ্বাস অনুযায়ী, অতিরিক্ত বড় প্রতিমাকে বাড়ির পুজোর জন্য অনুকূল মনে করা হয় না। তবে প্রতিমার মাপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়ির জায়গা, পুজোর পরিসর এবং স্থানীয় ধর্মীয় রীতিনীতিও বিবেচনা করা জরুরি। দেবীর গাত্রবর্ণ নিয়েও রয়েছে বাস্তুবিশ্বাস- দুর্গাপ্রতিমার রং নিয়েও প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন বিশ্বাস। বাস্তু মত অনুসরণ করতে চাইলে হালকা হলুদ, সবুজ কিংবা গোলাপি আভাযুক্ত প্রতিমাকে শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস অনুযায়ী, এই ধরনের রং বাড়িতে ইতিবাচকতা, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের প্রতীক। অনেকে মনে করেন, দেবীর প্রতিমার রং পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি এবং আর্থিক উন্নতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। তবে এগুলি মূলত ধর্মীয় ও বাস্তুসংক্রান্ত বিশ্বাস এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। তাই বাড়িতে দুর্গাপুজোর আয়োজন করলে বাস্তুবিশ্বাস মেনে চলতে চাইলে প্রতিমার দিক, পুজোর জায়গা, আকার ও রং-সবকিছু আগে থেকে পরিকল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি পুজোর আচার-অনুষ্ঠান এবং পরিবারের প্রচলিত রীতিনীতিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়াই শ্রেয়। দুর্গাপুজোর আবহে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। পুজোর মণ্ডপের পাশাপাশি অনেক বাড়িতেও শুরু হয়েছে দেবী দুর্গার আরাধনার প্রস্তুতি। বাড়িতে দুর্গাপুজো করলে প্রতিমা কোথায় স্থাপন করা হবে, তা নিয়েও রয়েছে নানা প্রচলিত বাস্তুবিশ্বাস। সেই নিয়ম মেনে চলতে চাইলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা যেতে পারে। বাস্তুশাস্ত্রের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, বাড়িতে দুর্গাপ্রতিমা স্থাপনের জন্য উত্তর-পূর্ব দিক বা ঈশান কোণকে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই দিকে দেবীর প্রতিমা রাখলে বাড়িতে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয় এবং পরিবারের সদস্যদের মানসিক শান্তি বজায় থাকে। যদি উত্তর-পূর্ব দিকে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, সেক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম দিকও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে প্রতিমা স্থাপনের পাশাপাশি পুজোর সময় ভক্তদের মুখ কোন দিকে থাকবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বাস্তু মতে, পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মুখ করে উপাসনা করা শুভ। পূর্ব দিকে মুখ করলে চেতনা ও জ্ঞানের বিকাশ হয়, আর দক্ষিণ দিকে মুখ করলে মানসিক শান্তি আসে-এমন বিশ্বাস রয়েছে। তবে বাস্তুবিশ্বাস অনুযায়ী, বাড়ির দক্ষিণ দিকে সরাসরি দুর্গাপ্রতিমা স্থাপন না করাই ভালো। এই দিকে প্রতিমা স্থাপন অনুকূল নয় বলে মনে করেন অনেকে। এতে পরিবারের সুখ-শান্তি ব্যাহত হতে পারে বলেও প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে।প্রতিমার আকার নিয়েও রয়েছে বিশেষ মত। কিছু বাস্তুবিশ্বাসে বাড়িতে ছোট আকারের প্রতিমা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে দেবীর গাত্রবর্ণ নিয়েও নানা ধারণা রয়েছে। হালকা হলুদ, সবুজ ও গোলাপি রঙের প্রতিমাকে শুভ বলে মনে করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এতে সংসারে সমৃদ্ধি ও ইতিবাচকতা আসে। তবে মনে রাখা জরুরি।

গুরুগ্রামে বাইকার তরুণীকে গাড়ির ধাক্কা, গ্রেপ্তার কল্যাণ, খুনের চেষ্টার মামলা পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : গুরুগ্রামে বাইকার তরুণীকে ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারার অভিযোগে অবশেষে গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্ত কল্যাণ বঁইসলাকে। ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়ো এবং ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন, এটি নিছক পথ দুর্ঘটনা নয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই তরুণীর বাইকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। ঘটনাটি ঘটে গুরুগ্রামের গল্ফ রোড এলাকায়। আক্রান্ত বাইকারের নাম সিয়া। ইনস্টাগ্রামে ' সিয়া' নামে একটি পেজ রয়েছে তাঁর। সেখানে নিয়মিত স্পোর্টস বাইক নিয়ে বিভিন্ন ভিডিয়ো এবং বাইক রাইডের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন তিনি। সম্প্রতি সেই পেজেই নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার ভিডিয়ো প্রকাশ করেন সিয়া। ভিডিয়োটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপরই নড়েচড়ে বসে গুরুগ্রাম পুলিশ। সিয়ার অভিযোগ, ঘটনার দিন তিনি একটি বাইকার দলের সঙ্গে গল্ফ রোড থেকে বেরিয়েছিলেন। যাত্রার শুরু থেকেই একটি গাড়িতে থাকা কয়েকজন যুবক তাঁর পিছু নিতে শুরু করেন। বেশ কয়েকবার গাড়িটি তাঁর বাইকের একেবারে কাছে চলে আসে। গাড়িতে থাকা যুবকেরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে নানা ধরনের কটাক্ষও করেন বলে অভিযোগ করেন সিয়া। তরুণীর দাবি, তিনি গাড়িতে থাকা যুবকদের দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁকে বাইক থামানোর জন্য বলা হয়। সিয়ার দাবি, ওই যুবকদের আচরণ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে গাড়িটির থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন সিয়া। তাঁর অভিযোগ, গাড়িটি বারবার তাঁর বাইকের সঙ্গে রেষারেষি করছিল এবং পথ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। বিপদ এড়াতে তিনি বাইক নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আচমকাই গাড়িটি তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান সিয়া। তাঁর স্পোর্টস বাইকটিও কয়েক মিটার রাস্তার উপর ঘষটে যায়। গোটা ঘটনার ভিডিয়ো তাঁর বাইকে লাগানো ক্যামেরায় রেকর্ড হয়। সেই ভিডিয়োই পরে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে উঠে আসে। সিয়ার আরও অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর গাড়ির চালক তাঁর উপরই ঘটনার দায় চাপানোর চেষ্টা করেন। এরপর ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে গুরুগ্রাম পুলিশের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ভিডিয়ো এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত গাড়িচালককে শনাক্ত করার চেষ্টা চালানো হয়। তদন্তের পর কল্যাণ বঁইসলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের তরফে ঘটনায় খুনের চেষ্টার ধারা যুক্ত করা হয়েছে। ওই ধারায় দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

ইস্টার্ন রেলওয়ে যাত্রী চলাচল এবং যাত্রী আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন করেছে

কলকাতা,১৫ সেপ্টেম্বর : জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী

গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে আরও ভালো যাত্রী পরিষেবা প্রদানের অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইস্টার্ন রেলওয়ে বর্তমান আর্থিক বছরে যাত্রী চলাচলে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে বর্তমান আর্থিক বছরে ৩১শে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত যাত্রী চলাচল ও যাত্রী রাজস্ব পরিবহনে দারুণ পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেছে এবং বিগত আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ৩১শে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত, যাত্রী চলাচল ৫৩৬.০০৫ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ৫৬৮.৭৯৬ মিলিয়ন হয়েছে, যা ৩২.৭৯১ মিলিয়ন (৬.১২) প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। একই সময়ের মধ্যে, যাত্রী রাজস্ব ১৬৯৩.৩০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৮৯৯.৫২ কোটি টাকা হয়েছে, যা ২০৬.২২ কোটি টাকা (১২.১৮) প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। যাত্রী চলাচল সেক্টরে, এই ধরনের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাব-আরবান বা উপশহর বিভাগ একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত, সাব-আরবান বিভাগ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৪২.৬৪৭ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ৪৬৯.৪৫৩ মিলিয়ন হয়েছে, যা ২৬.৮০৬ মিলিয়ন (৬.০৬) বৃদ্ধি করেছে। একই সময়ের মধ্যে, সাব-আরবান যাত্রীর রাজস্ব ২৮১.৭৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০৭.৫৬ কোটি টাকা হয়েছে, যা ২৫.৭৯ কোটি টাকা (৯.১৫) প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। সংরক্ষিত বা রিজার্ভড সেগমেন্টে ও যাত্রী চলাচল ১৬.২৫১ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৭.০৪৫ মিলিয়ন হয়েছে, যা ০.৭৯৪ মিলিয়ন (৪.৮৯) বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, সংরক্ষিত যাত্রী রাজস্ব ১০৩৪.৮৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১১৫২.১৭ কোটি টাকা হয়েছে, যা ১১৭.৩৪ কোটি টাকা (১১.৩৪) প্রবৃদ্ধি।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

ভারতীয় বিমানপত্তন প্রাধিকরণ
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
কর্পোরেট হেডকোয়ার্টার্স, রাজীব গান্ধী ভবন,
সফদরজং এয়ারপোর্ট, নয়া দিল্লি-১১০০০৩

সালিশকারী তালিকাভুক্তকরণ

এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) আবেদ সালিশকারী তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছে। **''এই সালিশকারীদের কাজ হবে এএআই-এর আইনি বিষয়, চুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামোগত প্রকল্প সংক্রান্ত বিরোধের নিস্পত্তি করা।''**

অনলাইন আবেদনের ফর্মটি এএআই-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে **১০.০৯.২০২৬ (সকাল ৯:৩০টা) থেকে ০৯.১০.২০২৬ (সন্ধ্যা ৬:০০টা)** পর্যন্ত পাওয়া যাবে। শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমেই আবেদন গ্রহণ করা হবে। যোগ্যতা সংক্রান্ত শর্তাবলী এবং তালিকাভুক্তি বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া- র ওয়েবসাইট **www.aai.aero ⟶ Career ⟶ Recruitment Dashboard** দেখুন।

এন-০২-২০২৬-২৭ (সিসি)

cbc03111/11/0007/2627

দেড় বছরের শিশুর সম্পূর্ণ দাযিত্ব নিল রেজবী ফাউন্ডেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাবা নেই, তবু অনাথ নয়, দেড় বছরের শিশুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিল রেজবী ফাউন্ডেশন। মাত্র তিন দিন আগে বাবাকে হারিয়েছে দেড় বছরের শিশুটি। পরিবারের এই চরম দু ঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল রেজবী ফাউন্ডেশন। মুর্শিদাবাদ জেলার ডাঙ্গাপাড়া অঞ্চলের হুলাসপুর গ্রামে অসহায় পরিবারটির বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন রেজবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা আবু তাহের রেজবী। পাশাপাশি শিশুটির ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। মাওলানা আবু তাহের রেজবী জানান, শিশুটির খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়া এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব রেজবী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে পালন করা হবে।এ সময় উপস্থিত ছিলেন রেজবী ফাউন্ডেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাওলানা হাফিজুল ইসলাম নেজামী এবং সাংগঠনিক কমিটির সদস্য মাওলানা সামিরুল ইসলাম রেজবী।বাবার ছায়া হারানো শিশুটির জীবনে যেন ভবিষ্যৎ অন্ধকার না হয়ে যায়, সেই লক্ষ্যেই রেজবী ফাউন্ডেশনের এই মানবিক উদ্যোগ।

রেলযাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে, বারাণসীর বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, শ্রী আশীষ জৈন, আজ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বারাণসীর কোচিং ডিপো পরিদর্শন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিনিয়র বিভাগীয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিঅ্যান্ডডব্লিউ), শ্রী অভিষেক রায়।পরিদর্শনকালে, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার কোচ অল্টারেশন ইনস্ট্রাকশনস (সিএআই)-এর হালনাগাদ এবং সেগুলি কতটা মানা হচ্ছে, তার একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন

পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মূল পরিকাঠামো ও সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগগুলি পর্যালোচনা করলেন

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ আজ (১৫.০৯.২০২৬) পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে ফেয়ারলি প্লেসে অবস্থিত পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক পরিচালনা করেন। বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি, মূলধনী ব্যয়ের ব্যবহার এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত নানাবিধ প্রশংসনীয় কাজ পর্যালোচনা করাই ছিল এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং এবং সমস্ত প্রধান বিভাগীয় প্রধানগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া হাওড়া, শিয়ালদহ, মালদা ও আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং লিলুয়া, কাঁচড়াপাড়া ও জামালপুর ওয়ার্কশপের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে বিভিন্ন ডিভিশনের পক্ষ থেকে বিগত সপ্তাহে সম্পন্ন হওয়া বিভিন্ন ভালো কাজ সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজারকে অবহিত করা হয়। এর মধ্যে রযেছে আসানসোল ডিভিশনে সিগন্যালিং সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য পরিচালনার সুবিধার্থে বিভিন্ন রিলে রুম, ইন্টারলকিং গেট এবং ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং হাটে টাইমার যুক্ত ওয়াল ফ্যান বসানো। এছাড়া আসানসোল ডিভিশনের অণ্ডালে ৪টি কম্পাউন্ড জয়েন্ট বর্জন করে ৬০ কেজি রেলের মাধ্যমে ডায়মন্ড ক্রসিং নবীকরণ, সীতারামপুরে ৪টি কম্পাউন্ড জয়েন্ট বর্জন করে ডাযমন্ড ক্রসিং নবীকরণ এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের বারাসাত ট্র্যাকশন সাব-স্টেশনে ৬৬০০ KVAR ক্যাপাসিটর ব্যাংক চালু করা ।

কালীঘাটে অভিষেকের

১- পাতার পর-আদানপ্রদান বা অন্য কোনও কার্যকলাপ হয়ে থাকলে সেটি কীভাবে এবং কোথায় ঘটত-সেই বিষয়গুলিও তাঁর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় বলে তদন্ত সূত্রে দাবি। তবে তদন্তকারীদের এই সমস্ত দাবি ও সুমিতের কথিত বয়ানের স্বাধীন সত্যতা এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি। মামলাটি তদন্তাধীন এবং অভিযোগগুলির চূড়ান্ত সত্যতা নির্ধারণ করবে তদন্ত ও পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া। তদন্তকারীদের আশা, সুমিতকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে তাঁর বয়ান ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে মিল খুঁজে বের করা গেলে তদন্তে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে আসতে পারে। বিশেষ করে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ এবং কথিত আর্থিক লেনদেনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে এ দিনের পুনর্নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কালীঘাটের বাড়িতে এই অভিযানকে তাই চলতি তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন তদন্তকারীরা।

NAME CHANGE

I, Rofilara Begum (Old Name) W/O–Md Mahirul Hoque residing at Vill-Rejinagar , PO & PS-Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Rofilara Begum to Rofila Begum and henceforth I shall be known as Rofila Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/09/2026 . My name Rofila Begum & Rofilara Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Mahirul Haque (Old Name) S/O–Md Sobedar Shaikh residing at Vill-Rejinagar , PO & PS-Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Mahirul Haque to Md Mahirul Haque and henceforth I shall be known as Md Mahirul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/09/2026 . My name Md Mahirul Haque & Mohammad Mahirul Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I , Hamidur Rahman Choudhury (Old Name) S/O–Mokhlesur Rahman Choudhuri resident of Vill-Meheruddin Munsitola , Po & Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732202 do hereby declared that I have changed my name from Hamidur Rahman Choudhury to Hamidur Rahman Chowdhury and henceforth I shall be known as Hamidur Rahman Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/ 09/ 2026. My name Hamidur Rahman Chowdhury & Hamidur Rahman Choudhury both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ishrat Chowdhury (Old Name) W/O–Hamidur Rahman Chowdhury resident of Vill-Meheruddin Munsitola , Po & Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732202 do hereby declared that I have changed my name from Ishrat Chowdhury to Ishrat Parveen and henceforth I shall be known as Ishrat Parveen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/ 09/ 2026. My name Ishrat Parveen & Ishrat Chowdhury both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sademan Seikh (Old Name) S/O–Gafur Seikh resident of Vill-Ikrol , Po-Suki, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742226 do hereby declared that I have changed my name from Sademan Seikh to Sademan Shaikh and henceforth I shall be known as Sademan Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/09/2026 . My name Sademan Shaikh & Sademan Seikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mamtaj Mondal (Old Name) D/O–Turaf Malita resident of Goruapota, Mamjoan, Taherpur, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741121 do hereby declared that I have changed my name from Mamtaj Mondal to Mamtaj Khatun Malita and henceforth I shall be known as Mamtaj Khatun Malita (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Behampore court dated on 11/09/2026. My name Mamtaj Khatun Malita & Mamtaj Mondal both are same and one identical person

NAME CHANGE

I , Jafar Molla, S/O- Janabali Mollah resident of Vill- Shimul Goria, P.O.-Begpur, P.S.-Kalna, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as JAFAR MOLLAH in all purpose vide Affidavit No.-2378 Dated 15/09/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Jafar Molla and Jafar Mollah both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Biswadeb Biswas (Old Name) S/O–Golok Biswas resident of Vill -khanjipur , Po-Gopalpur, Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Biswadeb Biswas to Bishwadeb Biswas and henceforth I shall be known as Bishwadeb Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/09/2026 . My name Bishwadeb Biswas & Biswadeb Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shreepal Kumar Jain (Old Name) S/O–Meghraj Khiwasara residing at Main Road , PO-Dhuliyan , PS-Samserganj , Dist-Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Shreepal Kumar Jain to Shreepal Kumar Khinwasara and henceforth I shall be known as Shreepal Kumar Khinwasara (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/09/2026 . My name Shreepal Kumar Khinwasara & Shreepal Kumar Jain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sohrab Molla (Old Name) S/o Akkas Molla Residing at Vill+P.o - Alampur, District - South 24 Parganas, Pin - 743318, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Sohrab Molla (Old Name) to Sohorab Molla (New Name) and henceforth I shall be known as Sohorab Molla (New Name) in all purpose, vide affidavit No. 10 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 15-09-2026. Sohorab Molla (New Name) and Sohrab Molla (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nosir Saikh (Old Name) S/O–Taiyab Saikh residing at Nahipur , PS-Islampur , Dist-Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Nosir Saikh to Nasir Saikh and henceforth I shall be known as Nasir Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 14/09/2026 . My name Nasir Saikh & Nosir Saikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ajmira Khatun, W/o-Jahangir Sk, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps-Jiaganj, Dist-Murshidabad 742302 West Bengal, I declare my daughter wrongly name is Jinia Khatun, I have changed my daughter name Jiniya Sultana (New name) I shall be known as Jiniya Sultana viedn affidavit no. 20AC 047247 before the Ld1st judicial magistrate at Berhampore on 17/07/2026 Jiniya Sultana & Jinia Khatun is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Daori Sarkar & Douri Sarkar (Old Name) S/O–Deben Sarkar residing at Kadubari , Gazole , Malda , West Bengal 732124 do hereby declared that I have changed my name from Daori Sarkar & Douri Sarkar to Dauri Sarkar and henceforth I shall be known as Dauri Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 15/09/2026 . My name Dauri Sarkar & Daori Sarkar & Douri Sarkar both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Dipankar Sarkar, S/O. Dilip Kumar Sarkar, Residing at Bhulki , P.S. Dinhata, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That my father's Full, Good and Correct name is Dilip Kumar Sarkar, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Indian Conductor,s Licence Card Vide No. WB63 2011CL81074, Wherein my father's name has been recorded as Dilip Sarkar. That Said Dilip Kumar Sarkar and Dilip Sarkar, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 20, Date . 15/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Md. Ajijul HaKim , S/O. Md. Chhulpad Rahaman, Residing at Bhelakopa Part- I, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar. Pin Code. 736156. That my father's Full, Good and Correct name is Md. Chhulpad Rahaman, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2013 0916029, Wherein my father's name has been recorded as Chhulpada Rahaman . That Said Md. Chhulpad Rahaman and Chhulpada Rahaman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.19, Date . 15/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Aparajita Patra (Nee Biswas) ,W/O Sougat Patra, Residing at Vinayak Bhawan,Flat-4C,4th Floor ,Noa Para Roy Para,Po-Hatiara,Ps –Eco Park,Kolkata-700157 West Bengal, India. do hereby declare that My Name Writen in Different Place as Aparajita Patra (Nee Biswas) , Aparajita Patra and Aparajita Patra Biswas all Refer to Me as same and one identical person and henceforth I'll be known as only Aparajita Patra (Nee Biswas) as declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore vide affidavit Dated 11/09/2026

নাম পরিবর্তন

আমি আব্দুল বাকি, বীরভূমের রামপুরহাট শহরের নতুন হাসপাতাল পাড়ায় আমার একটা ইউ এস জি সেন্টার রয়েছে। যার নাম জনসেবা স্ক্যান সেন্টার। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১২০২৪০০০৩৮৬. আমি বিশেষ কারণে ওই স্ক্যান সেন্টার বন্ধ করতে চাই। ০৯.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিকের ১৭২ নম্বর এফিডেভিট বলে বন্ধের কথা ঘোষণা করলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Gogal Let, W/O Raju Let, গ্রামঃ কানিসাইল, পোঃ বাউটিয়া, থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার SBI কিয়স্ক ব্যাংকে আধার কার্ডে আমার এবং স্বামীর নাম Pinki, W/O Raju লেখা রয়েছে। ০৮.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৬৭২০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Gogal Let, W/O Raju Let and Pinki, W/O Raju এক এবং অভিন্ন, ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Nabin Samaddar(Old Name) S/o Nimai Samaddar(old Name) resident of Vill. & P.O.-Sanekpur, P.S.-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas, PIN-743701 WB, do hereby declare that I have changed my & my father's name from Nabin Samaddar(Old Name) S/o Nimai Samaddar(old Name) to Nobin Samadder(new Name) S/o Nimai Chandra Samadder(new Name) and we will henceforth be known as Nobin Samadder(new Name) S/o Nimai Chandra Samadder(new Name) in all purpose, vide affidavit No 77 sworn before the notary public at Bongaon, North 24 Parganas on 14.09.2026. Nabin Samaddar(Old Name) S/o Nimai Samaddar(old Name) and Nobin Samadder(new Name) S/o Nimai Chandra Samadder(new Name) all are same and one identical persons.

NAME CHANGE

I, BABUR ALI MANDAL(Old Name) S/o MAJU MANDAL(old Name) resident of Vill-Paschim Malipota, P.O.-Nataberia, P.S.-Bagdah, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743297 WB, do hereby declare that I have changed my & my father's name from BABUR ALI MANDAL(Old Name) S/o MAJU MANDAL(old Name) to BABURALI MONDAL(New Name) S/o Maju Mondal(New Name) and henceforth we will be known as BABURALI MONDAL(New Name) S/o Maju Mondal(New Name) in all purpose, vide affidavit No 14494 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 11.09.2026. BABUR ALI MANDAL(Old Name) S/o MAJU MANDAL(old Name) and BABURALI MONDAL(New Name) S/o Maju Mondal(New Name) all are same and one identical persons.

NAME CHANGE

I, ALIREJA MULLICK alias ALI RAJAK MALLICK(Old Name) S/o Aynal Haque Mallick resident of Unsani Dakshin Para, P.O. Unsani, Dist.-Howrah, Pin-711302 WB, do hereby declare that I have changed my name from ALIREJA MULLICK alias ALI RAJAK MALLICK(Old Name) to ALIREJA MALLICK(New Name) and henceforth I shall be known as ALIREJA MALLICK(New Name) in all purpose, vide affidavit No 27697/26 sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st class at Howrah on 03.09.2026. ALI RAJAK MALLICK(Old Name) and ALIREJA MALLICK(New Name) both are same and one identical persons.

NAME CHANGE

I, MANJU KUMARI(Old Name) W/o Rahul Shaw resident of Dakshin Bamanghata, P.O.-Hadia, Dist - South 24 Parganas, Kolkata-700150 WB, do hereby declare that I have changed my name from MANJU KUMARI(Old Name) to MANJU SHAW(New Name) and henceforth I shall be known as MANJU SHAW(New Name) in all purpose, vide affidavit No. 19468 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Sealdah on 15.09.2026. MANJU KUMARI(Old Name) and MANJU SHAW(New Name) both are same and one identical persons.

NAME CHANGE

I, SUMATI MAITY(Old Name) D/o Darson Ram resident of 95/21, Kabi Sukanta Sarani, Kolkata-700085 WB, do hereby declare that I have changed my name from SUMATI MAITY(Old Name) to SUMATI DAS(New Name) and henceforth I shall be known as SUMATI DAS(New Name) in all purpose, vide affidavit No. 19083 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Alipore on 10.08.2026. MANJU KUMARI(Old Name) and MANJU SHAW(New Name) both are same and one identical persons.

উত্তরবঙ্গে প্রথম মা দুর্গার ১০০ কেজি সোনার সাজ!
শিলিগুড়ির পুজোয় স্বর্ণালঙ্কার ছেলেমেয়েদের গায়েও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সোনায় সেজে উঠবেন মা দুর্গা। সোনার গয়না পরে সাজবে তাঁর চার সন্তানও। উত্তরবঙ্গে এমন দৃশ্য আগে দেখা যায়নি। শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপুজোয় এবার দেবী দুর্গা-সহ কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে সাজানো হবে মোট ১০০ কেজি সোনার বিশেষ সাজে। পুজোর ৬৪তম বর্ষে এমনই নজরকাড়া আয়োজন করেছে সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটি। সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এবারের পুজোর বিশেষ আকর্ষণগুলি তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের দাবি, উত্তরবঙ্গে এই প্রথম এত বিপুল পরিমাণ সোনার অলঙ্কারে দেবী ও তাঁর চার সন্তানকে সাজানো হচ্ছে। প্রতি বছরই পুজোয় নতুন চমক দেওয়ার চেষ্টা করে সেন্ট্রাল কলোনি। এবার সেই চমক যে একেবারে অন্য মাত্রার, তা ১০০ কেজি সোনার সাজের পরিকল্পনাতেই স্পষ্ট। সেনকো গোল্ডের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে এই বিশেষ সোনার সাজ। সেই সাজেই সেজে উঠবেন দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। শুধু প্রতিমার সাজেই নয়, মণ্ডপ এবং আলোকসজ্জাতেও থাকছে বিশেষ আয়োজন। বালুরঘাটের এক বিখ্যাত শিল্পীর হাতে তৈরি হচ্ছে এবারের পুজোর মণ্ডপ। অন্যদিকে, চন্দননগরের শিল্পীদের তৈরি আলোকসজ্জায় সাজবে পুজো প্রাঙ্গণ। ফলে সোনার সাজের পাশাপাশি মণ্ডপ ও আলোতেও দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে চোখধাঁধানো চমক। এবার পুজোর ঠিকানাতেও এসেছে বদল। এতদিন যে মাঠে পুজোর আয়োজন হয়ে আসছিল, সেখানে রেলের তরফে ক্রিকেট মাঠ তৈরির কাজ চলছে। ফলে পুরনো জায়গা থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে, নিউ জলপাইগুড়ি থানা এবং নিউ জলপাইগুড়ি রেলের অফিসের লাগোয়া একটি মাঠে এবার পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। জায়গা বদলালেও আয়োজনের জৌলুসে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না পুজো কমিটি। বার ১০০ কেজি সোনার সাজ দেখতে এবার যে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হতে পারে, তা মাথায় রেখেই নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মণ্ডপের প্রায় আট ফুট আগে থেকেই ব্যারিকেড থাকবে। গোটা পুজো প্রাঙ্গণ থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে। একাধিক নিরাপত্তারক্ষী এবং বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে থাকবে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা। মণ্ডপের পিছন দিকেও পৃথক ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দর্শনার্থীদের নির্দিষ্ট লাইন মেনেই প্রতিমা দর্শন করতে হবে। ১০০ কেজি সোনার সাজের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি তো বটেই, গোটা উত্তরবঙ্গেই এই পুজোকে ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। পুজোর মরশুমে শিলিগুড়িতে আসা পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদেরও বড় অংশ সেন্ট্রাল কলোনির পুজোয় ভিড় করবেন বলে আশা উদ্যোক্তাদের। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। উদ্যোক্তাদের দাবি, আমন্ত্রিতদের অনেকের কাছ থেকেই ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। তবে এবারের পুজোর উদ্বোধন কে করবেন, তা এখনই জানাতে নারাজ ক্লাব কর্তৃপক্ষ। পুজোর প্রায় এক সপ্তাহ আগে উদ্বোধকের নাম ঘোষণা করা হবে। তৃতীয়ার দিন সন্ধ্যা ৬টায় হবে পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। সোনার সাজে দেবী দুর্গা ও তাঁর চার সন্তান, বালুরঘাটের শিল্পীর তৈরি মণ্ডপ, চন্দননগরের আলোকসজ্জা-তার সঙ্গে বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে কড়া নিরাপত্তা। সব মিলিয়ে ৬৪তম বর্ষে সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপুজো এবার শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৬/৪৬, তারিখ ১৪.০৯.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ১১২৬১৮১২, স্ক্রু কাপলিং অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৩,৫০,৫৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২)** ১৪২৬১১৮২, ইএলবি-র জন্য উপযুক্ত গিয়ার বক্স অ্যাসেম্বলি সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৯২,৫৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩)** ১৪২৬১০২৫, হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিন্ড, রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি) ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৫৩,৭০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪)** ১৪২৬১০৪১এ, রিলে এসিআই প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল কিউএনএ১ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৩০,১২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ: ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫)** ১৪২৬৫০৩১, স্পেসি. নং : আরডিএসও/এসপিএন/১৬৫/২০২৩ ভার্সন ৪.০ অনুযায়ী ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (আইপিএস) সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৫৬,৬১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৮.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ০৫২৬১০৪৪, অয়েল মেশিনারি জেনারেল পারপাস ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫,২৯,২০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৭)** ০৫২৬১০১১, পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ফিনিশিং গোল্ডেন ইয়েলো ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,০৩,৪০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮)** ১১২৬১০৬৫, ড্র গিয়ারের জন্য রাবার স্প্রিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,০৬,১৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৯.১০.২০২৬, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৯)** ১১২৬১৫৯৮, এফআরপি ডোর উইন্ডো গাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৪০,৩২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১০)** ০৫২৬১৩২১, এফএজি ডকুমেন্ট নং ইডিডিএফ৫৮৫০৬৩.জেডএল০০০ অনুযায়ী ডিই-র জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বিয়ারিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,০০,২৯০/-. **(১১)** ০৫২৬১০৪২, এয়ার কম্প্রেসর ১৫০আরআর-এর জন্য অয়েল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৪৯,৬৪০/-. **(১২)** ০৫৬২১০৩২, ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ৪৬০১-এর জন্য গিয়ার কেস অয়েল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৮৫,৬০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৩)** ০৭২৬১২৫৫এ, আরসিএফ-এর স্পেসি নং এমডিটিএস-০৭৫ রিভ-০৩ অনুযায়ী ১৬x১২৫০x৩০০০ মিমি মাপের সাউন্ড ইনসুলেটিং উড প্যানেল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, প্যাকিং নির্দেশ : পিআই০৪২ ভার. ১.০, ₹ ১,৩৯,০৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৪)** ১১২৬১১৩১এ, ট্র্যাকশন সেন্টার ইলাস্টিক জয়েন্ট, ₹ ১,০৩,০৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (১৫)** ১৪২৬১১৩৪, সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সল কাউন্টারের জন্য ইভেন্ট লগার কার্ড ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১৫,৬৪০/-. **(১৬)** ১১২৫১০৯৬এ, আউটার ডোর অ্যাসেম্বলি (এল.এইচ. ও আর.এইচ.), ₹ ২,২৫,৪৬০/-. **(১৭)** ১১২৬১৮২০, ইউআইসি ভেস্টিবিউল বেলোর জন্য ল্যাটারাল সাইড ফ্ল্যাঞ্জ (এল.এইচ. ও আর.এইচ.) ইত্যাদি, ₹ ৬,৮৯,৩৬০/-. **(১৮)** ২১২৬১০৪২, হ্যান্ড ব্রেক কেবল অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি, ₹ ৩,৮২,৬৮০/-. **(১৯)** ২১২৬১৩৯০, ইয়োক পিন সাপোর্ট ইত্যাদি, ₹ ৩,৩৮,০২০/-. **(২০)** ০৫২৬১২৮০, আইএস স্পেসি নং আইএস : ২৮৫/২০২১ টাইপ-১, গ্রেড-১, শেল্ফ লাইফ ১২-১৮ মাস অনুযায়ী সোপ লন্ড্রি বারের (মাপ : ৫০ x ৫০ x ৩৭০ মিমি আনুমানিক ও ন্যূনতম ওজন ৯০০ গ্রাম) প্রাপ্যতা, ₹ ১,৫০,০৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২১)** ১৪২৬১০২০, সিগন্যাল কন্ডিশনার কার্ড ইত্যাদি, ₹ ২,১২,৪০০/-. **(২২)** ১৪২৬১০০১, মাইক্রো কন্ট্রোলার লজিক কার্ড ইত্যাদি, ₹ ২,৪৬,৬২০/-. **(২৩)** ১৪২৬১০১৯, সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল টাইপ অ্যাক্সল কাউন্টারের জন্য মোডেম কার্ড ইত্যাদি, ₹ ২,০৬,৫০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (২৪)** ১১২৬১১৪০, অ্যাঙ্কর লিঙ্কের (টাইপ-এ) জন্য সাইলেন্ট ব্লক, ₹ ১,৯২,৪৩০/-. **(২৫)** ০৫২৬১০৩১, অ্যান্টিওয়্যার হাইড্রলিক অয়েল ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৬,৭৫,০৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৬)** ১০২৬২৩৪১, এসআর ও এসবি এসআর-এর জন্য প্রোসেসর কার্ড (এফএলজি প্রোসেসর) ইত্যাদি, ₹ ৮,০৯,৩৫০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৭)** ১২২৬_আইএসইজে_৬৯০২, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৬৯০২ অনুযায়ী উন্নত স্যুইচ এক্সপ্যানশন জয়েন্টের প্রাপ্যতার জন্য চালু চুক্তি, ₹ ১২,৭২,০৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৫.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৮)** ১২২৬১০৯৪, ৬.২ মিমি পুরু ৬০ কেজি ইউআইসি রেলের জন্য কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট (সিজিআরএসপি)-র জন্য ২ বছরের আরজিসি, ₹ ২০,০০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৯)** ১২২৬_এন্ড_কাট_এইচভিএন, বিভিন্ন এন্ড কাট কম্বিনেশন হাই ভিশস নাইলন (এইচভিএন ৬৬) ইনসুলেটিং লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি, ₹ ৫,৭৭,০৫০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৪.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩০)** ২২২৬১৬০৯, ইঞ্জ. দুর্ভ্যালুম্যাব ৫০০ মিগ্রা, আইটেম কোড নং. এম২৬১৯২৪, ক্র.নং ১১৭০, এআই/২০২৬-২৭, ₹ ৩,২৩,৪৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২১.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (৩১)** ২২২৬১৩৩৩, ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ব্যবহারের জন্য নিড্‌ল সহ ইঞ্জ. অ্যাফ্লিপারসেপ্ট ৪০ মিগ্রা/মিলি (উৎপাদনকারী সংস্থার রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সামগ্রী তালিকায় সামগ্রীটি উপলব্ধ থাকতে হবে) এআই ২০২৬-২৭, ₹ ৩,০৪,৭৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩২)** ১২২৬_মেটাললাইনার_৮৯৯৫, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৯৯৫ অনুযায়ী শার্প কার্ভের জন্য মেটাল লাইনার উৎপাদন ও সরবরাহের চালু চুক্তি, ₹ ১,২৩,৬৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.১০.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩৩)** ১২২৬_ইআরসি_জেক্লিপ_৮২৫৮, পিএসসি স্লিপারের উপর ফিস প্লেটেড জয়েন্ট/ইনসুলেটেড গ্লুড জয়েন্টের জন্য উচ্চ টো লোড সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ (ইআরসি) জে ক্লিপ, ₹ ১০,২৬,৬০০/-. **টেন্ডার মূল্য** : প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। **দ্রষ্টব্য** : উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-34/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Serampore Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites Short NIQ for the work of "Arrangement of decorative lighting at office buildings of Serampore Highway Sub-Division, PWD and Serampore Bridge Highway Sub-Division, P.W(Roads) Directorate under Serampore Electrical Sub-Division, P.W.Dte 17.09.2026 in connection with "Seva Sankalp Abhiyan". on Short NIQ NO.- **NIQ No.-10/Q/SESD of 2026-27.** Bid submission start date: **16/09/2026 from 10:00 A.M.** Bid submission closing date: **17/09/2026 upto 12.30 P.M.** Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Assistant Engineer, P.W.Dte.**
Serampore Electrical Sub-Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Serampore Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites Short NIQ for the work of "Arrangement of decorative lighting at office buildings of Serampore Sub-Division, P.W.Dte under Serampore Electrical Sub-Division, P.W.Dte on 17.09.2026 in connection with "Seva Sankalp Abhiyan". Short NIQ NO.- **NIQ No.-09/Q/SESD of 2026-27.**Bid submission start date: **16/09/2026 from 10:00 A.M.** Bid submission closing date: **17/09/2026 upto 12.30 P.M.** Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Assistant Engineer, P.W.Dte.**
Serampore Electrical Sub-Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Serampore Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites NIQ for the work of Hiring of vehicle Inspection (Luxury/commercial Diesel Car) on daily hire basis for the use of the Assistant Engineer, Serampore Electrical Sub-Division, P.W.Dte. for 06(Six) months i.e., 01/10/2026 to 31/03/2027". NIQ NO.- **NIQ No.-08/Q/SESD of 2026-27.** Bid submission start date: **17/09/2026 from 10:00 A.M.** Bid submission closing date: **23/09/2026 upto 02:00 P.M.** Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Assistant Engineer, P.W.Dte.**
Serampore Electrical Sub-Division

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 315 **Tender Notice Date: 15/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 315/9/2026-2027 dated 15/09/2026** under South Durn Dum Municipality. For details log on to **w.w.w.wbtenders.gov.in**./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/09/2026.2.00 pm)
Last date of E-Submission: 1/10/2026
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

Banglar Dairy Limited
(A Government of West Bengal Organization)

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the Managing Director, Banglar Dairy Limited, LB-2, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 for the following:

Sl. No.	Description of Items / Works	Bid submission Starts on	Bid submission Closes on
1.	Selection of agency for engagement of Listed Contractual Workers (Unskilled, Semi-skilled, Skilled) at Dankuni Dairy Plant under Banglar Dairy Limited	17.09.2026	10.10.2026
2.	Selection of professional agency for outsourcing of accounting and finance support services at Banglar Dairy Limited	17.09.2026	05.10.2026

The detailed e-NIT may be obtained from the e-Tender portal : **https://www.wbtenders.gov.in/**

Sd/-
Managing Director, Banglar Dairy Limited

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ S/18/2026-27; তারিখঃ 11/09/2026। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৪০/২৬/০৪০২এ/ওটি/১২৪/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৯-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সীল করা রক্ষনাবেক্ষন মুক্ত বেটারী, ভিআরএলএ, ১২০ এএইচ ইন্টার সেল এবং পরিসমাপ্তি সেল কানেকটর সহ (৬ ভোল্ট এর ১৯ মনোব্লক বেটারী যুক্ত একটি সেট), আরডিএসও-এর স্পেসিফিকেশন নং.- আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০০৯-২০১৪ (আরইভি-২) অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ আইটেমঃ ২৪০০০৪৮, ১২০ এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৩০০ সেট। (ii) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২৩০ সেট।(iii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১০ সেট। (iv) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৮ সেট। পি. এল. নং. - ৪৫১৭০৩৫৬।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫২৪৩সি/ওটি/১২৫/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৫-১০-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ জিরো টিওই লোড ফাস্টিং সিস্টেম (জেডটিএলএফ)ঃ ইনস্যুলেটেড জেডটিএলএফ ৬০ কেজি রেল ওভার এইচ-বিম-স্লীপার-গার্ডার ব্রীজের ওপরের (বিজি) জন্য। ইআরসি ব্যতীত সম্পূর্ণ ফিটিং (ট্রেক সার্কুলেটেডে অঞ্চলের জন্য) (স্পেসিফিকেশন, ড্রয়িং এবং আইটেমের বিস্তারিত সেট ডকুমেন্টে উল্লেখিত হিসাবে প্রযোজ্য) ডিআরজিঃ (আরডিএসও) আরডিএসও/টি-৯৭৭৯ টু আরডিএসও/টি- ৯৭৮৯ এএলটি এনআইএল স্পেসিফিকেশনঃ (আরডিএসও) এসপিইসিএস জেডটিএলএফ সিস্টেমের জন্য, (আরডিএসও) টি-৫৫-২০২৫ সংস্করণ-০১-সেট-ডিওসিঃ আরটি- ৯৭৭৯ টু আরটি-৯৭৮৯-এর জন্য সেট ডকুমেন্ট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ আইটেমঃ ৩১০০৫১৫, জিরো টো লোড ফাস্টিং (জেডটিএলএফ) সিস্টেম] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ২০০০ সেট। পি. এল. নং. - ৬০১১১৪৫৮০০৩।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৫০/২৬/৫১৭৮/ওটি/১২৬/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৫-১১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ (১) আরডিএসও স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএসঃ টিসি ৩০/২০২৫ (ভিইআর-১) সংশোধিত-৫ সহ অথবা সর্বশেষ হিসাবে ৬ কোটেড কেবল কপার কন্ডাক্টর পলিথিন ইনস্যুলেটেড এলুমিনিয়াম স্ক্রীন্ড ০.৯ এমএম ডায়া আর্মর্ড আন্ডারগ্রাউন্ড জেলি ফিল্ড কেবল-এর যোগান। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [ইউভিএএম আইটেম রেফ. (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৪৭-এসঅ্যান্ডটি ইনস্টলেশনস-এর জন্য কোয়াড ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৪৭০০১-সিগন্যালিং ও টেলিকম ইনস্টলেশনস-এর জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে জেলি-ফিল্ড টেলিকম কোয়াড ক্যাবল)। পরিমাণ- এসএসই/টিইএলই/ বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৬.০০ কিলোমিটার। পি. এল. নং. - ৪০০৭১৪৩৬০০১০। (২) আরডিএসও স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএসঃ টিসি ৩০/২০২৫ (ভিইআর-১) সংশোধিত-৫ সহ অথবা সর্বশেষ হিসাবে ৬ কোটেড কেবল কপার কন্ডাক্টর পলিথিন ইনস্যুলেটেড এলুমিনিয়াম স্ক্রীন্ড ০.৯ এমএম ডায়া আর্মর্ড আন্ডারগ্রাউন্ড জেলি ফিল্ড কেবল-এর যোগান। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [ইউভিএএম আইটেম রেফ. (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৪৭-এসঅ্যান্ডটি ইনস্টলেশনস-এর জন্য কোয়াড ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৪৭০০১- সিগন্যালিং ও টেলিকম ইনস্টলেশনস-এর জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে জেলি-ফিল্ড টেলিকম কোয়াড ক্যাবল)। পরিমাণ- এসএসই/টিইএলই/ লামডিং, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৬০.০০ কিলোমিটার। পি. এল. নং. - ৫৩৯৮০০১৮১০০৮।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৬১/২৬/৫২৭৬/ওটি/১২৭/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৯-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ৬০ কেজি ইউআইসি রেল ৬.২ এমএম ঘনত্ব সহ-এর জন্য কম্পোজিট গ্রোভড রাবার সোল প্লেট (সিজিআরএসপি)। ড্রয়িংঃ (আরডিএসও) আরডিএসও/টি-৬৬১৮, স্পেসিফিকেশনঃ-(আরডিএসও) টি-৫৫-২০২৫, সংস্করণ- ০১। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ রাইটস নন-টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ এনএ, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেল প্যাডস সাব আইটেমঃ সিজিআরএসপি] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৫০০০০০ টি। পি. এল. নং. - ৬০১১০০৮৯০০১।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. ১০/২৬/৩৭৯৮/ওটি/১২৮/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-১০-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ এলিমেন্ট ফিল্টার এবং ডিএলডব্লিউ পার্ট নং. ১৭৪৫২১৬৮ টু ইএমডি পার্ট নং. ৮৪৭০৯০৩, এমপি.টিপি-৫০, আরইভি-০.০১, জুলাই ২০২৩। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ আইটেমঃ ২২০১০৭০, ইএমডি লোকোমোটিভের জন্য এলিমেন্ট ফিল্টার] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জং. ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১৩৫০টি। (ii) এনজিসি ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ৬০৯টি। পি. এল. নং. - ১৭৪৫২১৬৮।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫৪৮৩এ/ওটি/১২৯/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-১০-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টি-৮৭৪৬ রেল ৬০ কেজি (ইউআইসি/৬০ই১ এবং ৫২ কেজির জন্য উপযুক্ত ওয়াইডার পিএসসি স্লীপার সহ ব্যবহারের জন্য ১০এমএম স্থ কম্পোজিট গ্রোভড রাবার সোল প্লেট (সিজিআরএসপি) ড্রয়িংঃ (আরডিএসও) আরডিএসও/টি-৮৭৪৭ অল্ট- ১, স্পেসিফিকেশনঃ (আরডিএসও) টি- ৫৫-২০২৫ সংস্করণ-০১। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ রাইটস নন-টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ এনএ, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেল প্যাডস সাব আইটেমঃ সিজিআরএসপি] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ টিডি/বঙাইগাঁও, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৫০০০০০ টি। পি. এল. নং. - ৬০১১০০৮৯০০২।

ক্র.নং. ৭। টেন্ডার নং. ৬১/২৬/০১০৩আরসি/ওটি/১৩০/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৫-১০-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ টিডব্লিউএসইজে (সংগঠিত) ঘন ওয়েব স্যুইচ বর্ধিতকরন জয়েন্ট (টিডব্লিউএসইজে) প্রত্যেকদিকে চলাচলে অনুমোদন যোগ্য ১০০ এমএম পর্যন্ত) আরডিএসও/টি-৮৮২২, অল্ট.০৪ এলডব্লিউআর বি.জি'র জন্য (১৬৭৩ এমএম), ৬০ই১ রেল পিএসসি স্লীপারের উপর, স্লীপার ব্যতীত সমস্ত ফিটিং সহ এবং এনসিআরজিআরএসপি (ড্রয়িং এবং আইটেমের বিস্তারিত সেট ডকুমেন্টে উল্লেখিত হিসাবে প্রযোজ্য) আরডিএসও স্পেসিফিকেশন আইআরএস/টি-১০-২০২৫ হিসাবে ১ বছরের রেট চুক্তি। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [কোয়ান্টিটি টলারেন্স (+/-)ঃ ৫%, আইটেম ক্যাটাগরিঃ সাধারণ, অনুমোদিত মোট পিও মূল্যের ভেরিয়েশন ঃ সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ] [সরবরাহের হার মাসে ৮২ ইউনিট, শুরু করার জন্য অনুমোদিত সময় - ১ দিন] ইউভিএএম আইটেম রেফ. (আইটেম আইডিঃ ৩১০০৫৮২- থিক ওয়েব সুইচেচ, থিক ওয়েব এসইজে এবং এন্ড ফোর্জিং, সাব আইটেম আইডিঃ ৩১০০৫৮২০০২- থিক ওয়েব এসইজে)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ টিডি/বঙাইগাঁও, -এর জন্য ৯৭৮.০০ সেট, টেন্ডারের শর্ত অনুসারে। পি. এল. নং. - ৬০০৬০২৪৪০০২।

ক্র.নং. ৮। টেন্ডার নং. ৩০/২৬/১১৬৩/ওটি/১৩১/২০২৬-২৭;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ফুট রেস্ট/ স্টেপ সম্পূর্ণ আরসিএফ মাউন্টিং, ড্রয়িং নং.-এলডব্লিউ৪১১০৬, অল্ট-বি, সর্বশেষ পর্যায়ক্রম। মেনুফেকচারিং স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ সংস্করণ এবং সংশোধন সহ ড্রয়িং অনুসারে। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০] [ইউভিএএম লিঙ্কিং ঃ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১৬১৫টি। (ii) পরিমাণ- পিএনও জিএসডি, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১০৩৯ টি। (iii) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৯৯ টি। (iv) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৮৫ টি। (v) নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (আসাম)-এর জন্য ১০৫৯ টি। পি. এল. নং. - ৩৩৬৮০৭৩৫।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Connectivity during the programme to be attended by VVIP in Connection with the Indian Army Recruitment Rally at Kishore Bharati Krirangan, Jadavpur from 19.09.2026 to 29.09.2026 (Main Feed)" **[Job No. KIT/RW/183 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-100/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **18.09.2026 up to 03.00 PM.**
2. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Connectivity during the programme to be attended by VVIP in Connection with the Indian Army Recruitment Rally at Kishore Bharati Krirangan, Jadavpur from 19.09.2026 to 29.09.2026 (Backup Feed)" **[Job No. KIT/RW/184 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-101/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **18.09.2026 up to 03.00 PM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD**
Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এলএইচবি-আরএমপিইউ_২৬-২৮, তারিখ ১১.০৯.২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো.-কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম এবং স্থান** : ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে একটি ওয়ার্কস চুক্তির মাধ্যমে ক্যারেজ কমপ্লেক্সে বাইরের সংস্থা দ্বারা ২ বছরের মধ্যে ৩৯২টি কোচের (৭৮৪টি আরএমপিইউ অর্থাৎ কোচ প্রতি ২টি করে) এফআরপি ট্রাফ-এর পরিবর্তে আরএমপিইউ-এর নিচে এসএস মেটাল ট্রাফের ব্যবস্থা করা। **কাজের আনুমানিক মূল্য** : ৪,৮৯,১১,০১৯.৯২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে** : ৯,৭৮,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য** : **শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ** : ২ বছর। **টেন্ডারের বৈধতা** : ৭২ দিন। **অফার জমার মেয়াদ** : ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোর আগে ১৫ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** : ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টের পর যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে** : টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট ভারতীয় রেলের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে **১১.০৯.২০২৬ থেকে ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত** পাওয়া যাবে। (MISC-184/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১** (নোটিস)/৭৮০ (পূর্বের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৭৭৬ ও ৭৭৭), **তারিখ : ১১.০৯.২০২৬।** উক্ত টেন্ডারের **বন্ধের তারিখ ও সময়** ১৪.০৯.২০২৬ ও ১৫.০৯.২০২৬ তারিখের পরিবর্তে **"৩০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে"** পড়তে হবে। উক্ত টেন্ডারের অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (HWH-334/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিস)/৭৮১, তারিখ : ১১.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৮৩। কাজের নাম:** এইএন/কেডব্লুএই-র অধিকারক্ষেত্রের আওতায় অগ্রদ্বীপ, সাহেবতলা, দাঁইহাট, কাটোয়া, নবগ্রাম, কাঁকুড়হাটি, শিবলুন, গঙ্গাটিকুরী, ঝামতপুর বহরণ, সালার, মালিহাটি, তালিবপুর রোড, টেনিয়া, শ্রীপত শ্রীখণ্ড, শ্রীখণ্ড, বাঁকাপাসি, কইচর, নেগুন ও সাওতা স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২৭,৯৭,২৮৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৫৬,০০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৮৪। কাজের নাম:** এইএন/আরপিএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের আওতায় তারাপীঠ রোড, রামপুরহাট জং., স্বাধীনপুর, নলহাটি, চাতরা, মুরারই, বাঁশলই ব্রিজ, রাজগ্রাম, নগরনবী, পাকুড়, তিলভিটা, কোটালপুকুর, গুমানি, আদলপাহাড়ি, পিনারগড়িয়া, হরিণসিং, শিকারীপাড়া, বরমসিয়া ও কুরভা স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩১,২৫,৬৩৯ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৬২,৫০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৭১২। কাজের নাম:** এক বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা '২০২৬ এবং অন্যান্য বিবিধ উপলক্ষ্যে হাওড়া স্টেশন, ফেয়ারলি প্লেসের সদর দপ্তর বিল্ডিং, চন্দননগরে অস্থায়ী আলোকিতকরণ। **টেন্ডার মূল্য:** ২৬,৩৯,৮০৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৫২,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১৮০ দিন (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) এবং ১ বছর (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-333/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 512/PWD/ROAD/BMC, (2nd Call), Dated : 15/09/2026
(ii) NIT No. 513/PWD/ROAD/BMC, (2nd Call), Dated : 15/09/2026

e-Tender has been invited for Repairing and Upgradation of bituminous road at different locations Under BMC.
For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1042269_1 (ii) 2026_MAD_1042270_1]** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board.
Last Date of Bid Submission : (i) 06/10/2026 upto 3.00 p.m. (ii) 01/10/2026 upto 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কৌশিক নস্কর, পিতা- কাশিনাথ নস্কর, সাং- ভান্ডারদহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা হাওড়া ৭১১৪০৫। বিগত ইংরাজী ২০১৪ সালে এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV- ০৪৩৭/২০১৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা নমিতা ব্যানাজী এর পক্ষে তুহিন ব্যানাজী বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ডোমজুড় থানার অন্তর্গত, মৌজা - দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, জে.এল. ১৫, এল.আর. ৭০৫ নং খতিয়ান, আর.এস. ৬৬২এল.আর. ৬৬৭ নং দাগে ২০ শতক সম্পত্তি, এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২১.০৩.২০১৬ তারিখে ১১৬৯/১৬নং ও ১২.১২.২০২৩ তারিখে ৫৫৯০/২৩নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা প্রনব কুমার নন্দী দীগর ও অপিতা ব্যানাজী ইহাদেরকে বিক্রয় করিয়াছেন। তৎপর এনাদের থেকে ১৮.০৩.২০২৫ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ সাব রেঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৩২৩/২৪নং ও ১৩২৪/২৪নং দলিল দ্বারা খরিদ করিয়া নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন জানিয়েছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও ডোমজুড় অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হইবে।

গৌরি ঘোষ (অ্যাডভোকেট)
হাওড়া জজেস কোর্ট

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১. মিঠুন দত্ত, পিতা- তপন দত্ত, সাকিন ও পোস্ট- মোহিত নগর, জেলা- জলপাইগুড়ি
২. উমেশ কুমার মাহাতো, পিতা- মহীপথ মাহাতো, সাকিন- শিল্পসমিতিপাড়া, জেলা- জলপাইগুড়ি
আমোক্তারনামা দাতাঃ
১. স্মিতা ঘোষ দাস, স্বামী- সুরজিৎ ঘোষ
২. শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পিতা- মৃত প্রভাস চন্দ্র চক্রবর্তী
ঠিকানাঃ ১. সাকিন ও পোস্ট- মোহিত নগর, জেলা- জলপাইগুড়ি
২. সাকিন- উত্তর রায়কত পাড়া, জেলা- জলপাইগুড়ি
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ১. I-74, Date: 21/06/2013
২. I-89, Date: 06/08/2014
নামজারি কেস নংঃ ১. MN/2026/0702/7312,
২. MN/2026/0702/7422
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তফসিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
১. মৌজা- খড়িয়া সিট ১, এল.আর. খতিয়ান নং.- ১৭৯, ৮৫০, এল.আর. দাগ নং.-৪৪৯, ৪৫০। ২. মৌজা- খড়িয়া সিট ১২, এল.আর. খতিয়ান নং.- ৬৮০, ৩১৩০, ৩১৩১, এল.আর. দাগ নং.-৫৪২
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ ১. মিঠুন দত্ত, পিতা- মৃত তপন দত্ত, সাকিন ও পোস্ট- মোহিত নগর, জেলা- জলপাইগুড়ি। ২. উমেশ কুমার মাহাতো, পিতা- মহীপথ মাহাতো, সাকিন- শিল্পসমিতিপাড়া, জেলা- জলপাইগুড়ি
পিতা- ১. মৃত তপন দত্ত। ২. মহীপথ মাহাতো
ঠিকানাঃ ১. সাকিন ও পোস্ট- মোহিত নগর, জেলা- জলপাইগুড়ি। ২. সাকিন- শিল্পসমিতিপাড়া, জেলা- জলপাইগুড়ি

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTGV/116/26-27/DBR1 (1st Call)
Name of the work: **"Repairing and renovation work of street lighting system at Sarada Pally Bustee, Macha Bustee and others Bustee areas in Ward No.-116".** Estimated amount: **₹ 2,48,676.62.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTGV/116/26-27/DR2 (1st Call)
Name of the work: **"Repairing and renovation work of street lighting system at Roy Bahadur Road Goli, Chanditala Branch Road, Adarsha Pally and others surrounding areas in Ward No.-116".** Estimated amount: **₹ 2,76,938.87.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/DBR1 (1st Call)
Name of the work: **"Repairing and renovation work of street lighting system at Sahab Mahal Bustee, Goborjuri Bustee and others Bustee areas in Ward No.-117".** Estimated amount: **₹ 2,46,654.12.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTGV/117/26-27/DR2 (1st Call)
Name of the work: **"Repairing and renovation work of street lighting system at Jyotish Roy Road, Kailash Pandit Lane, Canel Road and others surrounding areas in Ward No.-117".** Estimated amount: **₹ 2,93,290.26.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTGV/120/26-27/RE (1st Call)
Name of the work: **"Repairing and renovation of existing street lighting system at Indrajit Pally Uttaran, Nalapukur Uttaran and others Uttaran areas in Ward No.-120".** Estimated amount: **₹ 2,15,496.21.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **40 days.**

(6) NIT No. : LTGV/119/26-27/ACM1 (1st Call)
Name of the work: **"Annual maintenance of air conditioning machines of Assessment Collection (S.S. Unit) Office at Taratala under Ward No.-119".** Estimated amount: **₹ 1,35,940.95.** Earnest money: **₹ 2,800.00.** Period of completion: **365 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTGV/130/26-27/REP/SSH (1st Call)
Name of the work: **"Urgent repairing and renovation of indoor and outdoor lighting system at Sarat Sadan Hall in Ward No.-130 under BR-XIV".** Estimated amount: **₹ 4,79,827.65.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/SI/2 (2nd Call)
Name of the work: **"Supply and delivery of LED street light fittings for Ward No.-119 under BR-XIII".** Estimated amount: **₹ 3,97,426.71.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/LTGV/119/26-27/IMP/2 (2nd Call)
Name of the work: **"Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at Sahapur, Shil Thakurbari Road and other areas in Ward No.-119 under BR-XIII".** Estimated amount: **₹ 3,97,777.53.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date & time for submission of bid: **26.09.2026 (4 PM) (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on & from **15.09.2026 (4 PM)** from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following work:
NIT No. : LTG/93/WD-29/BR-III/Z-I/26-27
Name of the work: **Improvement of illumination by installing LED light fittings and allied electrical works at 55, Sastitala, 3, Patuapara Lane Uttarans & other Uttarans in Ward No.-29 under BR-III.** Estimated amount: **₹ 1,89,552.94.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **26.09.2026 (1 PM).** The bid forms and other details are available on & from **16.09.2026 (5 PM)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. - IX/080/006/2026-2027 published in this Newspaper on **04.09.2026** (Key No. 443/26-27) of **Engineering (Civil), Br-IX Department** (For Sl. No. 2). Last date and time of submission of bid will be read as **19.09.2026 - 12 Noon** instead of 12.09.2026 - 12 Noon. Tender will be opened of read as **21.09.2026 - 12 Noon** instead of 14.09.2026 - 12 Noon. Other terms and condition remain unchanged. (507/26-27)

ভারত সবুজ সংকেত দিলেও আদৌ আসবে পাকিস্তান?

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মাটিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তানের হকি খেলা নিয়ে ফের সংশয়। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান পাক দলের আসার কথা নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের প্রধান মহিউদ্দিন আহমেদ ওয়ানি স্পষ্ট জানালেন, পড়শি মুলুকে যাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে পাক সরকারের অনুমতির উপর। পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক ‘ডন’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়ানি একইসঙ্গে সে দেশের আন্তঃপ্রাদেশিক সমন্বয় মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় সচিব। তিনি জানিয়েছেন, জাতীয় দলের অংশগ্রহণের বিষয়ে সরকার যে নির্দেশ দেবে, বোর্ড সেটাই মেনে চলবে। তাঁর কথায়, ‘‘পাকিস্তান দলের সফর নির্ভর করছে সরকারি ছাড়পত্রের উপর। সরকার আমাদের যা করতে বলবে, আমরা সেটাই করব।’’ অর্থাৎ, ভারতের ভিসা বা প্রশাসনিক সবুজ সংকেত থাকলেও পাক দল ভারতে আসবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল না। সোমবারই পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান জানিয়ে দেন, আগামী মাসে টুর্নামেন্ট খেলতে পাকিস্তান ভারতে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান ক্রীড়ানীতি অনুযায়ী, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ সম্ভব নয়। তবে বহুজাতিক টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে আইনি কোনও বাধা নেই। গত ৫ মে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের জারি করা একটি নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল, এ দেশে আয়োজিত বহুজাতিক ইভেন্টে পাকিস্তানের খেলোয়াড় ও দল অংশ নিতে পারবে। অ্যাথলিট ও কর্তাদের ভিসার বিষয়েও সদর্থক পদক্ষেপের কথা জানানো হয়। ২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর জলন্ধর ও মোহালিতে বসছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। মূল পর্বে খেলবে আয়োজক ভারত, পাকিস্তান, চিন, জাপান, মালয়েশিয়া এবং কোরিয়া। কোনও দেশ নাম প্রত্যাহার করলে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে ওমান এবং বাংলাদেশকে। জলন্ধরে ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে লিগ পর্যায়ের ম্যাচ। আর ১ নভেম্বর পঞ্জাব দিবসের দিনেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা। এই ম্যাচ নিয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘‘১ নভেম্বরের ভারত-পাক ম্যাচ এই টুর্নামেন্টের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে। দিনটি পঞ্জাব দিবস হওয়ায় মানুষের কাছে এর তাৎপর্য আরও বেশি। হকি মাঠে দুই দেশের রেষারেষি থাকলেও, খেলার একটা নিজস্ব ভাষা আছে।’’ ৪ এবং ৫ নভেম্বর মোহালিতে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক টানাপড়েনের জেরে দুই দেশের ক্রীড়া সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই তলানিতে। গত বছর দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণ দেখিয়ে তামিলনাড়ুতে আয়োজিত জুনিয়র বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল পাকিস্তান।

বিসিসিআই সচিবের আশ্বাস

‘খুব তাড়াতাড়ি দু’টি এশিয়া কাপই ভারতে ফেরাব’

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৫ সালে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দল। তবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল প্রধান ও পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভির থেকে ট্রফি নেননি সূর্যকুমার যাদবরা। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও সেই ট্রফি হাতে পায়নি টিম ইন্ডিয়া। সম্প্রতি মহিলাদের এশিয়া কাপেও সেই পথে হেঁটেছেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানারা। তবে এ বার ট্রফি না নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন নকভি। কবে এই ট্রফি হাতে পাবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা? এই নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুললেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। জানালেন, খুব শীঘ্রই দুই ট্রফি দেশে ফেরাবেন তিনি। এনডিটিভি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সইকিয়া জানান, মহিলাদের এশিয়া কাপের ফাইনালের আগেই এসিসি-কে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিল বিসিসিআই। সইকিয়া বলেছিলেন, পুরুষদের দলের ক্ষেত্রে যে ভাবে নকভির হাত থেকে ট্রফি নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, মহিলা দলের ক্ষেত্রেও সেটা হলে ভারতীয় দল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকবে না। কিন্তু এসিসি নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকা বিকল্প না পেয়ে আর ট্রফি নিতে যাননি হরমনপ্রীত-স্মৃতিরা। পহেলগাম হামলায় নিহত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানালেন সইকিয়া। বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নিয়ে বিকল্প প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। সইকিয়া জানান, এসিসি-র প্রেসিডেন্ট অথবা ভাইস চেয়ারম্যানকে দিয়ে ট্রফি দেওয়ার কথা বলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তিনি বলেন, ‘‘আমরা এটাও অনুরোধ করেছিলাম এসিসি-র ডেপুটি চেয়ারম্যান খালিদ সাহেব ট্রফি দিলেও ভারতীয় দল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকত। কিন্তু সেই প্রস্তাব মেনে নেননি ওঁরা।’’ সইকিয়া আরও জানিয়েছেন, পুরুষ ও মহিলা- দুই এশিয়া কাপের ট্রফিই শীঘ্র ভারতে আসবে। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা নিশ্চিত করতে পারি, শুধু মহিলা এশিয়া কাপের ট্রফিই নয়, খুব শীঘ্রই পুরুষদের এশিয়া কাপের ট্রফিও ভারতে আসবে।’’ এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কবে ট্রফি হাতে পান স্মৃতি মান্ধানা, সূর্যকুমার যাদবরা।

সৌরভ-সচিনদের হাতে থাকুক ভারতীয় ক্রিকেটের রিমোট কন্ট্রোল!

বোর্ডকে বড় প্রস্তাব গাভাসকরের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটের খোলনলচে বদলাতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন কিংবদন্তিদের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। ঠিক এই নিয়েই এবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে বড় বার্তা দিলেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর। তাঁর স্পষ্ট দাবি, বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সচিন তেন্ডুলকর এবং রাহুল দ্রাবিড়দের মতো অভিজ্ঞদের কাজে লাগানো হোক। ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিকাঠামোগত ত্রুটি ঢাকতে ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরিতে এটাই একমাত্র পথ। সম্প্রতি দলীপ ট্রফি ফাইনালে ঈশান কিষাণের নেতৃত্বাধীন ইস্ট জোন প্রথম ইনিংসের লিডের উপর ভর করে খেতাব জেতে। ম্যাচ জেতার বদলে লিড নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার এই মানসিকতা একেবারেই পছন্দ হয়নি তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী তারকার। ঘরোয়া ক্রিকেটের এই ‘ত্রুটিপূর্ণ’ নিয়ম গত কয়েক মরসুম ধরেই সমালোচিত হচ্ছে। গাভাসকরের মতে, এবার আইন বদলের সময় এসেছে। আর সে কাজে সিএসি-র জোরালো আওয়াজ তোলা উচিত। ২০২২ সালে অশোক মালহোত্রা, যতীন পরাঞ্জপে এবং সুলক্ষণা নায়েককে নিয়ে তিন সদস্যের সিএসি গড়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই কমিটির অস্তিত্ব আছে কি না, তা নিয়ে স্পষ্ট উত্তর কারও কাছে নেই। এতদিন তাদের মূল কাজ ছিল জাতীয় দলের কোচ ও নির্বাচকদের বেছে নেওয়া। গাভাসকর চান, এই কমিটির কাজের পরিধি অবিলম্বে বাড়ানো হোক। মিড-ডে পত্রিকায় নিজের কলামে কিংবদন্তি ওপেনার লিখেছেন, ‘আজকাল বিসিসিআইয়ের অন্দরে নির্বাচক কমিটি আর সিএসি ছাড়া আর

কোনও কমিটি নেই। এবার বোধহয় সময় এসেছে সিএসি-র পরিধি বাড়ানোর। আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি থেকে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেটের যাবতীয় বিষয় এদের নজরে থাকা উচিত। এমন প্রচুর অভিজ্ঞ প্রাক্তন ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁদের দক্ষতা এই কমিটিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।’ গাভাসকরের স্পষ্ট জবাব, ‘সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলে, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ-এই নামগুলো নিয়ে ভাবা হোক না! পাশাপাশি বোর্ডের সভাপতি ও সচিবও এই কমিটিতে থাকবেন।’ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের কেবল আর্থিক নয়, ক্রিকেটীয় কাঠামোগত পেশাদারিত্বও বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। ১৯৮৫ সালের বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপজয়ী অধিনায়কের মতে, দ্রাবিড় বা সচিনের মতো ব্যক্তিত্বরা যখন জাতীয় দলের হেডকোচ বা জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধানের সঙ্গে কথা বলবেন, তখন তার ‘ওজন’ই হবে আলাদা। শুধু পুরুষ ক্রিকেট নয়, মহিলা ক্রিকেটের জন্যও এমন একটি শক্তিশালী কমিটি গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। গাভাসকরের কথায়, ‘এই কমিটির সঙ্গে যখন জাতীয় কোচ, অধিনায়ক বা এনসিএ প্রধানের বৈঠক হবে, তখন তার গুরুত্ব অপরিসীম। মহিলা ক্রিকেটের জন্যও এমন একটা কমিটি দরকার, যেখানে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার নিখুঁত মিশেল ঘটবে। যা ভারতীয় ক্রিকেটকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।’ সবশেষে একরাশ আক্ষেপ আর প্রত্যাশা মিশিয়ে গাভাসকর লিখেছেন, ‘শুধু এই ব্যাপারটা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। এটা কি আদৌ কোনও দিন বাস্তবে পরিণত হবে, নাকি শুধুই একটা স্বপ্ন হয়ে থেকে যাবে?’ দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে প্রাক্তনদের যথাযথ ব্যবহারের এই দাবি এখন নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে ময়দানে।

এবার দুই গোল খেয়ে পাঁচ গোল দিল ইন্টার মিলান

ম্যাচের বয়স তখন মোটে ১৬ মিনিট। ইন্টার মিলান ততক্ষণে দুই গোল হজম করে ফেলেছে। এবার নাটকীয় জয় নয়, জোড়া ধাক্কায় জেগে ওঠার পর গোলের স্রোতই বইয়ে দিল ইতালিন চ্যাম্পিয়নরা।

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সেরি আ-তে সোমবার উদিনেজেকে ৫-৩ গোলে হারায় ইন্টার মিলান। ইন্টারের মাঠে ম্যাচের নবম ও ষোড়শ মিনিটে গোল করে উদিনেজে। ইন্টারের জবাব আসতেও সময় লাগেনি। ২৬তম মিনিটে গোল করেন কার্লোস আউগুস্তো, ৩৫তম মিনিটে নিকোলো বারেল্লা। প্রথমার্ধ ২-২ সমতায় শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে তারা আরও তিনটি। ৫৭তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন মার্কাস থুরাম। ১০ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান পিও এস্পোজিতো। ৭৯তম মিনিটে গোল করেন আ-জোয়ান বনি। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ে একটি গোল ফিরিয়ে দেয় উদিনেজে। তবে ইন্টার জিতে যায় পরিষ্কার ব্যবধানেই। গত ৫ সেপ্টেম্বর নাপোলির বিপক্ষে দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও ইন্টার জিতেছিল ৩-২ গোলে। নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষেও ম্যাচে ছিল ২-২ সমতা। যোগ করা সময়ে গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন লাউতারো মার্তিনেজ। ওই ম্যাচের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে প্রবল চাপ তৈরি করেই শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যায় ২-১ গোলে। তবে লিগে ফিরে শুরুর ধাক্কা সামলে ঠিকই আদায় করে নিল জয়। চার ম্যাচে চার জয়ে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করল ইন্টার। চার ম্যাচের চারটি জিতেছে রোমাও। তুরিনোর মাঠে সোমবার তারা জেতে ২-০ গোলে। দিনের অন্য ম্যাচে পার্মাকে ২-১ গোলে হারায় কোমো। গত মরসুমে চমক দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়া দলটি এবার চার ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে আপাতত আছে তিন নম্বরে।

‘অসাধারণ ও অনন্য প্রতিভা’ নেইমারের বিকল্প ব্রাজিলে দেখেন না আনচেলত্তি

এবারের বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পরপরই জাতীয় দলকে বিদায় বলে দেন নেইমার, তা এবার নিশ্চিত করে দিলেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও। একই সঙ্গে ব্রাজিলের রেকর্ড গোলস্কোরারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ঝরল অভিজ্ঞ কোচের কণ্ঠে। তার মতে, ব্রাজিল দলে নেইমারের বিকল্প পাওয়া সম্ভব নয়।

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বকাপের পরই একরকম জানিয়ে দিয়েছিলেন নেইমার, ব্রাজিলের জার্সিতে তাঁকে আর দেখা যাবে না। এবার তা নিশ্চিত করলেন সেলেসাওদের কোচ কার্লো আনচেলত্তিও। গত বিশ্বকাপে হতাশাজনকভাবে বিদায়ের পর এখন সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজানোর ভাবনা তাঁর। সিএনএন এস্পোর্তেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, ‘‘তাঁর মানের কারণেই তার সেখানে (বিশ্বকাপে) থাকা উচিত ছিল। নেইমার নিজেই নিশ্চিত করেছে যে সে জাতীয় দলে আর ফিরতে চায় না। নেইমারের বিকল্প পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে এক অসাধারণ ও অনন্য প্রতিভা।’’ নেইমার-অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পর এখন নতুন করে পুরো দলকে সাজাতে চাইছেন আনচেলত্তি। ২০৩০ বিশ্বকাপের মধ্যে ব্রাজিলকে বিশ্ব ফুটবলের চূড়ায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম এমন একটা নতুন প্রজন্ম তৈরি করাই লক্ষ্য।

নিজের ভাবনার কথা জানিয়ে আনচেলত্তি বলেন, ‘‘আমি মনে করি, আমাদের ধাপে ধাপে এগোতে হবে। এখন আমাদের এমন তরুণ খেলোয়াড়দের দিকে মনোযোগ দিতে হবে যারা ভবিষ্যৎ হতে পারে, যেমন ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ সালে জন্ম নেওয়া খেলোয়াড়েরা। আমাদের ২০০৮ সালে জন্ম নেওয়া কিছু মানসম্পন্ন তরুণ আছে যারা এখনো খেলছে না, তবে খেলতে পারবে। এখন তাদের বয়সকে গুরুত্ব দিয়ে এবং সম্মান জানিয়ে তাদের দিকে তাকানোর সময়। এটা সত্যি যে একজন খেলোয়া। ৩৬ বা ৩৭ বছর বয়সেও খুব ভালো খেলতে পারে। তবে এখন তরুণদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সময়।’’ ব্রাজিলের ফুটবলের বড় একটা সমালোচনা ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখাতেই ফুটবলারদের মনোযোগ বেশি থাকে। এই ধারা ভেঙে দলীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতেও মন দিয়েছেন আনচেলত্তি। প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলারদের খুঁজে বের করে এখনকার ফুটবলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চান। তিনি বলেছেন, ‘‘আমি বিশ্বাস করি, আধুনিক ফুটবলে দলগত কাজটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত প্রতিভা নয়। আপনার যদি দারুণ ব্যক্তিগত প্রতিভা থাকে, তবে জয়ের সম্ভাবনা বেশি থাকে, কিন্তু আধুনিক ফুটবলে দলগত কাজটা জরুরি। আমরা ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী দল গড়তে কাজ করছি, কোনো একক দুর্দান্ত ব্যক্তিগত প্রতিভার ওপর নির্ভর করার জন্য নয়।’’

রিভার প্লেটের নজির ভেঙে বহু পুরনো বিশ্বরেকর্ড রোনাল্ডোর আল নাসেরের

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবলের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক। অনন্য বিশ্বরেকর্ড গড়ল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসের। শীর্ষ স্তরের লিগে টানা সবচেয়ে বেশি ম্যাচে গোল করার নজির এখন তাদের দখলে। সৌদি প্রো লিগে টানা ৯৪টি ম্যাচে অন্তত একটি করে গোল করল তারা। ভেঙে দিল আর্জেন্তিনার ক্লাব রিভার প্লেটের বহু পুরনো এক ঐতিহাসিক রেকর্ড। দীর্ঘ আট দশকের বেশি সময় ধরে অক্ষত ছিল এই কীর্তি। এবার সেই সিংহাসনে বসল সৌদি আরবের ক্লাবটি। শনিবার আল খলিজের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল আল নাসের। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। খেলার ৭২ মিনিটে আল নাসেরের হয়ে সমতা ফেরান ২৭ বছর বয়সি ফরোয়ার্ড আবদুল্লা আল-হামদান। আর এই মূল্যবান গোলের সুবাদেই নিশ্চিত হয় বিশ্বরেকর্ড। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে টানা ৯৩টি ম্যাচে গোল করে রিভার প্লেট। ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ লিগে এতদিন সেটাই ছিল সবচেয়ে বেশি টানা ম্যাচে গোল করার রেকর্ড। এবার সেই নজির চিরতরে মুছে দিল রোনাল্ডো-বাহিনী। পুরো ৯৪ ম্যাচের দীর্ঘ যাত্রায় দলের কাণ্ডারি রোনাল্ডো নিজেই। ২০২৩ সালে এই ক্লাবে যোগ দেন তিনি। সৌদি প্রো লিগে ১১৩টি ম্যাচ খেলে ১০৫টি গোল করেছেন সিআরসেভেন। এই অবিশ্বাস্য রেকর্ডের শুরুটা হয়েছিল

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল আল নাসের। ধাক্কা সামলে ঠিক তার পরের ম্যাচেই আল রিয়াধকে ৪-১ গোলে হারায় তারা। সেই শুরু। তারপর থেকে লিগের প্রতিটি ম্যাচে বিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছে রিয়াধের ক্লাব। রেকর্ড গড়লেও শনিবার জয়ের মুখ দেখেনি আল নাসের। রেলিগেশন জোনের ঠিক ওপরে থাকা একটি খর্বশক্তির দলের বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করেছে তারা। প্রত্যাশিত জয় না পাওয়ায় উচ্ছ্বাসে কিছুটা ভাটা পড়ে। এই ড্রয়ের ফলে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে নেমে গেল রোনাল্ডো অ্যান্ড কোং। শীর্ষে থাকা আল হিলালের চেয়ে তারা দুই পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থানে থাকা আল ইত্তিহাদের চেয়ে এক পয়েন্টে পিছিয়ে। খেতাবের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে দ্রুত জয়ের সরণিতে ফিরতেই হবে। রেকর্ডের সঙ্গে রোনাল্ডোর সম্পর্ক বহু পুরনো। কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকার সময় রিয়াল মাদ্রিদের হয়েও ঠিক এমন নজির গড়েছিলেন তিনি। তাঁর উপস্থিতিতে ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা ৭৩টি ম্যাচে গোল করেছিল মাদ্রিদ। যা ছিল সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা গোল করার রেকর্ড। ৪১ বছর বয়সি পর্তুগিজ তারকার কেরিয়ারে এটিই হয়তো শেষ মরসুম। ২০২৬-২৭ সিজন শেষেই বুটজোড়া তুলে রাখার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছেন তিনি। আপাতত সামনে শুধুই হাজার গোলের লক্ষ্য। সিনিয়র ফুটবলে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এই মাইলফলক ছুঁতে চান তিনি। বর্তমানে তাঁর গোলসংখ্যা ৯৭৯। ইতিহাস থেকে মাত্র ২১ কদম দূরে দাঁড়িয়ে পর্তুগিজ কিংবদন্তি। কিন্তু এই ম্যাচের পর প্রবল ক্ষুব্ধ ৪১ বছর বয়সি তারকা। সৌদি লিগে অন্য ম্যাচে আল হিলাল ৬-০ গোলে হারায় আল তাউনকে। সেখানে হিলালের মিডফিল্ডার রুবেন নেভেস বল ধরলেই তাউন সমর্থকরা ‘জোটা’র নাম ধরে চিৎকার করছিল। গতবছর গাড়ি দুর্ঘটনায় পর্তুগিজ ফুটবলার দিয়েগো জোটা প্রয়াত হন। নেভেস ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই ‘জোটা’র নাম ধরে তাঁকে বিব্রত করার চেষ্টা করছিলেন তাউন সমর্থকরা। তাতেই রেগে আগুন রোনাল্ডো। তিনি বলেন, ‘‘লিগ কর্তৃপক্ষের উচিত এই সমর্থকদের নিষিদ্ধ করা। সব কিছুর একটা সীমা থাকা দরকার। এরকম সমর্থকদের মাঠে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com